

জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়
شرح متن
الدروس المهمة لعامة الأمة

মূল লেখক:

গ্র্যাণ্ড মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)

সংকলন ও রচনায়

শাইখ হাইছাম বিন জামীল সারহান

শিক্ষক, মা'হাদুল হারাম, মাসজিদ নাববী

<http://attasseel-alelmi.com>

অল্লামহ তাঁকে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং এ বইটি প্রকাশ করতে যাওয়া সহযোগিতা
করেছেন সকণকে ক্ষমা করুন- আমীন

شرح متن الدروس المهمة لعامة الأمة

للشيخ الإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

اعتنى به فضيلة الشيخ
هيثم بن محمد جميل سرحان

المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي - سابقاً - والمشرف على موقع التأصيل العلمي

<http://attasseel-alelmi.com>

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

সূচীপত্র

ভূমিকা ৬

- আমরা কেন এই “গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ” বইটি অধ্যয়ন করবো? ৬
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ” গ্রন্থটিতে কি কি বিষয় রয়েছে? ৭
- উলামাগণ তাদের লেখনির সূচনায় বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ করেন? ৭

প্রথম পাঠ : ৮-৯

- ◇ একজন ছাত্র তাফসীরের কোন বই সর্বপ্রথম পড়া শুরু করবে? ৮
- ◇ এই তাফসীরটি কেন পড়বেন? ৮
- ◇ কুরআনের আলোকে মানুষ কত প্রকার? ৯

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূরার তাফসীর: ১০-৩৯

- সূরা ফাতিহার তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। ১০
- আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা ১৪
- সূরা আল যিলযাল এর তাফসীর ১৬
- সূরা আল আদিয়াত এর তাফসীর ১৭
- সূরা আল কুরিয়া এর তাফসীর ১৯
- সূরা আত-তাকাহুর এর তাফসীর ২১**
- সূরা আল আছর এর তাফসীর ২৩
- সূরা আল হুমাযাহ এর তাফসীর ২৪
- সূরা আল-ফীল এর তাফসীর ২৬
- সূরা আল কুরাইশ এর তাফসীর ২৭
- সূরা আল মাউন এর তাফসীর ২৮
- সূরা আল কাউসার এর তাফসীর ৩০
- সূরা আল কাফিরুনের তাফসীর ৩১
- সূরা আন-নাছর এর তাফসীর ৩২
- সূরা আত-তাব্বাত এর তাফসীর ৩৪
- সূরা আল ইখলাস এর তাফসীর ৩৫
- সূরা আল-ফালাক এর তাফসীর ৩৭
- সূরা আন-নাস এর তাফসীর ৩৮

- ◇ ভূমিকা ও তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র ৪০

দ্বিতীয় পাঠ: ৪৩-৬০

- কালিমার রুকুন সমূহ। ৪৪

- কালিমার শর্তসমূহের উপর ব্যাখ্যা ৪৪
- ভালোবাসা এর প্রকারভেদ ৪৬
- দাসত্বের প্রকারভেদ ৪৭
- নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৭

তৃতীয় পাঠ : ৫১-৫৬

- ঈমানের রুকনসমূহ ৫১
- ঈমানের শারয়ী সংজ্ঞা ৫১
- ঈমান বৃদ্ধির উপায়সমূহ ৫২
- ঈমান কমতির কারণসমূহ ৫২

চতুর্থ পাঠ : ৫৭-৬১

- ✓ তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ ৫৭
- ✓ বড় শিরক ও ছোট শিরকের পার্থক্য ৬১

পঞ্চম পাঠ: ইহসান: ৬২-৬৭

- ইহসানের পরিচয় ৬২
- তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নমালা ৬৩

ষষ্ঠ পাঠ : সলাতের শর্তসমূহ ৬৮-৭১

সপ্তম পাঠ : সলাতের রুকনসমূহ ৭২-৭৪

অষ্টম পাঠ : সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৭৫

নবম পাঠ : তাশাহুদদের বর্ণনা ৭৬-৭৭

দশম পাঠ : সলাতের সুন্নাতসমূহ ৭৮-৮০

একাদশ পাঠ : ৮১-১০২

- সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮১
- বিশেষ সতকীকরণ ৮২
- সাহু সাজদাহ ৮৩
- সংক্ষিপ্তাকারে ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি ৮৪
- বিশেষ সতর্কতা ৯৪
- বিভিন্ন সলাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯৫
- সাধারণ নফল সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ ৯৭
- সলাত সম্পর্কিত প্রশ্নমালা ৯৮

দ্বাদশ পাঠ: ১০৩-১০৪

- ওয়ুর শর্তসমূহ ১০৩
- কতিপয় শর্তের ব্যাখ্যা ১০৪
- স্বভাবগত সুন্নাতসমূহ ১০৪

ত্রয়োদশ পাঠ : ওয়ুর ফরয ১০৫

চতুর্দশ পাঠ : ১০৬-১১৬

- ওয়ু ভঙ্গের কারণ ১০৬
- ওয়ুর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ ১০৮
- ইসলামের রুকুনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংযোজন ১১১
- তায়াম্মুম ১১১
- ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি ১১২
- সুন্নাত গোসলের পদ্ধতি ১১২
- যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ১১২
- মোজার উপর মাস্হের শর্তসমূহ ১১৩
- মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি ১১৩
- পেশাব পায়খানার আদবসমূহ ১১৪
- পবিত্রতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী ১১৫

দ্বিতীয় পর্ব: যাকাত: ১১৭-১২৬

- যাকাতের হকদারগণ ১১৮
- গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ ১১৯
- যাকাতের পরিমাণ ১২০
- ✓ যাকাতের পর্বের প্রশ্নসমূহ ১২৩

তৃতীয় পর্ব: সিয়াম: ১২৭-১৩

রোযার রুকুনসমূহ ১২৭

সিয়াম বা রোযার প্রকারভেদ ১২৭

সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমূহ ১২৯

- যাকাতুল ফেতরার পরিমাণ ১৩৩
- ঈদের সলাত ১৩৩
- ✓ সিয়াম পর্বের প্রশ্নপত্র ১৩৪

চতুর্থ পর্ব: হজ্জ : ১৩৭-১৪৮

- হজ্জের প্রকারসমূহ ১৩৭
- হজ্জের ওয়াজিবসমূহ ১৩৮
- হজ্জ-উমরার মীকাতসমূহ ১৩৮
- হজ্জের মুস্তাহাব আমলসমূহ ১৩৯
- ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ১৪০
- হাজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ ১৪১
- হাজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান ১৪১
- হাজ্জ ও উমরার পদ্ধতি ১৪২
- ✓ হজ্জ পর্বের প্রশ্নপত্র ১৪৬

পঞ্চদশ পার্ট : প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রবান হওয়া ১৪৯

ষষ্ঠদশ পার্ট : ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া ১৫০

সপ্তদশ পার্ট : শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক করা ১৫৩

হারজিত খেলায় প্রতিযোগিতা করার হুকুম ১৫৪

অষ্টদশ পার্ট : ১৫৫-১৬৩

- চতুর্থ: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি ১৫৫
- পঞ্চম: মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানো ১৫৫
- সপ্তম: মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাতের পদ্ধতি ১৫৬
- অষ্টম: মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পদ্ধতি ১৫৯
- কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ ১৬১
- ✓ পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রশ্নপত্র ১৬২

ভূমিকা

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতি পালক আল্লাহ তা‘আলার জন্য। সুপরিণাম মুত্তাকীনের (আল্লাহভিরদের) জন্য। আল্লাহ তা‘আলা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা-রাসূল ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি।

অতঃপর, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন সকলের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যিক, তার কতিপয় বিষয়ের বিবরণে এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাণী এবং আমি তার নামকরণ করেছি, **“সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ”**।

আর আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম জাতিকে উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি উদার ও সম্মানিত। - আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহি.)

আমরা কেন এই “গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহ” বইটি অধ্যয়ন করবো?

কেননা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি লেখক (রহিমাহুল্লাহ) তার নাম দিয়েছেন এবং আলেমগণও এর অধ্যয়নের সৎপরামর্শ দিয়েছেন।

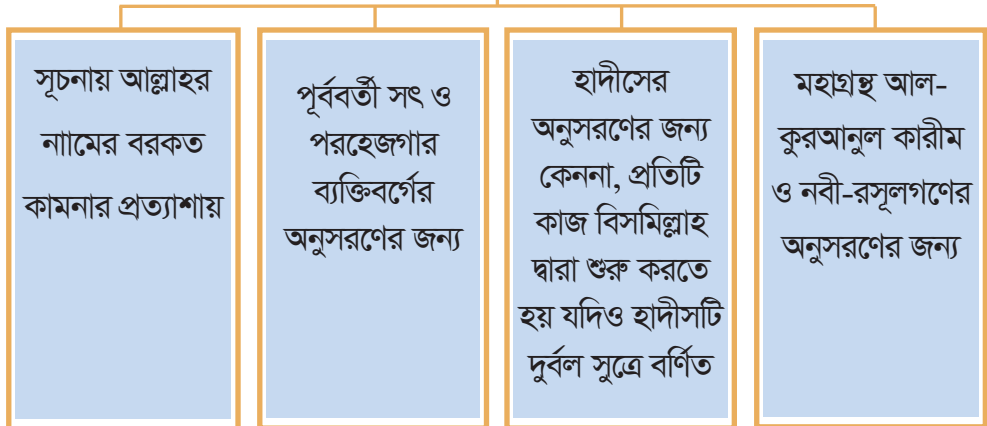
কেউ যদি বলে: হ্যাঁ: জনসাধারণের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমি তো একজন ছাত্র!!!

উত্তর: আমরা তাকে এ পুস্তকটির বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব যদি তার উত্তর দিতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষই তার চেয়ে উত্তম। বিদ্যা ও বিদ্যানদের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা আমাদের জন্য সমীচিন নয়। আর রব্বানী আলেমদের পথ অনুরসরণ করবে। সহীহ বুখারীতে এসেছে ইমাম মুজাহিদ (র:) বলেন: লজ্জাবোধকারী ও অহংকারকারী ইলম অর্জন করতে পারে না।

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ” গ্রন্থটিতে কি কি বিষয় রয়েছে?

১. আল কুরআনুল কারীম পাঠ করা, মুখস্ত করা, গভীরভাবে চিন্তা করা ও আমল করার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীন ও তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের পছন্দ অনুকরণ করা সম্পর্কীয় আলোচনা।
২. ইসলাম, ঈমান, ইহসান, তাওহীদ ও শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ।
৩. সলাতের বিবরণ।
৪. অযুর বিবরণ।
৫. শারয়ী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া।
৬. শিরক ও পাপ হতে সতর্ক করা।
৭. মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযার সলাত ও দাফন।

উলামাগণ তাদের লেখনির সূচনায় বিসমিল্লাহ দিয়ে আরম্ভ করেন?



الدّرس الأول প্রথম পাঠ

সূরা ফাতিহা ও ছোট সূরাসমূহ হতে যেমন সূরা আল যিলযাল থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে পড়া ও মুখস্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া এবং যে বিষয় গুলো জানা জরুরী তা ব্যাখ্যা করা। যেমন সালফে সালেহীনগণ প্রত্যেক দিন ১০ টি আয়াত মুখস্ত করা সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও পড়া (যেমন সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ইবনে সা'দী) এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

ব্যাখ্যা:

প্রত্যেকের উচিত হবে ইবনে সা'দী এর সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে ব্যাখ্যাসহ সালফে সালেহীনদের ন্যায় প্রতিদিন দশটি আয়াত তেলাওয়াত ও মুখস্ত করা উচিত। আর তদানুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

একজন ছাত্র তাফসীরের কোন বই সর্বপ্রথম পড়া শুরু করবে?

শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস সা'দী কর্তৃক লিখিত “তাইসীরুল কারীমীর রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান” বইটি দিয়ে পড়া শুরু করবেন।

এই তাফসীরটি কেন পড়বেন?

কেননা লেখক
(রহ.)
তাওহীদের
বিষয়ে
জোরালো
ভূমিকা
রেখেছেন।

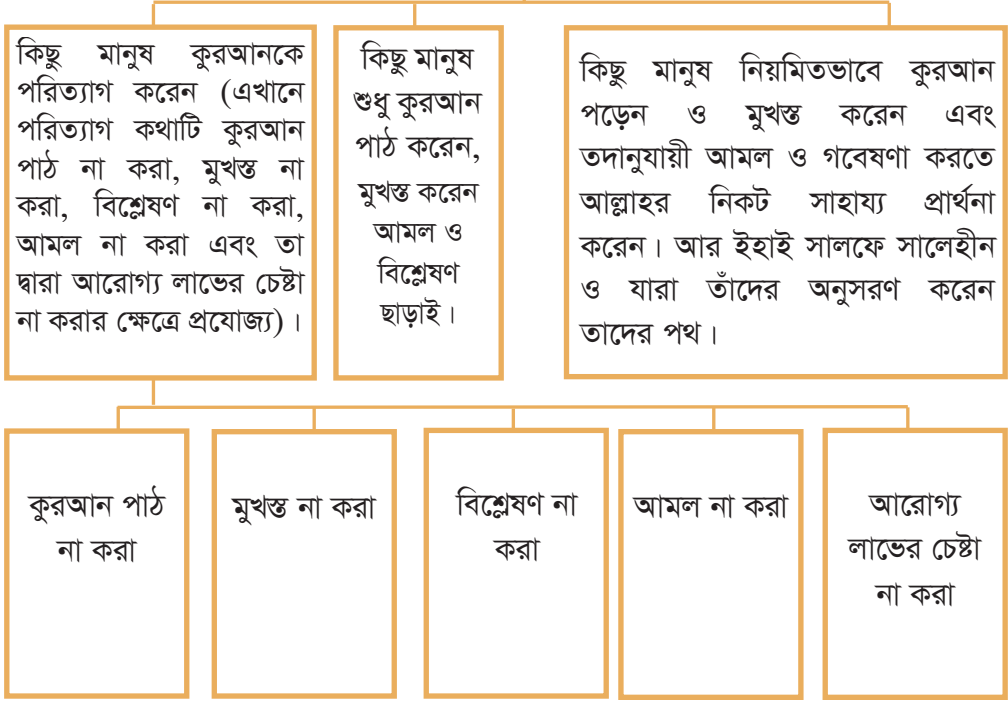
তা আল্লাহর
নিকট হতে
প্রাপ্ত কুরআনের
আলোকে
আমল করতে
সহায়তা করে

কেননা তার
ভাষা সহজ ও
সুস্পষ্ট যার
মাঝে কোন
জটিলতা
নেই।

এটি সংক্ষিপ্ত
তাই প্রাথমিক
পাঠকদের
জন্য উপযুক্ত

কেননা
আলেমগণ
এই তাফসীর
পড়ার পড়ামর্শ
দিয়েছেন।

কুরআনের আলোকে মানুষ কত প্রকার?



আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَالَ رَسُولُ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي أَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (রাসূল ^{সম্প্রদায়} বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।) আর নাবী ^{আলাহুই} বলেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা হতে অব্যাহতি দেয়। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম। (সহীহুল বুখারী হা/৩৩৪৪)

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহ.) কর্তৃক রচিত (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিন মান্নান' হতে চয়নকৃত তাফসীর ও প্রশ্ন
সূরা ফাতিহার তাফসীর, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣) تِلْكَ يَوْمَ الدِّينِ ٤) إِنَّكَ نَبِيٌّ وَإِنَّكَ نَسِيتُ ٥) أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧)

১. (আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে। ২. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। ৩. যিনি করুণাময় ও কৃপানিধান। ৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৫. আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। ৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

১. অর্থাৎ: আমি আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক নাম দ্বারা শুরু করছি। কেননা (ইসম) শব্দটি এক বচন ও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই সমস্ত আসমা হুসনাকে শামিল করেছে। (الله) তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ইবাদতের হক্কদার মা'বুদ, কেননা তিনি ইবাদতের গুণে গুণান্বিত। আর তা হলো পূর্ণাঙ্গ গুণ। (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) এ নাম দু'টি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন মহা প্রশস্ত দয়ার মালিক যা সবকিছুতেই ব্যাপকতা ও বিস্তার হয়েছে, প্রত্যেক জিনিসকে শামিল করেছে এবং নাবী ও রাসূলগণের মুত্তাকী অনুসারীদের জন্য তা অপরিহার্য করেছেন তাই এই ব্যাপক দয়া তাদেরই জন্য, আর অন্যান্যদের জন্য তা হতে অংশ রয়েছে।

আপনি জেনে রাখুন : সালফে সালেহীন ও ইমামদের মধ্যে এই ব্যাকরণের উপর ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নামসমূহ, সিফাত সমূহ ও উহার বিধি-বিধানের উপর ঈমান আনা। তাই তাঁরা ঈমান রাখে যে, নিশ্চয় তিনি রহমান ও রহীম। তিনি এমন দয়াশীল যা দ্বারা তিনি বিশেষিত, সেই দয়া রহমকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং সমস্ত নিয়ামত তাঁর দয়ার পরিচয় বহন করে। আর অনুরূপভাবে সমস্ত নামসমূহের ক্ষেত্রেও। যেমন তাঁর নাম আল 'আলীম এ বলা হবে: নিশ্চয় তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী যা দ্বারা সমস্ত কিছু জানেন। তিনি আলক্বাদীর এমন শক্তিদর, সবার উপর শক্তিমান।

২. (الْحَمْدُ لِلَّهِ) তা হলো পূর্ণগুণের মাধ্যমে এবং অনুগ্রহ ও ন্যায়ের মাঝে আল্লাহর চলমান কর্মের দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা, সুতরাং সর্বদিক থেকে তাঁর পূর্ণ প্রশংসা।

(رَبِّ السَّالْمِينَ) : তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালনকারী, তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। সমস্ত সৃষ্টি যাদের জন্য আল্লাহ সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন, তাদের প্রতি সে সব বড় নিয়ামত দান করেছেন, যদি তারা তা হারিয়ে ফেলতো তাহলে কখনো তারা অবশিষ্ট থাকতো না। সুতরাং তাদের মধ্যে যেকোন নিয়ামত তারই পক্ষ হতে। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজীবকে দুই পন্থায় প্রতিপালন করে থাকেন: ১. সাধারণ ২. বিশেষ।

১. সর্ব সাধারণ হলো: সবাইকে সৃষ্টি করা রিযিক দান করা এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছুতে তাদের মঙ্গল রয়েছে তার পথ নির্দেশনা করা।
২. আর বিশেষ প্রতি পালন হচ্ছে: তাঁর ওলীদের প্রতিপালন করা, তাই তিনি তাদেরকে ঈমান দ্বারা প্রতিপালন করেন ও তাদেরকে তাঁর তাওফীক দান করেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ করেন, আর তাঁর ও তাদের মাঝের যাবতীয় বাধাসমূহকে দূর করেন। আর তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে: প্রত্যেক কল্যাণের তাওফীকের জন্য এবং প্রত্যেক খারাপ হতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিপালন করা। আর সম্ভবত এই অর্থই হচ্ছে নবীদের অধিকাংশ দু'য়া (আর্ রব্ব) শব্দ দিয়ে হওয়ার গোপন তথ্য। কেননা তাদের সমস্ত প্রার্থনায় তাঁর বিশেষ প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর বাণী: (رَبِّ السَّالْمِينَ) প্রমাণ করে যে, তিনি (আল্লাহ) একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, নিয়ামত দাতা এবং তিনি অমুখাপেক্ষি আর সমস্ত সৃষ্টি সর্ব দিক থেকে তাঁরই মুখাপেক্ষি।

৪. (تِلْكَ يَوْمَ الدِّينِ) আল মালিক: সেই সত্তা যিনি মালিকানার গুণে গুণান্বিত যে তিনি আদেশ ও নিষেধ করেন ও প্রতিদান ও শাস্তি দেন এবং তাঁর মালিকানায যে ইচ্ছা সে ভাবেই পূর্ণ পরিচালনা ও তাতে হস্তক্ষেপ করেন। আর মালিকানাকে এখানে কিয়ামত দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সে দিবস হলো যে দিন মানুষকে তার ভাল-মন্দ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। কেননা সেই দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ এর পূর্ণ মালিকানা, ন্যায় বিচার ও প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টিকুলের সমস্ত মালিকানা শেষ হওয়া পূর্ণ প্রকাশ পাবে। এমনকি সেই দিন রাজা-প্রজা, স্বাধীন-পরাদীন সকলেই সমান। সকলেই তারা আল্লাহর বড়ত্বের স্বীকৃতি দিবে, তাঁর সম্মানের প্রতি অবনত হবে এবং তাঁর প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করবে। তাঁর সাওয়াবের প্রত্যাশি হবে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে। এজন্য তিনি এই দিনকে খাস করে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় তিনি সেই দিন এবং অন্যান্য দিনেরও মালিক।

৫. আল্লাহর বাণী : (إِنَّكَ تَشْتَعِي وَيَاكَ نَسْتَعِي) অর্থাৎ : আমরা একমাত্র আপনাকেই ইবাদত ও সাহায্যের জন্য নির্দিষ্ট করছি। কেননা, আরবী ব্যাকরণে যদি (মাফউল) কর্মকৃতকে (ফায়েল) এর প্রথমে আনা হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট করনের অর্থ দিবে। আর তা হলো: উল্লেখিত বিধানটি তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা এবং অন্যদের থেকে দূরিভূত করা। যেন ব্যক্তি একথার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আমরা আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না। আর আপনার ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য কামনা করি না। আর এখানে ইবাদতকে সাহায্যের উপর আনা হয়েছে ‘আম (ব্যাপক) শব্দকে খাস (নির্দিষ্ট) শব্দের আগে আনার ভিত্তিতে এবং আল্লাহর হকুকে বান্দার হকুর আগে আনার গুরুত্ব দেওয়ার ভিত্তিতে।

আর ইবাদত বলা হয় : (العبادة: اسم جامع لما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال) অর্থাৎ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন সব ইবাদত যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

আর ইসতি‘আনাহ হলো: (الاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار) অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য কামনা করা আর সেটি হচ্ছে কল্যাণকর বস্তু অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং অকল্যাণকর বস্তু দূরিভীত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার উপর দৃঢ় আস্থা রাখা।

আল্লাহর ইবাদত করাতে ও তাঁর নিকটেই সাহায্য চাওয়াতেই রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তিদান। সুতরাং এই দুটিকে বাস্তবায়ন করা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নাই। আর ইবাদত তখনোই ইবাদত বলে গন্য হবে যদি তা রাসূল ^{পরিবারে আল্লাহর ওয়াসী} থেকে গ্রহণ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই দুই শর্তের ভিত্তিতে তা ইবাদত বলে গন্য হবে। উক্ত আয়াতে ইবাদত উল্লেখ করার পর সাহায্য শব্দ নিয়ে আসার কারণ হলো যে, বান্দা তার সমস্ত ইবাদতে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষি। কেননা আল্লাহ যদি তাকে সাহায্য না করে তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করা সম্ভব হবে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন:

৬. (هُدًى أَلَصَّرَطُ الْمُسْتَقِيمِ) অর্থাৎ : আপনি আমাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম এর পথ দেখান ও তাওফীক দান করুন। আর তা হলো ঐ সমস্ত পথ যা আল্লাহ ও জ্ঞানাতের দিকে পৌছায়। আর তা হলো হকুকে জানা ও তার প্রতি আমল করা। তাই আপনি আমাদের সিরাতের দিকে ও পানে পথ প্রদর্শন করুন। সুতরাং সিরাতের হেদায়াত পাওয়ার অর্থ হলো: সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করে একমাত্র ইসলামকে আঁকড়ে ধরা। আর সিরাতের হেদায়াত দ্বীনের সার্বিক বিষয়সমূহকে জ্ঞানার্জন ও আমল করার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এই দু’আটি বান্দার জন্য সর্বোত্তম দু’আ। তাই বান্দার প্রতি কর্তব্য যে, সে সলাতের প্রতি রাকাতাতে এর দ্বারা আল্লাহর নিকট তার নিজ প্রয়োজনে প্রার্থনা করবে। আর এটিই হলো সেই প্রার্থনা যা সিরাতুল মুসতাকীম তথা সঠিক পথের দিশা।

৭. (مِرْطُ الَّذِينَ أَنْصَمَتْ عَلَيْهِمْ) তাঁদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন তাঁরা হলেন : নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ। কিন্তু (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) দের পথ না। তারা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা হকু জানার পর পরিত্যাগ করলো। যেমন ইয়াহুদীরা ও অনুরূপ যারা এবং (الْمُكَذِّبِينَ) দেরও রাস্তা না, তারা হলো : যারা হকুকে পরিত্যাগ করেছে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায়। যেমন নাসারারা ও তাদের অনুরূপ যারা।

এই সূরাটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছে যা কুরআনের অন্য সূরাতে নেই। যেমন- সূরাটি তাওহীদের তিন প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে : তাওহীদুর রুবুবিয়াহ উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে (نَبِئَ الْمَلْعُونِينَ)

। তাওহীদুল উলূহিয়াহ উল্লেখিত হয়েছে (اللَّهُ) শব্দে এবং (إِنَّكَ تَقْدِرُ وَإِنَّكَ تَنْصِفُ) আয়াতে। আর তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহর জন্য ঐ সকল পরিপূর্ণ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করা যেগুলো আল্লাহর সত্ত্বাকে সাব্যস্ত করে থাকে ও তাঁর রিসালাতকে সাব্যস্ত করেছে কোন ধরনের সাদৃশ্য, সমকক্ষ ও পরিবর্তন ছাড়াই। আর এ বিষয়টি পূর্বে উল্লিখিত (আলহামদুলিল্লাহ) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর আল্লাহর এই (أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) বাণীতে তার নবীর নবুওয়াতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তা রিসালাত ব্যতীত অসম্ভব।

এবং আমলের প্রতিদানের কথা এসেছে আল্লাহর এই (تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ) বাণীতে, আর প্রতিদান ন্যায় বিচারের সঙ্গে হবে। কেননা দ্বীন অর্থ হচ্ছে : ন্যায়ের সঙ্গে প্রতিদান দেওয়া। আর এই আয়াতটি প্রমাণ করে ভাগ্যের প্রতি এবং আরও প্রমাণ করে যে, বান্দা সত্যিকার আমলকারী, কিন্তু ফিরকা কাদারিয়া ও জাবরিয়া তার বিপরীত পোষন করে।

আর আল্লাহর এই বাণীতে (أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) সমস্ত বিপথগামী দলের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা তা হলো হকুকের জ্ঞানার্জন ও তার প্রতি আমল করা। আর প্রত্যেক বিদআতী ও পথভ্রষ্ট সেই সিরাতুল মুসতাকীমের বিরোধী। আর আল্লাহর এই (إِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ تُسْتَعْبَدُ) বাণীতে প্রমাণিত হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করতে হবে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে। অতএব সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালায় জন্য।

[আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা]

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। (সূরা বাকারা-২৫৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এই আয়াতটি কুরআনের সর্বোত্তম আয়াত। কেননা তা তাওহীদের ব্যাপক অর্থ ও আল্লাহর মহত্ত্ব এবং অসীম গুণাবলীর আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেছেন: (اللَّهُ) তিনি এমন প্রভু যার জন্য ইবাদতের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। আর তিনি ব্যতীত ইবাদত-বান্ধেগীর কেউ যোগ্য না। তাই অন্যদের ইবাদত করা বাতিল। আর তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব যার জন্য পূর্ণ জীবনের সমস্ত অর্থই নির্দিষ্ট। যেমন: শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে। অনুরূপ (الْحَيُّ) এর মধ্যে তাঁর সমস্ত কর্মগত সিফাত প্রমাণিত। কেননা (الْقَيُّومُ) তিনিই যিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষি। আর তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এভাবে যে, তাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন ও অবশিষ্ট রেখেছেন এবং সে ক্ষেত্রে যা কিছু তাদের প্রয়োজন তা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর পূর্ণ জীবন ও নিজ প্রতিষ্ঠিত এমনই যে ১) (لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) ঘুম আসে না। কেননা এই দুইটি সৃষ্টিকে স্পর্শ করে তাদের দুর্বল ও অপারগতার কারণে। কিন্তু কখনো তা সেই মহান আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, আসমান-যামীন ও উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকলেরই তিনি মালিক। তাদের কেউ এই সীমা থেকে বের হতে পারবে না ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

অর্থ: আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তাই তিনি সকলেরই মালিক তাঁরই রয়েছে পূর্ণ মালিকানা-রাজত্ব, হস্তক্ষেপ। এবং তাঁর পূর্ণ মালিকানা এমনই যে, (يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। সুতরাং সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিগণ ও সুপারিশ কারীগণ তাঁর বান্দা ও দাস। এবং যতক্ষণ তিনি অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ তারা সুপারিশ করতে পারবে না (قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا)

অর্থ: বলুন: সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁরই।

(وَلَا تَزِرُ) অর্থ: আল্লাহ তায়ালা সুপারিশের অনুমতি দিবেন শুধুমাত্র সে ব্যক্তির জন্য যার থেকে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আল্লাহ সন্তুষ্ট হন শুধুমাত্র তাওহীদ ও তাঁর রাসূলগণের অনুসরণে। আর যে ব্যক্তি এরূপ না হবে তার জন্য কোন সুপারিশ নেই। অতঃপর তিনি তাঁর অগাদ জ্ঞানের কথা বলছেন যে, নিশ্চয় তিনি সমস্ত মাখলুকের ভবিস্যৎ বিষয়াদী সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন এবং (وَمَا خَلَقُهُمْ) তাদের অতীতের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আর তাঁর নিকট কোন বিষয় কখনো গোপন থাকে না

﴿يَعْلَمُ خَائِبَتَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ অর্থ: চোখসমূহের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন।

আর সৃষ্টি জীবের কেউ আল্লাহর জ্ঞানকে বেটন করতে পারে না ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ তিনি নিজ ইচ্ছায় নাবী ও রাসূলদেরকে যা অবগত করেছেন শারঈ ও কদরের জ্ঞান হতে বস্তুত তা অতি অল্প যা তুলনাতীত।

যেমন: তাঁর নাবী-রাসূলগণ ও ফেরেশতাগণ বলেছেন: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ এরপর আল্লাহ তাঁর মহত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আর তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান-যমীন প্রশস্ত হয়েছে। আর অবশ্যই তিনি আসমান-যমীন ও উভায়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সকলকেই তিনি তাঁর শক্তি, নিয়ম ও পদ্ধতি দ্বারা হিফায়ত করেছেন। অথচ তাঁর পূর্ণ বড়ত্ব, শক্তি ও ব্যাপক প্রজ্ঞার কারণে তাদের হিফায়ত তাঁর নিকট কোন বোঝা নয় ও তাঁকে বিন্দুমাত্র অসুবিধায় পতিত করে না। আর তিনি ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ সমস্ত মাখলুকের উর্ধে স্ব-শরীয়ে এবং তিনি এমনই যে, সব কিছুকেই পরাভূত করেছেন আর সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেছে এবং

কাঁধকে নমনীয় করেছে। এবং ﴿الْعَظِيمُ﴾ তিনি হচ্ছেন এমন ‘মাবূদ যিনি সমস্ত মহত্ব, সম্মান-মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং তাঁকে অন্তর সমূহ ভালবাসে, আর আত্মসমূহ সম্মান প্রদর্শন করে, এবং প্রকৃত জ্ঞানীরা জানেন যে, কখনো কোন মহত্ব-বড়ত্ব তাঁর বড়ত্বের সমকক্ষ হতে পারে না। আর যে আয়াতে এই মহান অর্থ বহন করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যে ব্যক্তি আয়াতটি বুঝে ও গবেষণার সাথে পাঠ করবে তার অন্তর বিশ্বাস ও ঈমানে ভরে যাবে এবং শয়তানের অনিষ্ঠ হতে হেফায়ত থাকবে।

সূরা যিলযাল এর তাফসীর, মদীনায অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ۝٤ إِنَّ رَبَّكَ وَحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلُهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨)।

১. পৃথিবীকে যখন তার প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে, ২. পৃথিবী তার (ভেতরের যাবতীয়) বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, ৩. এবং মানুষ বলবে ‘এর কী হয়েছে?’ ৪. সে দিন পৃথিবী তার (নিজের উপর সংঘটিত) বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন, ৬. সে দিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়, ৭. অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে।

(১-২) কিয়ামত দিবসে যা সংঘটিত হবে আল্লাহ তা সংবাদ দিচ্ছেন। আর সেদিন পৃথিবী প্রকম্পিত ও বুকতে শুরু করবে যে, তার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তা পড়ে যাবে। অতঃপর পাহাড়সমূহ মিসমার হয়ে যাবে এবং টিলাগুলো সমান হয়ে যাবে এমনকি সেখানে কোন উঁচু-নিচু দেখা যাবে না। আর সেদিন যমীন সমস্ত খনিজ, মৃত্যু সমূহকে তার পেট হতে বের করে ফেলবে।

(৩) (مَا لَهَا) তার কি হয়েছে? (وَقَالَ الْإِنْسَانُ) আর তার এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষ বলবে

(৪-৫) (يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ) সে দিন যমীন সংবাদ দিবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে আমল করেছে ভাল ও মন্দ হতে। যারা বান্দার আমল সমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে তাদের মধ্যে পৃথিবীই হচ্ছে সাক্ষ্য প্রাদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এর কারণ হচ্ছে

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَحَىٰ لَهَا ۝٥﴾ অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে নির্দেশ দিবেন তার পৃষ্ঠে যা আমল করা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার জন্য। পৃথিবী আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হবে না।

(٦) (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ) যেদিন মানুষ বের হবে হাশরের ময়দানে (যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। অর্থাৎ : ভিন্ন ভিন্ন দলে, (يُسْرُوا أَعْمَلَهُمْ) অর্থাৎ : আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেখাবেন তারা যা ভাল-মন্দ আমল করেছে এবং তাদেরকে দেখাবেন পূর্ণ প্রতিফল।

(٧) (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) আর এটি সমস্ত ভাল-মন্দকে অন্তর্ভুক্তকারী। কেননা যখন সে বিন্দু পরিমাণ আমল দেখতে পাবে যা একবারেই তুচ্ছ, যদি এরও প্রতিফল দেওয়া হয় তাহলে এর চেয়ে বড় অপরাধগুলোর জন্য প্রতিফল দেওয়া বেশি উপযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) অর্থাৎ : আর এখানে সামান্যতম ভাল কর্মের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বিন্দু পরিমাণ মন্দ কর্মের জন্য ভীতি প্রদান করা হয়েছে।

تفسير سورة العاديات وهي مكية সূরা আল আদিয়াত এর তাফসীর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝ (٢) فَالْمُورِبَاتِ قَدْحًا ۝ (٣) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ (٤) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝ (٥) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ (٦) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ (٧) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝ (١٠) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝ (١١))

১. শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, ২. অতঃপর (নিজের ক্ষুরের) ঘর্ষণে আগুন ছুটায়, ৩. অতঃপর সকালে হঠাৎ আক্রমণ চালায়, ৪. আর সে সময় ধূলি উড়ায়, ৫. অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে (এভাবে মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও আল্লাহর এক অতি বড় নি'মাত ঘোড়াকে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অন্যের প্রতি যুলুমের কাজে ব্যবহার করে), ৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৭. আর সে নিজেই (নিজের কাজ-কর্মের মাধ্যমে)

এ বিষয়ের সাক্ষী। ৮. আর ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত। ৯. সে কি জানে না, কবরে যা আছে তা যখন উখিত হবে, ১০. আর অন্তরে যা (কিছু লুকানো) আছে তা প্রকাশ করা হবে, ১১. নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন।

ব্যাখ্যা:

(১) আর আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন, কেননা তাতে রয়েছে তাঁর উজ্জল নির্দেশসমূহ ও প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ যা প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা। আর আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার শপথ করেছেন তাঁর সেই সমস্ত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে যে অবস্থাগুলোতে অন্য প্রাণী তার অংশীদার হয় না। অর্থাৎ তার মাঝে পাওয়া যায় না।

অতঃপর আল্লাহ বলেন: (وَالْعَدِيَّتِ صَبِيحًا) অর্থাৎ এমন পরিপূর্ণ শক্তিশালী ঘোড়া যার থেকে উর্ধ্বশাস বের হয় আর তা হচ্ছে তার বক্ষের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বা শব্দ যা তার দৌড়ের গতি প্রচণ্ড হওয়ার সময় বের হয়।

(২) (فَالْمُورِيَّتِ) অর্থাৎ এমন অশ্বরাজি যাদের ক্ষুরের আঘাতে পাথর থেকে আগুন বের হয়। (فَدَحًا) অর্থাৎ অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ বের হয় তাদের ক্ষুরের শক্ত আঘাতে।

(صَبِيحًا) অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ বেশির ভাগ প্রভাতেই হয়ে থাকে।

(৩) (فَالْمُغِيرَتِ) অর্থাৎ শত্রুদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়

(৪-৫) (فَأَثَرُنَ يَدَيْهِ) তাদের দৌড়ের কারণে (نَقَعًا) অর্থাৎ ধূলি উড়ায়, (فَوَسْطَنَ يَدَيْهِ) অর্থাৎ তাদের আরোহীদের নিয়ে, (جَمْعًا) তাদের শত্রু দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

(৬) আল্লাহ তায়ালা বাণী: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) অর্থ: বস্তুতঃ মানুষ তার রব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। এই আয়াতটি হচ্ছে কসমের উত্তর: নিশ্চয় মানুষের সভাব হচ্ছে তার প্রতি যে কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে তা সে পরিপূর্ণ আদায় করা হতে বিরত থাকে। বরং তার সভাব হচ্ছে অলসতা করা ও শারীরিক আর্থিক নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করা হতে বিরত থাকা। তবে তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন আর যারা এই বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত।

(৭) (وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ) অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ নিজ সম্পর্কে যা জানে তা হলো গুণকরিয়া করা হতে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে সে নিজেই সাক্ষী। সে এটি অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা এটি একটি স্পষ্ট বিষয়। এখানে সর্বনামটি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হতে পারে। অর্থাৎ নিশ্চয় বান্দা তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষমান। সুতরাং এক্ষেত্রে যে তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ

(لَشَدِيدٌ)। সম্পদের ভালবাসা। (لِحُبِّ الْخَيْرِ) অর্থাৎ - সম্পদের ভালবাসা। (وَإِنَّهُ) (৮) তার অনেক ভালবাসা। আর তার ঐ সম্পদের ভালবাসাই তাকে আবশ্যক করেছে তার উপর অর্পিত আবশ্যকীয় হক আদায়কে পরিহার করতে, সে তার রবের সম্ভষ্টির উপর নিজের প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এসব কিছুই তার দৃষ্টিকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে ও পরকালে হতে বিমূখ রেখেছে।
(৯-১০) এই জন্য তিনি কিয়ামত দিবসের ভয়ের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেছেন:

(إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ) অর্থাৎ: আল্লাহ তায়ালা বের করবেন মৃতদেরকে তাদের কবর হতে তাদেরকে তাদের হাশর নাশরের জন্য। (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) অর্থাৎ: সেদিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যা তাদের হৃদয়ে ভাল-মন্দ লুকায়িত রয়েছে। সুতরাং গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে যাবে। আর সৃষ্টির সামনেই তাদের কৃতকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

(إِنَّ رَحْمَتَهُمْ يَوْمَ يَوْمِئِذٍ لَّخَبِيرٌ) (১১) অর্থাৎ: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বান্দার জানা-অজানা ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আমলের ব্যাপারে জ্ঞাত এবং তিনিই তার প্রতিদান দিবেন। আর তাদের সংবাদ গুলোকে কিয়ামত দিবসের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বদা জ্ঞাত। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতকর্মের প্রতিদান হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী।

۳۳۳

[تفسير سورة القارعة وهي مكية]

সূরা আল কুরিয়া এর তাফসীর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْقَارِعَةُ ①) مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③ يَوْمَ يَكُونُ
النَّاسُ كَأَفْرَاشٍ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
⑦ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ
⑩ نَارُ حَامِيَةٍ ⑪)।

(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে। ১. মহা বিপদ ২. কী সেই মহা বিপদ? ৩. মহা বিপদ সম্পর্কে তুমি কী জান? ৪. সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ৫. আর পর্বতগুলো হবে ধূনা রঙ্গিণ পশমের মত। ৬. অতঃপর যার (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারি হবে। ৭. সে সুখী জীবন যাপন করবে। ৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে, ৯. (জাহান্নামের) অতলস্পর্শী গর্তই হবে তার বাসস্থান। ১০. তুমি কি জান তা কী? ১১. জ্বলন্ত আগুন।

বাখ্যা:

(১-৩) (الْفَارِغَةُ) এটি একটি কিয়ামত দিবসের নাম। এই নাম করণের কারণ হচ্ছে যে, নিশ্চয় কিয়ামত মানুষকে মহা বিপদের ভীতিগ্রস্ত করবে ও বিরজিকর অবস্থায় নিক্ষেপ করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের বিষয়টিকে অনেক কঠিন ও বড় আকারের বর্ণনা করেছেন তাঁর এ বাণী দিয়ে:

(الْفَارِغَةُ ۝۱ مَا الْفَارِغَةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ)

(৪) (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ) অর্থাৎ যেদিন মানুষ হবে বিকট আওয়াজের কারণে

(كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوثِ) অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত কিটপতঙ্গের মত একটি অপরটির উপর পতিত হয়। আর তা হচ্ছে ঐ সকল প্রাণী যা রাতে একটি অপরটির উপর পতিত হয়। তারা জানে না তারা কোথায় ধাবিত হচ্ছে। যখন তাদের জন্য আগুন জালানো হয় তখন তারা তার দিকে ধাবিত হয়। ওহে বিবেকবানরা! সেদিন এমনটিই হবে মানুষের অবস্থা।

(৫) আর মজবুত-শক্তিশালি পাহাড়গুলো হবে (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) অর্থ: ধূনা পশমের মত যা হাল্কা বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبُهَا جَمِدَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ তুমি পাহাড়কে মনে করবে যে, তা জমাট পদার্থ। অথচ তা মেঘমালার ন্যায় উড়ে বেড়াবে। অতঃপর পাহাড় পরিনিত হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায়। সেখানে দেখার মত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখনি ডাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসা হবে অতপর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। সৌভাগ্যবান অথবা হতভাগা।

(۶-۷) (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) অর্থাৎ : যার পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি হবে। (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) সে সুখময় জীবনযাপন করবে।

(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) (৮-১১) অর্থাৎ : যার এমন কোন নেকী নাই যা দিয়ে পাপের সমতা করবে। (فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ) অর্থাৎ : তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম যাকে ‘হাওবিয়া’ বলা হয়। তাকে মায়ের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সে সার্বক্ষণিক তার সঙ্গে থাকবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ নিশ্চয় জাহান্নামের শাস্তি জরিমানা স্বরূপ। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো: সে জাহান্নামের আগুনে অধোমুখে মাথার মগজসহ উপর হয়ে পতিত হবে। তাকে জাহান্নামে মাথার ভরে নিক্ষেপ করা হবে। (وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ) অর্থ : আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী! এটা জাহান্নামের ভয়াবহত অবস্থা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, (نَارٌ حَامِيَةٌ) অর্থাৎ সেটি অত্যাধিক উত্তপ্ত। তা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি উত্তপ্ত। আমরা তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة الهالك التكاثر وهي مكية]
সূরা আত-তাকাহুর এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(الْهَكْمُ التَّكَاتُّرُ ١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ٨)

১. অধিক (পার্থিব) সুখ সন্তোষ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে। ২. এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়। ৩. (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, ৪. আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫. কক্ষনো না, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে! (তাহলে সাবধান হয়ে যেতে) ৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে, ৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্য অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে, ৮. তারপর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই (যা কিছু দেয়া হয়েছে এমন সব) নি‘মাত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

(১) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে ধমক দিতেছেন তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে বিমূখ হওয়ার কারণে। আর তা তাঁর ইবাদত করা যার কোন অংশিদার নাই, তাঁর পরিচয় জানা, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া ও সকল কিছুর উপর তাঁর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(أَلْهَيْكُمْ) অর্থ: তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো হতে।)

(الْفَكْرُ) অর্থ: প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। কি নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে উল্লেখ করা হয়নি যাতে এর অন্তর্ভুক্ত হয় ঐ সকল বিষয় যা দিয়ে প্রতিযোগিতাকারী পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, আত্মগৌরবকারীরা আত্মগৌরব করবে। তারা প্রতিযোগিতা করবে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যা প্রত্যেকে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

(২) তোমাদের খেল তামাশা, অমনোযোগিতা ও ব্যস্ততা চলমান থাকবে (حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। তখন তোমাদের সমস্ত গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে। আর তা তোমাদের অপারোগতার পর। আর আল্লাহ তায়ালা বাণী প্রমাণ করে যে, (حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) নিশ্চয় ‘বারযাখ’ একটি অবস্থান স্থল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেখানে থেকে পরকালের স্থলে ধাবিত হওয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যিয়ারতকারী হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা বলেননি। সুতরাং উক্ত বিষয়টি অনন্ত পরকালের পুনরুত্থান ও কর্মফলের প্রতিদানের প্রতি প্রমাণ করে।

(৩-৬) এ জনেই তিনি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেন: (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾)

(ثُمَّ كَلَّا ﴿٤﴾ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) অর্থঃ যদি তোমরা জানতে এমনভাবে যা হৃদয়গম হতো যে, তোমাদের সামনে কি রয়েছে, যখন প্রাচুর্য তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করেছে এবং সৎ আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় তোমরা যা মনে করছো তাই তোমাদেরকে পরিনতি করেছে।

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) অর্থঃ অবশ্যই তোমরা কিয়ামত দেখবে সাথে সাথে তোমরা জাহান্নাম দেখবে যা আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(٩) ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَذَابَ الْيَقِينِ) অর্থঃ স্ব-চক্ষে দেখা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝٥٣﴾ পাপিরা জাহান্নামকে দেখে বিশ্বাস করবে তারা উহাতে পতিত হবে। তারা সেখান হতে পালানোর কোন পথ পাবে না।

(c) (ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) তোমাদের সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামত সম্পর্কে যা তোমরা পার্থিব জীবনে ভোগ করেছ। তোমরা কি তার কৃতজ্ঞতা করেছো? তোমরা কি আল্লাহর হক্ক আদায় করেছো? তোমরা কি উক্ত নিয়ামত নিয়ে আল্লাহর অবাধ্য কাজে লিপ্ত হওনি? এর পরেও কি তিনি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম নিয়ামত দান করবেন? নাকি তোমরা তার ধোঁকায় পড়েছো? সুতরাং তিনি তোমাদেরকে এর শাস্তি প্রদান করবেন? আল্লাহ তায়ালা বলেন:) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طِبْعَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ... অর্থ: যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নি‘মাতগুলো নিঃশেষ করেছ আর তা ভোগ করেছ। কাজেই আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিফল দেয়া হবে, কেননা তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিলে আর না-ফরমানী করেছিলে। (সূরা আহকাফ: ২০)

۞۞۞

تفسير سورة والعصر وهي مكية সূরা আল আছর: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣)

১. কালের শপথ ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, ৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা: (১-৩) আল্লাহ তায়ালা সময়ের শপথ করেছেন যা রাত ও দিন। আর তা হচ্ছে বান্দার কর্ম ও আমলের সময়। প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কল্যাণের বিপরীত শব্দ। ক্ষতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো ক্ষতিটা হবে ব্যাপক। যেমন: যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। সে জান্নাত হারিয়েছে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে। আবার কখনো ক্ষতিটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। এ জন্যেই তিনি প্রত্যেকটি মানুষের জন্য ক্ষতিকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে চারটি গুণে গুনাহিত:

১. আল্লাহ তা'য়ালার যে সকল বিষয়ে ঈমান আনতে বলেছেন, সে সকল বিষয়ে ঈমান আনা। জ্ঞান ব্যতীত ঈমান হতে পারে না। জ্ঞান বা বিদ্যা ঈমানের একটি শাখা যা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।
২. সৎ আমল। এটি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার কল্যাণকর কাজ অন্তর্ভুক্ত করে, যা আল্লাহ ও বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত তা হতে পারে ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব।
৩. পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া যাকে ঈমান ও সৎ আমল বলে। অর্থাৎ পরস্পরে সত্যের দাওয়াত দেওয়া এবং সত্যের দাওয়াতে উৎসাহিত করা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা।
৪. পরস্পরে আল্লাহর আনুগত্যে ও অবাধ্য কাজে এবং ভাগ্যের মন্দ বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দিতে হবে। সুতরাং প্রথম দুইটি বিষয়ে বান্দা নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারবে আর পরের দুইটি বিষয়ে অন্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর চারটি বিষয় পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে বান্দা ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে এবং মহা কল্যাণের সফলতা পাবে।

۞۞۞

[تفسير سورة الهمزة وهي مكية]

সূরা আল হুমাযাহ: মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّهُ فِي الْخُطْمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ ۝٥ تَارُ اللَّهُ الْمُؤَقَّدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩).

১. দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে, ২. যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে, ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, ৪. কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে,

৫. তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? ৬. তা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ৮. তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, ৯. (লেলিহান অগ্নিশিখার) উঁচু উঁচু স্তম্ভে।

১) (هُمَزَةٌ لَّمَزَةٌ) অর্থাৎ- ভীতি প্রদর্শন, খারাপ পরিনতি ও কঠিন শাস্তি।

অর্থাৎ - যে ব্যক্তি তার কর্ম ও কথার দ্বারা মানুষকে নিন্দা করে। সুতরাং “হুমাযাহ” শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি কর্ম ও ইশারায় মানুষের পরনিন্দা করে ও ব্যঙ্গ করে। আর “লুমাযাহ” শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ব্যক্তি তার কথার মাধ্যমে মানুষের গীবত করে।

২) “হুমাযাহ ও লুমাযাহ” এ দুই শ্রেণীর মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ধনদৌলত গচ্ছিত রাখা ও তা দিয়ে অহংকার করা। কল্যাণের কাজে ও আত্মীয়তা বন্ধনে ধন-সম্পদ খরচে বা ব্যয়ে তার কোন আগ্রহ নাই।

৩) (أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) অর্থ: সে ধারণা করে তার অজ্ঞতার কারণে। (يَحْسَبُ) অর্থ: নিশ্চয় তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী রাখবে পৃথিবীতে। এ জন্যেই তার প্রচেষ্টা ছিল কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধি করা। যার কারণে সে ধারণা করে যে, তার সম্পদ তার হায়াত বৃদ্ধি করবে। সে জানে না যে, নিশ্চয় কৃপনতা জীবনকে ধ্বংস করে ও পরকালের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে দানশীলতা আয়ু বৃদ্ধি করে।

৪-৭) (كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّ) অর্থ: নিশ্চয় নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী? : তার কঠিন অবস্থা ও তার সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন : (فِي الْخَطْمَةِ) অর্থাৎ এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর (أَلَيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَاقِدَةِ) অর্থ: যেটি তার প্রচণ্ড উত্তপ্ততার কারণে (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) মানুষের দেহ হতে হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে।

(৮) এ প্রচণ্ড উত্তপ্ততার মধ্যেও তাদেরকে সেখানে বন্দি রাখা হবে। এমনকি তারা সেখানে থেকে বের হওয়া হতে নিরাশ হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেন: (إِنِّي عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ) অর্থ: নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখাবে। অর্থাৎ: তারা এটা আবদ্ধকারী। (فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) অর্থ: স্তম্ভসমূহে। দরজার পিছন দিক থেকে এটি হবে দীর্ঘায়িত, যেন তারা সেখান হতে বের হতে না পারে। যখন তারা সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে আবার তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

[تفسير سورة الفيل وهي مكية]

সূরা আল-ফীল এর তাফসীর, মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ ۝٢ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥).

অর্থ: ১. তুমি কি দেখনি (কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতীওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? ৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করেছিল। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভূষির মত।

(১-৫) অর্থাৎ আপনি কি লক্ষ করেননি আল্লাহর ক্ষমতা মহত্ব, তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া, তাওহীদের প্রমানাদি ও তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (স.) এর সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হাতির মালিকদের সঙ্গে যা করেছেন। তারা বাইতুল্লাহর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল ও তাঁকে বিনষ্ট করার ইচ্ছা কল্পনা করেছিল। সে জন্য তারা সৈন্য বাহিনী তৈরি করেছিল এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল হস্তবাহিনী বাইতুল্লাহকে ভাংগার জন্য। আর তারা ইয়ামান ও হাবশা হতে এতবড় শক্তিশালী দল এনেছিল যাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না তাই মক্কাবাসী তাদের ভয়ে মক্কা হতে বের হয়ে গেল। আর আল্লাহ সৈন্য বাহিনীর উপর পাখি প্রেরণ করলেন। তারা পোড়ামাটি হতে ছোট ছোট পাথর নিয়ে এসে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলো। আর সৈন্য বাহিনীর নিকটবর্তী ও দুরোবর্তী সবাইকে অনুসরণ করল ফলে তারা সকলেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন তারা চর্বিত তৃণের ন্যায় পরিণত হলো। আল্লাহই তাদের কুকর্মের ও কুচক্রের জন্য যথেষ্ট। আর তাদের কুউদ্দেশ্যকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। হাতী ওয়ালার ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। আর ঐ বছর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) জন্ম লাভ করেন।

[تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية]

সূরা কুরাইশ : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِلَافٍ قُرَيْشٍ ١) إِيْلَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا

الْبَيْتِ ٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ٤).

অনুবাদ: ১. কুরাইশদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে, ২. (অর্থাৎ) শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে) ৩. তাদের কর্তব্য হল এই (কা'বা) ঘরের রবের 'ইবাদত করা, ৪. যিনি তাদেরকে (কা'বা ঘরের খাদিম হওয়ার কারণে) নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(১-৪) অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন: নিশ্চয় জার ও মাজরুর (আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) পূর্বেও সূরার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ : হস্তি বাহিনীর সাথে আমি যা করেছি তা কুরাইশদের জন্য, তাদের নিরাপত্তা, তাদের কল্যাণের দিকগুলো অবিচল এবং তাদের ব্যবসায়ী সফর শীত মৌসুমে ইয়ামেনে ও গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়ায় নিয়মিত করার জন্য। সুতরাং যারা কুরাইশদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তিনি হারাম শরীফ ও তার বাসিন্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আরবদের হৃদয়ে যেন তারা তাদেরকে সম্মান করে, তাদের যে কোন সফরে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। এজন্যেই তিনি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) অর্থ: তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের 'ইবাদত করে। অর্থাৎ: তারা যেন তাঁর এককত্ব প্রকাশ করে এবং 'ইবাদতে তাঁর জন্যেই নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে।

(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) অর্থ: তিনি তাদেরকে ক্ষুধার্তে আহার করান ও ভয় হতে নিরাপত্তা দেন। সুতরাং রিযিকের স্বচ্ছলতা, ভয় হতে নিরাপদ হচ্ছে দুনিয়াতে প্রাপ্ত নিয়ামত গুলোর মধ্যে বড় নিয়ামত যেগুলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যিক করে। সুতরাং হে আল্লাহ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত রাজির জন্য। আর আল্লাহ তায়ালা প্রতিপালনকে কা'বা ঘরের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার মর্যাদা ও ফজিলতের জন্য। তাছাড়া তিনিই তো সমস্ত কিছুর পালনকর্তা।

[تفسير سورة الماعون وهي مكية]
সূরা মাউন এর তাফসীর, মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُخْصُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾)।

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে কর্মফল (দিবসকে) অস্বীকার করে? ২. সে তো সেই (লোক) যে ইয়াতীমকে খাচ্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, ৩. এবং মিসকীনকে অনু দিতে উৎসাহ দেয় না ৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব সলাত আদায়কারীর ৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।

(১) আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন: তিরস্কার ও নিন্দা ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা আল্লাহ ও বান্দার অধিকার পরিত্যাগ করেছে। (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ) অর্থ: আপনি কি দেখেছেন তাকে যে, দ্বীনকে অস্বীকার করে? অর্থাৎ - পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসকে। সে তো বিশ্বাস করে না যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছে।

(২) (فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ) অর্থ: সে তো সেই যে, ইয়াতীমকে রুঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকে বের করে দেয় কঠোর আচরণ করে ও জোরপূর্বকভাবে, সে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না তার হৃদয়ের কোঠুরতার কারণে। আর সে পুরস্কারের আশা করে না ও শান্তিকে ভয় করে না।

(৩) (وَلَا يُخْصُّ) (অর্থ: সে উদ্বুদ্ধ করে না) অর্থাৎ অন্যকে (عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ) (অর্থ: মিসকিনদের খাদ্য দানে) অর্থাৎ এর চেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে সে নিজেও মিসকীনকে খাদ্য দেয় না।

(৪-৫) (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (অর্থ: দুর্ভোগ সে সলাত আদায় কারীদের) অর্থাৎ যারা সলাত আদায় করে কিন্তু তারা (অর্থ: তারা তাদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন) অর্থাৎ সলাতকে নষ্ট করে। সলাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, সলাতের রক্ষণ সমূহ ছেড়ে দেয়। এটা আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে।

যেমনটি তারা সলাতকে নষ্ট করে করেছে যে সলাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আনুগত্য। আর সলাত হতে উদাসীন ব্যক্তিই তো লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের উপযুক্ত। আর সলাতে কিছু ভুল-ত্রুটি হওয়া এটি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়। এমনটি নাবীরও <sup>পক্ষাঘাত
আলাহি
দ্বা সাক্ষ্যে</sup> হয়েছিল।

(৬-৭) এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এসমস্ত ব্যক্তির পরিচয় বর্ণনা করেছেন বর্ণনা করেছেন, লৌকিকতা, হৃদয়ের কঠোরতা ও দয়হীনতা। অতঃপর তিনি বলেছেন:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ) (যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে) অর্থাৎ তারা আমল করে

লোক দেখানোর জন্য। (وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ) (অর্থ: এবং মাউন প্রদান করতে বিরত থাকে) অর্থাৎ যা দান করলে কোন ক্ষতি বা কমতি হবে না এমন জিনিসও দান করা হতে বিরত থাকে। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও কুড়াল ইত্যাদি যা দৈনন্দিন প্রতিবেশিরা পরস্পরে লেন-দেন করে থাকে। আর তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা দানের ব্যাপারে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সামান্য কিছু দান করা হতে বিরত থাকে। তাহলে যারা বড় উপকারী দান করা হতে বিরত থাকে তাদের কি হবে?

এই সূরাতে ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে। সলাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানে ও তা যথাযথভাবে আদায় করা, সলাতে ও সকল প্রকার আমল ইখলাসের সাথে আদায় করা। সৎ কাজে উৎসাহিত করা এমনকি সামান্যতম দান করা। যেমন: রান্না-বান্নার আসবাব পত্র, বালতি ও বই ইত্যাদি। কেননা যে ব্যক্তি এ সামান্যতম কাজটি করবে না আল্লাহ তায়ালা তাকে নিন্দা করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

[تفسير سورة الكوثر وهي مكية]

সূরা আল কাউসার এর তাফসীর। ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾)

অনুবাদ: ১. আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি। ২. কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর, ৩. (তোমার নাম-চিহ্ন কোন দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন- নির্মূল।

(১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (স.) কে বলেছেন তাঁর প্রতি যা অনুগ্রহ করেছেন তা স্বরণ করানোর দ্বারা (إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ) নিশ্চয় আমি তোমাকে আল কাওসার প্রদান করেছি। অর্থাৎ মহাকল্যাণ ও অসংখ্য অনুদান। আর তার অন্তর্ভুক্ত সেই নদী যা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করবেন। সেই নদীর নাম আল-কাওসার এবং তাঁকে আরও প্রদান করবেন সেই হাউজ যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এক মাসের। তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি। তার পিয়ালগুলো সংখ্যায় ও উজ্জলতায় তারকার ন্যায়। যে তার থেকে এক ঢোক পান করবে সে কখনোই পিপাসিত হবে না।

(২) যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলেন তাই তাঁকে তার শুকরিয়া করার নির্দেশ দিয়ে বললেন: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ) সুতরাং তুমি তোমার রব এর জন্য সলাত পড় ও কুরবানী কর। এখানে এই দুটি ইবাদতকে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ উহা সর্বোত্তম ইবাদত ও আল্লাহর বেশি নিকটবর্তীকারী। আর কেননা সলাত আল্লাহর জন্য অন্তরেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নম্রতা বহন করে এবং বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে যাই। আর কুরবানী দ্বারা বান্দা তার সব চেয়ে উত্তম সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হলো এবং সম্পদের উপর ভালবাসা ও কৃপনতা দূর হলো।

(৩) (إِنْ شَاءَكَ) অর্থাৎ তোমাকে যে ঘৃণা করে, বদনাম করে, ছোট করে)
(هُوَ الْأَبْرَرُ) অর্থাৎ সেই সমস্ত কল্যাণ হতে বিচ্ছিন্ন, আমল বিহীন, সুনাম বিহীন।
কিন্তু মুহাম্মাদ স. তিনি সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বনি আদম হতে।

[تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية]
সূরা আল কাফিরুন এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ٣)
أَعْبُدُ ٤) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ٥) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٦) لَكُمْ دِينُكُمْ ٧)
وَلِيَ دِينِ ٨).

১. বল, ‘হে কাফিররা!’ ২. তোমরা যার ‘ইবাদত কর, আমি তার ‘ইবাদত করি না, ৩. আর আমি যার ‘ইবাদত করি তোমরা তাঁর ‘ইবাদতকারী নও, ৪. আর আমি তার ‘ইবাদতকারী নই তোমরা যার ‘ইবাদত করে থাক, ৫. আর আমি যার ‘ইবাদত করি তোমরা তাঁর ‘ইবাদতকারী নও, ৬. তোমাদের পথ ও পস্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে) আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত নই)।
ব্যাখ্যা: (১-৬) অর্থাৎ তুমি কাফিরদেরকে স্পষ্ট করে বলে দাও: (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) অর্থাৎ তারা আল্লাহ ব্যতীত যার পূজা করে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যেভাবে তুমি তা হতে নিজেকে মুক্ত করো। (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) আমি সেই সত্তার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত করো না।

কেননা তোমরা আল্লাহর ইবাদত ইখলাস সহকারে করো না। তাই শিরক মিশ্রিত তোমাদের ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। আর এই বাক্যটি বার বার নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে প্রথমটি আমল না পাওয়ার উপর প্রমাণ করে। আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ করে যে, সেটা তার আবশ্যক গুণে পরিণত হয়েছে। তাই সে জন্য দুই দলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এই বলে যে, (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) অর্থ: তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার। যেমন আল্লাহ বলেছেন: (قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ) আমি যা আমল করছি তোমরা তা হতে মুক্ত আর তোমরা যা আমল করছো আমি তা হতে মুক্ত।

۞۞۞

[تفسير سورة النصر وهي مدنية]

সূরা আন নাছর এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) ১২

অনুবাদ: ১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, ২. আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে, ৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি . ০১তাওবা কবুলকারী।

(১-৩) এই সূরায় সুসংবাদ রয়েছে এবং তা অর্জনের সময় রাসূলকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে যা বিধিত হবে তার ইঙ্গিত ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর সুসংবাদটি হলো (فِي دِينِ اللَّهِ) এমনভাবে যে তারা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করবে ও তার সাহায্যকারী হবে অথচ ইতিপূর্বে তারা তার চরম শত্রু ছিলো। তার এই সুসংবাদটি সংঘটিত হয়েছে।

আর সাহায্য ও বিজয় অর্জিত হলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর রব এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, তাঁর তাসবীহ পাঠ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিকট ইস্তেগফার করেন।

আর এই সূরাতে ২টি ইঙ্গিত রয়েছে: প্রথমটি হলো যে, ইসলামের বিজয় চলতে থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা ও ক্ষমা চাওয়ার সময় রাসূল সহাবায়ে কرام ও সন্তান কর্তৃক। কেননা ইহা শুকরিয়া করার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থঃ তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর তাহলে আমি তোমাদের জন্য আরো বাড়িয়ে দিব। আর তা বাস্তবে খুলাফায়ে রাশেদার সময় পাওয়া গিয়াছে যে, দ্বীনের বিজয় চলতেই ছিলো এবং শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে যেই প্রান্ত পর্যন্ত কোন ধর্ম পৌঁছতে পারিনি এবং অসংখ্য মানুষ তাতে প্রবেশ করেছে যা অন্য ধর্মে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে মুসলমানগণ যখন আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করলো ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো এবং যা হওয়ার তা হয়ে গেল। তার পরেও এই দ্বীনের মান-সম্মান, আল্লাহর রহমতে অটুট রয়েছে যা মানুষের ধারণার বাইরে।

আর দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি হলো: রাসূল সহাবায়ে কرام ও সন্তান এর সময় সন্নিহিতে। কেননা তাঁর জীবন হলো সম্মানিত জীবন আল্লাহ তাঁর কসম করেছেন। আর জ্ঞাত বিষয় হলো যে, মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো এস্তেগফারের মাধ্যমে শেষ করা হয়। যেমন সলাত, হজ্জ। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর নবীকে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর সময় শেষ। সুতরাং তিনি যেন তাঁর প্রভুর সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয় এবং সবোর্ভম আমল দ্বারা তাঁর জীবন শেষ করেন। তাই রাসূল সহাবায়ে কرام ও সন্তান কুরআনের ব্যাখ্যা করেন এবং তা সলাতে বলতেন এবং রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি বলতেন : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» .

হে আল্লাহ আপনার পবিত্রতা এবং প্রশংসা, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

[تفسير سورة تَبَّتْ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ]

সূরা তাব্বাত এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) ❶ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ❷
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ❸ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ❹ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ
مِّن مَّسَمٍ ❺) .

১. আবু লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে, ২. তার ধন-সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না, ৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখায়ুক্ত আগুনে, ৪. আর তার স্ত্রীও— যে কাঠবহনকারিণী (যে কাঁটার সাহায্যে নবী-কে কষ্ট দিত এবং একজনের কথা অন্যজনকে বলে পারস্পারিক বিবাদের আগুন জ্বালাত)। ৫. আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

(১) (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) অর্থাৎ তার দুই হস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হোক, (وَتَبَّ) অর্থ: সে ধ্বংস হয়েছে সুতরাং সে লাভবান হবে না।

(২) (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ) অর্থ: তার নিকট যে সম্পদ ছিলো তার কোন কাজে আসেনি এবং সে সম্পদও নয় যা সে (كَسَبَ) অর্জন করেছে। সুতরাং তার সে সকল সম্পদ তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারেনি।

(৩-৫) (سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন চারদিক হতে বেষ্টিত করবে তাকে ও তার স্ত্রীকে (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) আর সেও অত্যন্ত রাসূলকে কষ্ট দিতো। সে ও তার স্বামী উভয় মিলে সহযোগিতা করতো গুনাহের ক্ষেত্রে এবং সে বেশি থেকে বেশি চেষ্টা করতো রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার ও তার পিঠে জমা করতো গুনাহ সমূহ লাকরী (জালানি কাঠ) জমাকারীর ন্যায়।

আল্লাহ তার জন্য গলাতে তৈরি করে রেখেছেন রশি যা (مِنْ مَسَكٍ) ছাল হতে তৈরি। অথবা তার অপর ব্যাখ্যা হলো সে জাহান্নামের আগুনে তার স্বামীর জন্য লাকড়ী বহন করবে ছালের তৈরি রশি গলায় পড়ে। মোটকথা এই সূরাতে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের জীবিত অবস্থায় সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এবং এই সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা নিশ্চিত। আর এই সংবাদেরর আবশ্যক হলো যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ আলীমুল গায়েব তাদের ক্ষেত্রে যেমনটি সংবাদ দিয়েছেন অনুরূপ সংঘটিত হয়েছে।

[تفسير سورة الإخلاص وهي مكية]

সূরা আল ইখলাস এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝)

১. বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, ২. আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

(১) অর্থাৎ (قُلْ) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাস করে বল (هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) অর্থাৎ তিনি এক-অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব ক্ষমতায় একক। তিনি এমন মহান, যার অতি সুন্দর নামসমূহ ও মর্যাদাপূর্ণ সিফাত সমূহ এবং পবিত্রময় কাজসমূহ রয়েছে যার কোন সমতুল্য ও সাদৃশ্য নেই।

(২) (اللَّهُ الصَّمَدُ) সকল প্রয়োজনে তিনি উদ্দেশ্য। তাই উর্দো ও নিচের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। সুতরাং তারা তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে এবং তাঁরই পানে চেয়ে থাকে। কেননা তিনি আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। কেননা তিনি সেই বিজ্ঞ যিনি জ্ঞানের সর্ব পূর্ণ লাভ করেছেন।

এবং কেননা তিনি এমন দয়াশীল যিনি তাঁর দয়ায় পূর্ণ লাভ করেছেন। যার দয়া সমস্ত কিছুকে বেঁধে রেখেছে। আর এভাবে তাঁর সমস্ত গুণসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে।

(৩) আর তাঁর পূর্ণতা এই যে, (لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ) অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতার জন্য।

(৪) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) অর্থ: তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। নামসমূহের সিফাতের, কাজসমূহের কোন ক্ষেত্রেও না। এই সূরাটি তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এর উপর আলোচিত।

[تفسير سورة الفلق وهي مكية]

সূরা আল-ফালাক এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵)

১. বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার রবের, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, ৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ৪. (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, ৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা:

(১) অর্থাৎ (قُلْ) তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করে বল (أَعُوذُ) আমি আশ্রয় প্রার্থনা কামনা করছি (بِرَبِّ الْفَلَقِ) অর্থ: উষার রবের।

(২) (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) অর্থ: তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ইহা আল্লাহ তা‘আলার সকল সৃষ্টি জীবকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই সকলের মাঝে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(৩) অতঃপর তিনি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করার পর নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে বলেন (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে অনেক খারাপ আত্মা ও ক্ষতিকর প্রাণী ছড়িয়ে পড়ে সে সময় সকলের অনিষ্ট হতে।

(৪) (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) অর্থাৎ ঐ সমস্ত যাদুকারিণী মহিলাদের অকল্যাণ হতে যারা তাদের যাদুর সহযোগিতা নেয় যাদুর গিরাতে ফুক দেওয়ার মাধ্যমে।

(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (৫) হিংসুক ঐ ব্যক্তি যে নিয়ামত চলে যাওয়া পছন্দ করে। তাই সে ঐ ক্ষেত্রে চেষ্টা করে। সে জন্য তার অকল্যাণ হতে এ কুচক্রকে নষ্ট করার জন্য আল্লাহর আশয়ের প্রার্থনার প্রয়োজন হয় আর এই হিংসুকের অন্তর্ভুক্ত বদ নজরকারী। কেননা বদ নজর হিংসুক ব্যক্তির থেকেই সংঘটিত হয়। সুতরাং এই সূরাটি যাবতীয় অকল্যাণ হতে আশয় প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইহা প্রমাণ করে যে, যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। তার ক্ষতির আশংকা করা হয় এবং যাদুও যাদুকারী হতে আল্লাহর নিকট আশয় প্রার্থনা করা।

[تفسير سورة الناس وهي مدنية]

সূরা আন-নাস এর তাফসীর : মক্কায় অবতীর্ণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥)۔

১. বল, 'আমি আশয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের প্রকৃত ইলাহর, ৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬. (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

(১-৬) শয়তান হতে মানুষের প্রতিপালক, মালিক ও তাদের প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার উপর এই সূরাটি আলোচিত। আর শয়তান হলোই সমস্ত মন্দের মূল। যার ফিতনাও অনিষ্ঠ হলো যে, (يُوسُوسُ فِي صُؤْرِ النَّاسِ) মানুষের অন্তরের মাঝে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর সে খারাপকে তাদেও নিকট সৌন্দর্য আকারে প্রকাশ করে ও ভাল দৃষ্টিতে দেখায়। তাদেরকে সে উৎসাহিত করে তা করার জন্য। কল্যাণ হতে তাদেরকে বিমুখ করে ও কল্যাণকে তাদের নিকট অন্য চেহরায় প্রকাশ করে। আর ঐ শয়তান সর্বদায় এই নীতি অবলম্বন করে। সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয় অতঃপর বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে শয়তান তখন দূরে সরে যায়। সুতরাং বান্দার উচিত হবে যে, সে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে নিজের ও সকলের জন্য। নিশ্চয় সকল সৃষ্টি আল্লাহর প্রতিপালন ও মালিকানার অন্তর্ভুক্ত এবং আরও আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর প্রভুত্বের যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের এই ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ তাদের থেকে তাদের সেই শত্রুর অনিষ্ঠ প্রতিরোধ না করা হবে। তাদেরকে তাদের ইবাদত হতে দূরে রাখে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সে প্রত্যাশা করে যেন তারা তার দলের হয়ে জাহান্নামবাসি হয়। আর কুমন্ত্রণা যেমন জীনের হতে সংগঠিত হয় অনুরূপ মানুষদের থেকে হয় তাই তিনি বলেন:

(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) জীনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

أسئلة على المقدمة والتفسير

ভূমিকা ও তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র

(সঠিক উত্তর কোনটি?)

১. গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহের বইটির লেখক কে?

০ আ: আযীয বিন বায ০ মুহা: বিন উসাইমীন ০ হাইসাম বিন সারহান

২. কেন এই বইটি অধ্যয়ন করবো?

০ কেননা তা গুরুত্বপূর্ণ ০ কেননা উলামাগণ তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ওসিয়ত করেছেন।

৩. এই মূল বইটি অন্তর্ভুক্ত করে

০ শিষ্টাচার ও চরিত্রকে ০ গুনাহ হতে সতর্ক করণকে

০ কুরআন ও তাওহীদের সঙ্গে মুসলিম ব্যক্তির অবস্থাকে।

০ সলাতকে ও অযুকে ০ উপরের সবগুলোই কে।

৪. মুসলিম ব্যক্তি কুরআনের সহী তেলাওয়াত, মুখস্ত ও ব্যাখ্যা শুরু করবে:

০ সূরা আল-ফালাক দ্বারা ০ সূরা আল ফাতিহার দ্বারা ০ সূরা আল-ইখলাসের দ্বারা।

৫. কুরআন অনুধাবন ও আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত। (সঠিক-ভুল)

৬. ছাত্র সর্বপ্রথম তাফসীরের কোন বইটি অধ্যয়ন করবে:

০ ইবনে কাসীর ০ ইবনে সাদী ০ কুরতুবী

৭. ছাত্র সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত বই পড়বে দীর্ঘ আলোচনা বইয়ের পূর্বে। (সঠিক - ভুল)

৮. ছাত্র তাফসীরের বইয়ের সর্ব প্রথম ঐ সমস্ত সূরার অধ্যয়ন শুরু করবে যে গুলো তাকে বার বার পড়াতে উৎসাহিত করবে। যেমন সূরা আল-ক্বাসাস, সূরা মারইয়াম, আল-কাহাফ (সঠিক-ভুল)

৯. যদি দেখে পড়তে ছাত্রের সমস্যা হয় তাহলে অডিও তাফসীর পড়তে পারে। যেমন: তাফসীর ইবনে সাদীর অডিও প্রগ্রাম। (সঠিক-ভুল)

১০. যারা কুরআন পড়ে কিন্তু অনুধাবন করেনা তাদের হতে রাসূল সন্তোষিত
আলাহি
দ্বারা সন্তোষিত সতর্ক করেছেন। (সঠিক-ভুল)

أسئلة على سورة الفاتحة
সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর পর্বের প্রশ্নপত্র:

১১. সূরাটির এই নামকরণ করা হয়েছে এই জন্য যে, তাহা প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও। যাতে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না ও বের হতেও পারবে না। (সঠিক-ভুল)

১২. তার নাম করণ করা হয়েছে সূরা ফাতিহা কেননা তাহা

.....

১৩. সূরা আল ফাতিহার নাম সমূহের মধ্যে

○ উম্মুল কুরআন ○ আস-সাব'উল মাসানী ○ রুকযাহ(বাড়ফুক) ○ সলাত ○ উপরের সবগুলোই।

১৪. তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া ওয়াজেব। অথচ আমরা ইবাদতের কাজে রয়েছি পাপের কাজে নয়। তার করণ কি?

.....

১৫. اَعُوْذُ শব্দের অর্থ কি?

.....

১৬. শয়তানকে বিতাড়িত নামকরণ করা হয়েছে:

○ কেননা সে আল্লাহর রহমত হতে বিতাড়িত ○ কেননা তাকে অগ্নীকাণ্ড দ্বারা রজম করা হয় ○ কেননা সে আদম সন্তানকে সন্দেহ ও খায়েশ দ্বারা নিক্ষিপ্ত করে। ○ উপরের সবগুলোই।

১৭. আল্লাহ তিনিই :

০ যার বন্দেগী করা হয় মহাব্বত ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে। ০ আল্লাহ ব্যতীত কাউরি এই নাম রাখা হয় না। ০ সমস্ত নাম সমূহের মূল। ০ বলা হয় উহা আল্লাহর সর্বোত্তম নাম। ০ তার মধ্যে আলীফ ও লাম বর্ণটি আহ্বানের সময় উহ্য করা হয় না। ০ উপরের সবগুলোই।

১৮. আল্লাহর নাম আর-রহমান ও আর-রহীম এর মধ্যে পার্থক্য কি?

.....
.....
.....

১৯. সৃষ্টি জীবের ক্ষেত্রে আল্লাহর লালন-পালন দুই প্রকার উহা কি কি?

০ ব্যাপক ও নির্দিষ্ট ০ সর্ব সাধারণ ও নির্দিষ্ট।

২০. নবীদের অধিকাংশ দু'আ এই শব্দ দ্বারা:

০ আল্লাহুম্মা ০ আর রব

২১. ইয়াওমুদ্দীন:

০ কিয়ামত দিবস ০ যে দিন বান্দাদেরকে নিজ আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। ০ উপরের সবগুলোই।

২২. ﴿أَمَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ বান্দার সবচেয়ে উপকারী দোয়া (সঠিক- ভুল)

২৩. দ্বীন শব্দটি ব্যবহারিত হয়:

০ প্রতিদানের ক্ষেত্রে ০ আমলের ক্ষেত্রে ০ কখনো প্রতিদানের ক্ষেত্রে আর কখনো আমলের ক্ষেত্রে। (সঠিক- ভুল)

২৪. কেন আয়াতটি (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) আমরা আপনারই ইবাদত করি বহুবচনে এসেছে?

২৫. ইবাদত হলো:

০ প্রত্যেক ঐ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও আমলকে যা আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

০ আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নমনীয় হওয়া মহাব্বত ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে।

০ কখনো এই অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ: দ্বিতীয় الدرس الثاني

দ্বিতীয় পাঠ: ইসলামের রুকন বা স্তর সমূহ।

ইসলামের রুকন পাঁচটি:

যার প্রথম ও উৎকৃষ্টতম হলো: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারার্থে কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদান করা।

لا إله إلا الله এর অর্থ (ব্যাখ্যা সহকারে)

لا إله إلا الله এর অর্থ: (لا إله) এ বাক্যাংশটুকু আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় সবকিছুকে নাকচকারী এবং (إلا الله) এ বাক্যাংশটুকু যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্তকারী, যার কোন অংশীদার নেই।

لا إله إلا الله এর শর্তসমূহ: আটটি

১. لا إله إلا الله সম্পর্কে বিদ্যার্জন করা, যার বিপরীত অজ্ঞতা।
২. দৃঢ়বিশ্বাস যার বিপরীত ধারণা বা সন্দেহ।
৩. নিষ্ঠাবান হওয়া, যার বিপরীত হলো শিরক
৪. সত্য বলা যার বিপরীত মিথ্যা বলা।
৫. ভালবাসা যার বিপরীত ঘৃণা করা।
৬. আনুগত্য করা, যার বিপরীত হলো পরিত্যাগ করা।
৭. গ্রহণ করা, যার বিপরীত পরিত্যাগ করা।
৮. আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল মা'বুদকে অস্বীকার করা।

শর্তগুলো নিম্নোক্ত (কবিতার) দুটি পঙক্তিতে একত্রিত করা হয়েছে।

عَلِمَ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعِ مَحَبَّةٌ وَانْقِيَادٌ وَالْقَبُولُ لَهَا
وَزَيْدٌ ثَامِنُهَا الْكَفَرَانُ مِنْكَ سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ إِلَهَا

সে সাথে “নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল” এই সাক্ষ্যদানের বর্ণনা। আর এই কালিমার দাবি হলো তিনি যা সংবাদ প্রদান করেছেন তা বিশ্বাস করা এবং যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং হুশিয়ারি করেছেন তা বর্জন করা এবং একমাত্র শরীয়ত সিদ্ধ পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা। অতঃপর ছাত্রদের জন্য ইসলামের পাঁচটি রুকনের অবশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হবে। আর তা হলো সলাত, যাকাত, রমজানের রোযা এবং যার

لا إله إلا الله
রুকুন সমূহ।

النَّفْيُ (لا إله)

১. নাফী: আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় তা অস্বিকার করা। অর্থাৎ তাগুতের কুফরী করা।

الإثبات (إلا الله)

২. ইছবাত: সকল ইবাদত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা)

لِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ رُكْنَانِ هُمَا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ فَاحْفَظْنَهُمَا
কালিমাতুল ইখলাছের আছে দুই রুকুন। নাফী ও ইছবাত দু'টিই মুখস্ত রাখুন।

لا إله إلا الله এর শর্ত সমূহের ব্যাখ্যা:

لا إله إلا الله এর শর্ত সমূহ চাবির দাঁতের ন্যায়। তাই لا إله إلا الله কালিমা হলো জান্নাতের চাবি। আর চাবি দাঁত ছাড়া তালা খুলতে পারেনা। তাই এই অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত যে ব্যাক্তি لا إله إلا الله বলবে তার জন্য এমন এমন পুরস্কার ইত্যাদি রয়েছে তা অর্জনের জন্য অবশ্যই এই শর্তসমূহ বাস্তবায়ন আবশ্যিক।

আর সেই শর্তগুলি ৮ টি:

১. জ্ঞান: তথা لا إله إلا الله এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। এর বিপরীত হলো এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। সুতরাং যে এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে এর দ্বারা উপকৃত হবেনা। আর এ জন্যই যে ইসলামে প্রবেশ করতে চাই তার জন্য এর অর্থ জানা আবশ্যিক। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন “ যে ব্যাক্তি এ জেনে মারা গেল যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই সে ব্যাক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে”। (মুসলিম)

২. দৃড় বিশ্বাস: তথা ১০০% খাটি বিশ্বাস। যদি তাগুতের কুফরীর ব্যাপারে ১% সন্দেহও করে অথবা দ্বিধাদ্বন্দে থাকে তাহলে সে তাওহীদপন্থী নয়। আর যে সকল ইয়াহুদি খৃষ্টানদের কাছে মুহাম্মাদ (স) এর দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলেও সে তাওহীদপন্থী নয়। রাসূল (স) বলেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয় আমি (তথা মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল” যে কোন বান্দা দ্বিধাহীন চিত্তে এ দুটি কালিমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।” - (মুসলিম)

৩. একগ্রহতা: সুতরাং যে ব্যক্তি লৌকিকতার জন্য বলবে অথবা বড় শিরক করবে, যেমন যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাহলে এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী ﷺ বলেন আমার শাফায়াতে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ধন্য ঐ ব্যক্তি যে অন্তর থেকে বা মন থেকে একগ্রহচিন্তে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই।

৪. সততা: সুতরাং যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে এই কালিমা উচ্চারণ করে যেমন মুনাফিক, তাহলেও এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। নবী ﷺ বলেন: “যে কোন ব্যক্তি সচ্ছ অন্তরে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল তাহলে আল্লাহ সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫. ভালোবাসা: সুতরাং সে শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসবে। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে নয় এবং আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসতে বলেছেন তাদের সকলকেই ভালোবাসবে। আর ভালোবাসার বিপরীত হলো ঘৃণা। আর এজন্যই এটা ইসলাম বিনষ্টের কারণ সমূহের অন্যতম। তাই যে ব্যক্তি রাসূল (স) এর আনিত কোন বিষয়কে ঘৃণা করবে যদিও সে তা আমল করে তবুও সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾

অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেক শরীক গ্রহণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে।

৬. অনুগত্য স্বীকার করা: অর্থাৎ এই কালিমা অনুযায়ী আমল আবশ্যিক। সুতরাং যে ব্যক্তি এ অনুযায়ী আমল করেনা এই কালিমা তার উপকারে আসবেনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

তোমার রবের শপথ! কখনই তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে বিবাদমান বিষয়ে তোমার বিচার গ্রহণ করে এবং তুমি যে ফায়সালা দাও সে বিষয়ে তাদের অন্তরে কোন সংশয় না থাকে এবং (এক্ষেত্রে) আত্মসমর্পণ করে”।

৭. গ্রহণ করা: সুতরাং (শরীয়তের) কোন কথা, কর্ম অথবা বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করবে না।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (৩০) وَيَقُولُونَ آيُنَا

﴿لَنَارِكُوا إِلَهَ رَبِّنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ “নিশ্চয় তারা ছিল এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই তখন তারা অহংকার করতো এবং তারা বলতো যে, আমরা কি একজন পাগল কবির কথার জন্য আমাদের উপাস্যদের বর্জন করবো?”

৮. অস্বীকার করা : তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু ইবাদত করা হয় তার ইবাদত বাতিল। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়।

বিঃদ্র: কালিমাতুল ইখলাছের ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখে উচ্চারণ,
অন্তরে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন (তিনটিই) আবশ্যিক।

ভালোবাসা এর প্রকারভেদ

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসা। এটি বড় শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন: মানুষদের মাঝে কতিপয় মানুষ আল্লাহকে ছাড়া আরো অনেককে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে।

কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা। এটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক। বরং এটি ঈমানের শক্ত ভিত্তি। এর এটি কর্ম, কর্তা, স্থান-কালপাত্র সকল ক্ষেত্রেই হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সহচর তারা কাফেরদের উপর কঠিন, পরস্পরের মাঝে দয়াপ্রবণ” এটাও চার প্রকার।

স্বভাবগত ভালোবাসা। এটি জায়েজ বা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে এটি যেন আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার উর্দে না হয়। যেমন সন্তান এবং স্ত্রীকে ভালোবাসা। রাসূল (স) বলেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান এবং তার জন্মদাতা এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই।

কর্মের ক্ষেত্রে:
আর তা এমন কাজ যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় এবং প্রত্যেক এমন বিষয় যা নিয়ে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন: তাওহীদ, (তা ভালোবাসা)

কর্মীর ক্ষেত্রে:
যেমন নবী রাসূল গণ, ফেরেস্তাগণ, সাহাবাগণ এবং প্রত্যেক তাওহীদ পন্থী ব্যক্তিকে ভালোবাসা।

সময়ের ক্ষেত্রে:
যেসব সময়ে আল্লাহ ভালোবাসেন যেমন: লাইলাতুল কদর এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

স্থানের ক্ষেত্রে:
তথা ঐ সমস্ত স্থানকে ভালোবাসা যেসব স্থানকে আল্লাহ ভালোবাসেন। যেমন: মাক্কা, আল মাদীনাহ, আল-নাবাভিয়াহ।

“তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা” এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কি?

অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা যাবে না কেননা প্রভুত্বের ও উপাস্যের এবং স্রষ্টার নাম-গুণের কিছুই তার নেই।

তিনি সৃষ্টির সর্বাধিক ইবাদতকারী এবং তিনি আল্লাহর দাসত্বের পূর্ণতা বাস্তবায়ন করেছেন।

দাসত্বের প্রকারভেদ

১. জনসাধারণের (দাসত্ব): এটি হচ্ছে প্রভুত্বের দাসত্ব করা। এটি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি বাধ্যতা মূলক। যেমন আল্লাহর বাণী, **﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾**
অর্থ: আসমানসমূহে ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।” সূরা মারীয়াহ-৯৩
আর এর অন্তর্ভুক্ত কাফেরেরাও।

২. বিশেষ (দাসত্ব): এটি জনসাধারণের আনুগত্যের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, **﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾**
অর্থ: আর ‘রহমান’ এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাচল করে।” সূরা আল ফুরকান-৬৩ এ আয়াতটি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করছে যারা আল্লাহর শারয়ী বিধান অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করে।

৩. বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ (দাসত্ব): এটি রাসূলগণের দাসত্ব। যেমন আল্লাহর বাণী, **﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾**
অর্থ: “তিনি ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।” সূরা আল ইসরা-৩। এ দাসত্বকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে রাসূল গণের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেননা কোন ব্যক্তি এই দাসত্বে রাসূলদের সমকক্ষ্য নয়।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:

বংশ পরিচয়

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম। হাশেম সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশ হতে আর কুরাইশ হচ্ছে আরব গোষ্ঠি এবং আরব হচ্ছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর পুত্র নাবী ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর।

مولده: তঁার জন্ম

তিনি ‘আমুল ফীলে (হাতি যুদ্ধের বছর) মাক্কা নগরিতে রাবীউল আওয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৩ বছর জীবনযাপন করেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আর ২৩ বছর নাবী ও রাসূল জীবনী। তিনি ছিলেন একজন ইয়াতিম কেননা তাঁর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর দাদার মৃত্যুর পর তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চাচা আবু তালিব।

الدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

أَرْكَانُ الْإِيمَانِ (ঈমানের রুকণ সমূহ)

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। ২. তাঁর ফেরেসতাদের প্রতি। ৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি। ৪. তাঁর রাসুলের প্রতি। ৫. শেষ দিবসের প্রতি। ৬. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি।

تعريف الإيمان ঈমানের শারয়ী সংজ্ঞা

لغة:

الإقرار والتّصديق.

স্বীকৃতি প্রদান ও সত্যায়ন করা।

شرعاً:

জবানে উচ্চারণ করা ও অন্তরে বিশ্বাস করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মে বাস্তবায়ন করা।

জবানে
উচ্চারণের
প্রমাণ:
রাসূল ﷺ
এর বাণী;
আর তার
(তথা
ঈমানের)
সর্বোচ্চ শাখা
হলো “আল্লাহ
ছাড়া
সত্যিকার
কোন উপাস্য
নেই” এ কথা
উচ্চারণ করা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
মাধ্যমে কর্মের
বাস্তবায়নের
প্রমাণ:
রাসূল ﷺ
এর বাণী; আর
তার (তথা
ঈমানের)
সর্বনিম্ন শাখা
হলো রাস্তা
থেকে কষ্টদায়ক
বস্তু অপসারণ
করা।

অন্তরের
কর্মের প্রমাণ
হলো:
রাসূল ﷺ
এর বাণী:
“আর লজ্জা
হলো ঈমানের
অঙ্গ”।

ঈমান বৃদ্ধির
প্রমাণ:
আল্লাহ
তাআলার
বাণী:
(أَيُّكُمْ زَادَتْهُ
هَذِهِ إِيْمَانًا).
“এই (সূরা)
তোমাদের
কোন ব্যক্তির
ঈমান বৃদ্ধি
করেছে?”

ঈমান কমতির
প্রমাণ:
রাসূল ﷺ
এর বাণী:
(নারীদের
উদ্দেশ্যে
বলেছেন)
আমি
তোমাদের
চেয়ে অতি
অল্প বুদ্ধি ও
দীনদারি আর
কাউকে
দেখিনি।

ঈমান বৃদ্ধির উপায়সমূহ:

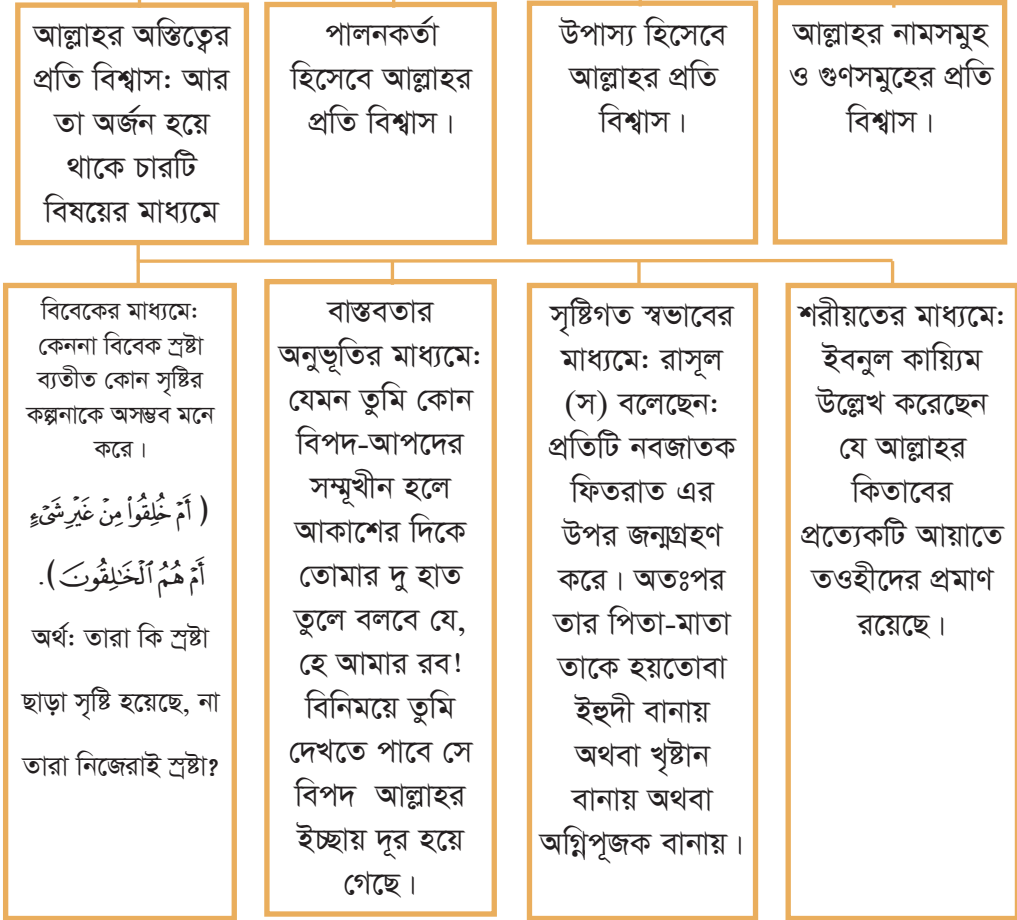
১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বিশেষ করে আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণসমূহের বিষয়ে।
২. সৎকর্ম বেশি করা।
৩. পাপ পরিত্যাগ।
৪. সৃষ্টিজীব সমূহ নিয়ে গবেষণা।

ঈমান কমতির কারণসমূহ:

১. তাওহীদ বিষয়ক অধ্যয়ন বর্জন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের ক্ষেত্রে।
২. সৎকর্ম পরিত্যাগ করা।
৩. গুনাহ করা।
৪. সৃষ্টি জীবসমূহ নিয়ে গবেষণা না করা।



**প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
আর এর আবশ্যকীয় বিষয়গুলো হলো:**



দ্বিতীয় রুকন: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেস্তাগণ হলো এক অদৃশ্য জগৎ, যাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যতা করেনা। তাদের আত্মা রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন (رُوحُ الْقُدُسِ) তথা পবিত্র আত্মা। এবং তাদের শরীর রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন: (جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْوَاحٍ مَّثْنَى وَثُلَّةٍ وَرُفِعَ بَرِيدُهُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ) তিনি দুই, তিন, চার ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তাদের বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করী। এবং তাদের বিবেক ও অন্তর রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন: (حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ)

“অতঃপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয় তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?” আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং বিশ্বাস করি তাদের নামসমূহ যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যেমন, জিবরীল, মীকায়ীল ও ইসরাফীল। এবং (বিশ্বাস করি) তাদের গুন ও বৈশিষ্ট্য সমূহে। যেমন আল্লাহ বলেন:

(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) “আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেন তারা তা অমান্য করেনা, এবং তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তাঁরা তাই করেন” এবং (বিশ্বাস করি) তাদের কর্মসমূহে।

ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কতকজন। *তাদের মধ্যে রয়েছে আটজন আরশবহণকারী ফেরেস্তা। *অহীর বার্তাবাহক হিসেবে নিযুক্ত জীবরীল। *সৃষ্টির দায়িত্বে নিযুক্ত মীকায়ীল। তাদের সকলের প্রতি আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে যে সংবাদ এসেছে তার প্রতিও বিশ্বাস করি।

তৃতীয় রুকন: কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আমাদের প্রতি আবশ্যিক এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কিতাব সমূহ প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর বাণী, রূপকার্থে নয়। এবং সেসব অবতীর্ণ, সৃষ্টি নয়। এবং নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের সাথেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা এসবের প্রতি বিশ্বাস করি। এবং এসবের নাম, অন্তর্নিহিত সংবাদ, এবং বিধানবলীর প্রতি চাই তা সর্গক্ষিপ্ত হোক অথবা বিশ্লেষণসহ হোক যতক্ষণ না (কোন কিছু) রহিত (বলে প্রমাণিত) হয়। এবং বিশ্বাস করি যে, কুরআন হলো তার পূর্বকার কিতাবসমূহের রহিতকারী। আর সেসব কিতাবগুলো হলো: ১. তাওরাত ২. ইঞ্জীল ৩. জাবুর ৪. ইবরাহীম ও মুসা (আ) এর সহীফাসমূহ।

চতুর্থ রুকন: রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।

আমাদের প্রতি আবশ্যিক এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁরা হলেন মানুষ, পালনকর্তার কোন বৈশিষ্ট্য তাঁদের জন্য সাব্যস্ত নয়। আর তাঁরা হলেন উপাসক, উপাস্য নয়। আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি অহী করেছেন এবং বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে তাঁদেরকে শক্তিশালী করেছেন। আর নিশ্চয় তাঁর আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছেন, মানুষ জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি অর্পিত বিষয় পৌছিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ ও প্রচেষ্টা করেছেন।

আমরা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস করি এবং তাঁদের নামসমূহ গুণাবলী এবং তাঁদের সম্পর্কিত সংবাদে প্রতি যা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। চাই তা সৎক্ষিপ্ত ভাবে হোক অথবা বিশ্লেষণ সহ হোক। আর নবীদের প্রথম হলেন আদাম(আ) আর প্রথম রাসূল হলেন নূহ (আ)। নবী ও রাসূলদের সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ (স)। আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ (স) এর শরীয়ত এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত। এবং রাসূলদের মাঝে অতি দৃঢ়পদ হলেন পাঁচজন, যাদের বর্ণনা (শূরা) ও (আহযাব) এই দুটি সূরাতে এসেছে। আর তারা হলেন: ১. মুহাম্মাদ (স) ২. নুহ (আ) ৩. ইবরাহীম (আ) ৪. মূসা (আ) ৫. ঈসা (আ)

পঞ্চম রুকন: আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

এ বিশ্বাস নবী (স) এর সংবাদ অনুযায়ী মৃত্যু পরবর্তী সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে শামিল করে। যেমন:-

কবরের পরীক্ষা, শিঙায় ফুৎকার, কবর থেকে মানুষের উত্থান, (নেকী ও পাপ মাপের) দাঁড়িপাল্লা, আমলনামা, পুলসিরাত, হাউজ, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামতের দিন জান্নাতে মুমিনদের তাদের প্রতিপালকের দর্শন ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়সমূহ।

الرُّكْنُ السَّادِسُ: الإيمان بالقدر خيره وشره
ষষ্ঠ রুকন: ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস

আর এর চারটি স্তর রয়েছে; যা একজন কবি তার একটি কথায় একত্রিত করেছেন।

عِلْمٌ، كِتَابَةٌ مَوْلَانَا، مَشِيئَةٌ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِجَادٌ وَتَكْوِينٌ

১. জ্ঞান ও ২. লিখন মোদের প্রভুর

আর হলো তার মনের ৩. পণ;

এবং তাহার ৪. সৃষ্টি যাহা তিনিই করেন সুগঠন।

الْعِلْمُ

জ্ঞান: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন সামগ্রিকভাবে এবং বিশ্লেষণসহ এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ “তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তাদের পশ্চাতে রয়েছে”

الْكِتَابَةُ

লিখন: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ “আকাশ ও জমিনে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই” অর্থাৎ তাতে সবকিছুই রয়েছে।

الْمَشِيئَةُ

ইচ্ছা: এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়। আর যা চান না তা হয় না। আর বান্দারও ইচ্ছা রয়েছে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেমন:- আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারনা”

الْخَلْقُ

সৃষ্টি: এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চয় বান্দাহ ও তার কর্মসমূহ এবং এভাবে সকল জগতই আল্লাহর সৃষ্টি। এর প্রমাণ: আল্লাহর বাণী: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ “আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকারী” (আল্লাহ আরও বলেন: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ “আর আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কর্ম সম্পাদন করো তা সৃষ্টি করেছেন”

চতুর্থ পাঠ الدرس الرابع

أَفْسَامُ التَّوْحِيدِ، وَأَفْسَامُ الشِّرْكِ

তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ	وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ	تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

তাওহীদুর রুবুবিয়াহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল কিছু সৃষ্টি কর্তা। তিনিই সবকিছুর পরিবর্তনকারী, এক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশিদার নেই। (আল্লাহর সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা। অর্থাৎ সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা)।

তাওহীদুল উলূহিয়াহ এর পরিচয়: তা হলো একথা বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র সত্য ‘মাবূদ। ইবাদতে তাঁর কোন অংশিদার নেই। এটিই হলো لا إله إلا الله এর অর্থ। কেননা لا إله إلا الله এর অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সত্য কোন ‘মাবূদ নেই।

সুতরাং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক। যেমন: সলাত ও রোযা ইত্যাদি। এগুলোর কোনটিই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা জায়েয নেই। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করাই হলো তাওহীদুল উলূহিয়াহ।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেগুলোকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কোন ধরনের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত। (আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে যে সকল নামে ও গুণে তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর একত্ব ঘোষণা করা)। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলা যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ তা‘আলা যা দূরীভূত করেছেন তা দূরীভূত করা কোন ধরনের পরিবর্তন, বিনষ্টকরণ, পদ্ধতি বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত প্রদান ব্যতীত।

আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রতি আমল করে:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

অর্থ: “বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয় (১) আল্লাহ হচ্ছেন সামাদ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); (২) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি (৩) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই (৪)।” (সূরা

ইখলাস: ১-৪) আল্লাহ আরো বলেন, (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)। অর্থ:

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রোষ্টা। (সূরা আশ-শুৰা-১১)

কোনো কোনো আলেম তাওহীদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফতকে তাওহীদুর রুবুবিয়াহ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয় প্রকারেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

أَفْسَامُ الشِّرْكِ ثَلَاثَةٌ

শিরকের প্রকার সমূহের বিবরণ: শিরক তিন প্রকার

شِرْكٌ أَكْبَرُ শিরকে আকবার বা বড় শিরক	شِرْكٌ أَصْغَرُ শিরকে আসগার বা ছোট শিরক	شِرْكٌ خَفِيٌّ শিরকে খফী বা গোপনীয় শিরক
---	---	--

বড় শিরকের পরিচয়: বড় শিরক আমলকে বাতিল ও জাহান্নামে যাওয়াকে আবশ্যিক করে দেয় ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যায়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন, (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) অর্থ: “আর যদি তারা শিরক করত তবে তাঁদের কৃত কর্ম নিষ্ফল হত। (সূরা আল আন'আম-৮৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِ)।

অর্থ: “মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদসমূহের আবাদ করবে---এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে এবং তারা আগুনেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে।” (সূরা আত তাওবাহ-১৭)

যে ব্যক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যাবে তাকে কখনই ক্ষমা করা হবে না। তার উপর জান্নাত হারাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা আন-নিসা-৪৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ)

অর্থ: “নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।” (সূরা আল-মায়দাহ-৭)

বড় শিরকের কিছু নমুনা

মৃত বা মূর্তির জন্য পণ্ড যবেহ করা। ইত্যাদি	মৃত বা মূর্তির জন্য মানত করা।	মৃত বা মূর্তির নিকট সাহায্য চাওয়া।	মূর্তির নিকট প্রার্থনা করা।	মৃতদের নিকট প্রার্থনা করা।
---	-------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

ছোট শিরকের পরিচয়

যা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা সাব্যস্ত ও শিরক নামে পরিচিত। কিন্তু তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন: কিছু কিছু আমলের ক্ষেত্রে লৌকিকতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা বা একথা বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন ইত্যাদি। প্রমাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ» অর্থ: “আমি তোমাদের ব্যাপারে যা সর্বাধিক ভয় করি তা হলো ছোট শিরক। অতঃপর তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: তা হলো লৌকিকতা।” রাসূল (স.) আরো বলেন, «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ» অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে শপথ করল, সে অবশ্যই শিরক করল।” তিনি (স.) বলেন, «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ» অর্থ: “তোমরা একথা বলিও না যে, আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করেন। বরং তোমরা বল: আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা করেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে।” (আবুদাউদ) এ ধরনের শিরক দ্বীন থেকে বের করে দেয় না এবং জাহান্নামে চিরস্থায়িত্বকে আবশ্যক করে না। কিন্তু তা আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী।

তৃতীয় প্রকার শিরক

তা হলো গোপন শিরক। এর প্রমাণ হলো রাসূল (স.) এর বাণী
 «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالُوا:
 بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيَزِينُ
 صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ»

অর্থ: “আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না যা তোমাদের ব্যাপারে আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? তাঁরা বললেন: হ্যাঁ- হে আল্লাহ রাসূল (স.) তিনি উত্তরে বললেন: তা হলো গোপন শিরক। একজন ব্যক্তি সলাত আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয় অতঃপর সে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিপাত দেখে তার সলাতকে সুশোভিত করে।”

শিরককে শুধু দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়:

যথা- বড় শিরক ও ছোট শিরক। আর গোপন শিরক উভয় শিরককে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুতরাং গোপন শিরক বড় শিরকে পরিণত হবে। যেমন: মুনাফিকদের শিরক। কেননা তারা তাদের বাতিল আক্বীদাহসমূহকে গোপন করে রাখে আর আত্ম ভয়ের কারণে তারা ইসলামকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে। এবং গোপন শিরকও ছোট শিরকে পরিণত হবে। যেমন: লৌকিকতা। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত হাদীস গুলো থেকে উপলব্ধি হয়।

الفرق بين الشُّرك الأصغر والأكبر
বড় শিরক ও ছোট শিরকের পার্থক্য

الشُّرك الأكبر: বড় শিরক

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয়।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয়।
৩. বড় শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী
৪. বড় শিরক সরকারের পক্ষ হতে তার জান ও মাল নেওয়া বৈধ করে দেয়।
৫. এটি যে বড় শিরক এ ব্যাপারে দলীল থাকবে।
৬. ব্যক্তির এই বিশ্বাস থাকা যে এই বিশ্বের মাঝে কারণের (মাধ্যম) গোপন হস্তক্ষেপ রয়েছে।
৭. যে ব্যক্তি বড় শিরক অবস্থায় মারা যাবে তাকে ক্ষমা করা হবে না।
৮. যদি তা থেকে সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতেন তবে দুটি জায়গায় নয়।
- ক) পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্যোদয়ের সময়।
- খ) মৃত্যু মুমূর্ষ অবস্থায়।

الشُّرك الأصغر: ছোট শিরক

১. দ্বীন থেকে বের করে দেয় না।
২. সকল আমলকে নষ্ট করে দেয় না কিন্তু নির্দিষ্ট আমল নষ্ট করে দেয়।
৩. ছোট শিরক কারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।
৪. ছোট শিরক তার জান ও মাল ছিনিয়ে নিতে বৈধতা দেয় না।
৫. এটি যে ছোট শিরক এ ব্যাপারে দলীল থাকা।
৬. আল্লাহ যাকে মাধ্যম করেননি তাকে মাধ্যম মনে করা।
৭. প্রত্যেক ঐ সকল পাপ যা বড় শিরকে পৌছার মাধ্যম তাই ছোট শিরক।
৮. যে সকল পাপের ব্যাপারে শরীয়ত বলেছে যে, এটি শিরক বা কুফরীকিন্তু তা নির্দিষ্ট জানা যাচ্ছে না তাহলে (সেক্ষেত্রে মূলনীতি হলো): এটি ছোট শিরক (যা দ্বীন থেকে বের করে দেয় না) যতক্ষণ না এ বড় শিরক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

الدَّرْسُ الْخَامِسُ
পঞ্চম পাঠ: ইহসান

الإِحْسَانُ ইহসানের পরিচয়:

رُكْنُ الْإِحْسَانِ، وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আপনি যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন

الإِحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَتَحْتَهُ مَرْتَبَتَانِ:
ইহসান একটি রুকন তবে
তার দু'টি স্তর রয়েছে

عبادة المشاهدة:

১. চাক্ষুষ ইবাদত। তা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা প্রাপ্তির আশায় আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা ও আগ্রহের সাথে ইবাদত করা। আর এটা হলো নবী ও রাসূলদের ইবাদত যেমন রাসূল (স) বলেন: “আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?” সুতরাং এই ইবাদতের কারণ হলো আল্লাহ ভীতির সাথে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা ও অতি আকাঙ্ক্ষা।

عبادة المراقبة:

২. পর্যবেক্ষণের ইবাদত। তা হচ্ছে, ভয়-ভীতির ও (শাস্তি থেকে) পলায়নের জন্য ইবাদত। যার বাহিরে কোন মুসলিম নেই।

أسئلة على التوحيد
তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নমালা

১. দ্বীনের স্তর কয়টি?
ক. ৩ টি খ. ২ টি গ. ৫ টি
২. ইসলামের রুকন কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি গ. ৭টি
৩. ইসলাম ঈমানের চেয়ে উচু স্তর
ক. সঠিক খ. ভুল
৪. কালিমা তায়্যিবার রুকন কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৮টি গ. ২টি
৫. কালিমা তায়্যিবার শর্ত কয়টি?
ক. ৮টি খ. ৭টি গ. ৫টি
৬. কালিমা তায়্যিবার একটি শর্ত (জ্ঞান) তার অর্থ
ক. কোন বিষয়কে তার প্রকৃতিরূপে জানা খ. আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।
৭. কোন ব্যক্তি যদি ঐসকল মানুষের কুফরীর ব্যপারে সন্দেহ পোষণ করে যাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছেছে অথচ তারা ঈমান আনেনি তবে তার বিধান কি হবে?
ক. তাহলে সে বড় কুফরী করল খ. বিশ্বাস যদি সন্দেহের চেয়ে বড় হয় তাহলে সে কুফরি করল না।
৮. কালিমা তায়্যিবার একটি শর্ত কবুল তথা গ্রহণ করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য
ক. কথা খ. কর্ম গ. বিশ্বাস ঘ. উল্লেখিত সবগুলো
৯. কালিমা তায়্যিবার ক্ষেত্রে লৌকিকতা, দানের ক্ষেত্রে লৌকিকতার মতো ছোট শিরক।
ক. সঠিক খ. ভুল
১০. যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করা ছাড়াই কালিমা তায়্যিবা জবানে উচ্চারণ করে সে ব্যক্তি হলো--
ক. তাওহীদ পন্থী খ. মুসলিম তবে মুমিন নয় গ. দুর্বল ঈমানদার ঘ. বড় কাফের
১১. যদি কেউ নবীকে আল্লাহর মতো সমান ভালোবাসে তবে
ক. বড় কুফরী করলো খ. ছোট কুফরী করলো গ. বড় গুণাহ করলো
১২. ভালোবাসা কত প্রকার?

- ক. চার খ. তিন গ. দুই
১৩. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা কর্ম, কর্মী, সময়, স্থান সকল কিছুতেই হতে পারে
ক. সঠিক খ. ভুল
১৪. আল্লাহর সমান কাউকে ভালোবাসা
ক. ছোট শিরক খ. আবশ্যিক গ. বড় শিরক
১৫. আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা
ক. বৈধ খ. আবশ্যিক গ. বড় শিরক
১৬. ইবাদতের প্রকার কয়টি?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি
১৭. সকল সৃষ্টি এমন কি কাফেররা পর্যন্ত জবরদস্তিমূলক দাসত্বের অর্থে আল্লাহর দাস
ক. সঠিক খ. ভুল
১৮. যদি কোন ব্যক্তি কালিমা তায়িবা বলে সকল আমল ছেড়ে দেয়, সলাতও পড়ল না
এবং অন্য কোন ইবাদতও করল না তাহলে সে কালিমা তার
ক. উপকারে আসবে খ. উপকারে আসবেনা
১৯. (عبدہ و رسوله) অর্থ এমন বান্দা যার ইবাদত করা যায় না, এমন রাসূল যাকে
মিথ্যা বলা যায় না
ক. সঠিক খ. ভুল
২০. তিনি যা আদেশ করেন সে ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা এবং যে সংবাদ প্রদান করেন
তা সত্যায়ন করা এটা (ان محمدا عبده و رسوله) এর
ক. অর্থ খ. দাবি
২১. যে ব্যক্তি নবী (স) এ জন্য রবের কোন বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করলো সে যেন তাঁকে বান্দা
হিসেবে সাক্ষ্যই দেয়নি।
ক. সঠিক খ. ভুল
২২. নবীর জন্য সবচেয়ে বড় গুণ হলো তিনি
ক. আল্লাহর রাসূল খ. তাঁর বান্দা ও রাসূল গ. সর্বশেষ নবী।
২৩. যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভালো কাজ মনে করে কোন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো
সে যেন এ ধারণা করলো যে মুহাম্মাদ (স) তাঁর রিসালাতের খিয়ানত করেছেন।
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ “আজকের দিন
আমি তোমাদের দীন পূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং সেদিন যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা
আজও তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা কথ্যটি কার?
ক. ইবনে তায়মিয়ার খ. ইমাম মালেকের গ. ইবনে বাযের.

২৪. নবী (স) কোন নবীর বংশধর?

ক. ইসহাকের খ. ইসমাইলের

২৫. গুন্যস্থান পূরণ কর

নবী (স) জন্মগ্রহণ করেছেন ----- সালে ----- শহরে এবং তাঁর বয়স মোট --
---- বছর। এর মধ্যে ----- বছর নবুয়াত দান করা হয়েছে ----- মাধ্যমে এবং
রিসালাত দান করা হয়েছে ----- মাধ্যমে।

২৬. তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে

ক. তাঁর জাতির প্রতি খ. মানুষের কাছে গ. মানুষ ও জ্বীনদের কাছে।

২৭. মেরাজ হলো তাঁর মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮. নবী (স.) হিজরত করেছেন কোন দিকে?

ক. তায়েফে খ. হাবশায় গ. মদীনায় খ. উল্লেখিত সবখানেই।

২৯. নবী (স.) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কয়টি?

ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি ঙ. পাঁচটি

৩০. রাসূলের সন্তানাদির সংখ্যা কত?

ক. তিন খ. চার গ. সাত

৩১. নবী (স.) বিদায় হজ্জ করেছেন এটা প্রমাণ করে যে ইতিপূর্বে তিনি আরও হজ্জ
করেছেন

ক. সঠিক খ. ভুল

৩২. রাসূলের জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করা

ক. আবশ্যিক খ. উত্তম গ. বৈধ

৩৩. গুন্যস্থান পূরণ:

ঈমানের শারয়ী অর্থ হলো ----- উচ্চারণ করা ----- বিশ্বাস করা -----
মাধ্যমে আমল করা ----- মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং ----- মাধ্যমে হ্রাস পায়।

৩৪. ঈমানের রুকন কয়টি?

ক. ছয়টি খ. পাঁচটি গ. চারটি

৩৫. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে আবশ্যিক করে। তার
সংখ্যা কতটি?

ক. চার খ. তিন গ. দুই

৩৬. আল্লাহর অস্তিত্ব চেনার ব্যাপারে মৌলিক দলিল কয়টি?

ক. চারটি খ. অসংখ্য

৩৭. মীকায়ীল হলেন বৃষ্টির জন্য নিযুক্ত ফেরেস্টা

ক. সঠিক খ. ভুল

৩৮. আদম সন্তানের অন্তর রয়েছে ফেরেস্টাদের নেই

ক. সঠিক খ. ভুল

৩৯. আমরা যেসব কিতাবের নাম জানি সেসবের সংখ্যা কত?

ক. ছয় খ. চার গ. সাত ঘ. অনেক

৪০. আল্লাহ প্রত্যেক নবীর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন

ক. সঠিক খ. ভুল

৪১. সর্বপ্রথম রাসূল হলেন আদম (আ.)

ক. সঠিক খ. ভুল

৪২. মুহাম্মাদ (স.) রাসূল, তিনি নবী নন

ক. সঠিক খ. ভুল

৪৩. রাসূলদের মধ্যে দৃঢ় চিহ্নের অধিকারীদের সংখ্যা কত?

ক. পাঁচ খ. চার গ. অনেক

৪৪. আখিরাতে প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে মানুষের কবর থেকে উত্থান পর্যন্ত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকে शामिल করে

ক. সঠিক খ. ভুল

৪৫. ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তার সংখ্যা কত?

ক. চার খ. পাঁচ গ. তিন

৪৬. কোন জিনিস সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ জানেন কি?

ক. হ্যাঁ খ. না

৪৭. মানুষ যা করে আল্লাহ কি তা সব জানেন?

ক. হ্যাঁ খ. না।

৪৮. মানুষ যা করে আল্লাহ কি তা সব লিখে রেখেছেন?

ক. হ্যাঁ খ. না

৪৯. বান্দার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি রয়েছে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে?

ক. সঠিক খ. ভুল

৫০. বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি?

ক. হ্যাঁ খ. না

৫১. তাওহীদ কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন গ. এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই।

৫২. বড় শিরক ও ছোট শিরক এর মাঝে ৫ টি পার্থক্য নির্ণয় কর

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.

৫৩. বড় শিরক ও ছোট শিরকের প্রত্যেকটি থেকে পাঁচটি উদাহরণ পেশ কর।

৫৪. বিশ্বাসগত নেফাকী ছোট শিরক, যা ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী নয়

ক. সঠিক খ. ভুল

৫৫. ইহসানের রুকন-?

ক. একটি খ. দুইটি।

الدَّرْسُ السَّادِسُ ষষ্ঠ পাঠ

شُرُوطُ الصَّلَاةِ شَرْتِ السُّمُوحِ

১. মুসলিম হওয়া। ২. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। ৩. ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হওয়া। ৪. সাময়িক অপবিদ্রতা দূর করা। ৫. অপবিদ্র বস্তু পরিস্কার করা। ৬. গোপনাস্থ আবৃত করা। ৭. সলাতের সময় হওয়া। ৮. ক্বিবলামুখী হওয়া। ৯. নিয়্যাত করা।

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الإسلامُ প্রথম: মুসলিম হওয়া:

এর বিপরীত হলো কুফরী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেয় বা যেকোন ধরনের ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সম্পাদন করে তাহলে ত্বাওবা না করা পর্যন্ত তার সলাত গ্রহণ করা হবে না।

الشَّرْطُ الثَّانِي: العقلُ দ্বিতীয়: জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া

এর বিপরীত হলো পাগল আর মাতাল

الشَّرْطُ الثَّلَاثُ: التَّمْيِيزُ তৃতীয়: পার্থক্যকারী হওয়া:

(এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অর্থ হলো জিনিসের পার্থক্য করা। অর্থাৎ সে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টি জানে। এ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু সাধারণত সাত বছর বয়সে পার্থক্য করতে পারে।)

ছোট বাচ্চার সলাত কখন সঠিক হবে? যখন সে বিভিন্ন জিনিসের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ প্রশ্ন ও উত্তর বুঝতে পারবে এবং পানি ও আগুনের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবে। নচেৎ সলাত সহীহ হবে না।

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: رفع الحدث
চতুর্থ: অপবিত্রতা দূর করা

بإزالة الحدث الأكبر:

যা গোসলের মাধ্যমে দূর করা হয়।

بإزالة الحدث الأصغر:

যা অমুর মাধ্যমে দূর করা হয়।

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: إزالة النجاسة:

(শরীর হতে, সলাতের জায়গা হতে বা কাপড় হতে। কেউ যদি অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করে অথচ সে অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অবহিত, তা দূর করতে সক্ষম এবং তা তার স্বরণে রয়েছে তাহলে তার সলাত বাতিল। অপবিত্র বস্তু তিনভাবে পরিস্কার করা যায়:

مغلظة

বড় অপবিত্র

যেমন কুকুরের অপবিত্রতা।
কুকুরের অপবিত্রতাকে দূর করতে সাত বার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে যার প্রথম বার মাটি দিয়ে।

مخففة

ছোট অপবিত্র

যেমন ছেলে শিশুর পেশাব যে খাবার খায় না (অর্থাৎ শুধু মায়ের দুধ খায়)। এ ক্ষেত্রে তা পেশাবের স্থানে শুধু পানি ছিটা দিলেই যথেষ্ট, ধৌত করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে বীর্য, মুষি, ওয়াদী বা মামী এগুলো ছোট অপবিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা পবিত্র। তবে রাসূল (স.) বিব্রের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন যখন বিব্র তরল থাকত, আর যদি বিব্র শুকিয়ে যেত তাহলে তিনি নখ দিয়ে উঠিয়ে ফেলতেন।

متوسطة

মধ্যম অপবিত্র

যেমন নারী-পুরুষের পেশাব। এ ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

الأعيان النجسة

কিছু অপবিত্র বস্তু

মানুষের পেশাব-পায়খানা, যে সকল প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ নয় তার পেশাব ও মল এবং সমস্ত হিংস্র প্রাণী অপবিত্র। তবে তন্মধ্যে কিছু প্রাণীকে পৃথক করা হয়েছে যার থেকে দূরে থাকা কষ্টকর। যেমন-বিড়াল, কচ্ছপ ও গাধা, খচ্ছর। অনুরূপ অপবিত্র বস্তু হলো প্রবাহিত রক্ত যা প্রাণী যবেহ করার পর প্রবাহিত হয়। (গোপনাঙ্গ) পথ দিয়ে নির্গত রক্ত, সমস্ত মৃত প্রাণী তবে মৃত মানব, মাছ ও ফড়িং ব্যতীত।

ষষ্ঠ: الشرط السادس: ستر العورة গোপনাঙ্গ আবৃত করা (গোপনাঙ্গ তিন প্রকার দিয়ে) والعورات ثلاثة:

مخففة:

১. যা ঢাকার বিধান হালকা। ছোট আবৃত গোপনাঙ্গ তা হলো সাত থেকে দশ বছরের ছেলের ক্ষেত্রে। সে তার দুই গোপনাঙ্গ আবৃত করে রাখবে।

مغلظة:

২. যা ঢাকা অতি আবশ্যিক। অধিক আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো পূর্ণ বালগা নারীর ক্ষেত্রে। সে তার মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখবে। তবে মাহরাম নয় এমন লোকদের কাছে মুখও আবৃত করবে।

متوسطة:

৩. যা ঢাকার বিধান পূর্বের দৃষ্টির মাঝামাঝি। মধ্যম আবৃত গোপনাঙ্গ। তা হলো উপরোল্লিখিত ব্যতীত সকল অবস্থা। সে তার নাভি থেকে হাট পর্যন্ত আবৃত করে রাখবে। এ ক্ষেত্রে দুই কাধ আবৃত করা মুস্তাহাব ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য গ্রহণ করা।

সপ্তম: সলাতের সময় হওয়া الشَّرْطُ السَّابِعُ: دخول الوقت

সলাতের সময় হওয়ার পূর্বে এবং সলাতের সময় শেষ হওয়ার পর সলাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না। তবে বিশেষ কারণ স্বাপেক্ষে যদি অন্য আরেকটির সাথে একত্রে আদায় করা হয় তবে তা ভিন্ন কথা। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে সলাতকে বিলম্ব করে তাহলে সে গুণাহগার হবে।

অষ্টম: কিবলা মুখি হওয়া الشَّرْطُ الثَّامِنُ: استقبال القبلة

তবে সফররত অবস্থায় নফল সলাতে তার বাহন বা বিমান যদিকে থাকনা কেন সে সলাত আদায় করতে পারবে। এবং যদি কিবলামুখী হতে সক্ষম না হয় এবং সেদিক হলে শত্রুর ভয় থাকে তাহলেও কিবলামুখী না হলে সমস্যা নাই।

নবম: নিয়ত করা- الشَّرْطُ التَّاسِعُ: النيَّة

নিয়তের স্থান হলো অন্তর। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা বিদ'আত। আর যদি নিয়তটা সলাতের কিছু সময় পূর্বে করে অথবা সলাতের সময় শুরু হওয়া মাত্রই করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে।

বিশেষ সতর্কিকরণ: تنبيهات مهمة:

১. শর্ত ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে, অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, সেচ্ছায় এ সব কিছু গ্রহণ করা হবেনা। তবে যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত অথবা ভুলে তার উপর অপবিত্র কিছু থাকা অবস্থায় সলাত আদায় করে তবে তার সলাত শুদ্ধ হবে। কেননা এই শর্তটি হলো বর্জনের শর্ত, কর্মের শর্ত নয়।
২. শর্তসমূহ ইবাদতের বহির্ভূত এবং তা ইবাদতের পূর্বে আসে। আর এই শর্তসমূহ ইবাদতের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক।

সপ্তম পাঠ: الدَّرْسُ السَّابِع

সলাতের রুকনসমূহ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ

সলাতের রুকনসমূহ: ১৪ টি যথা-

১. সক্ষমতা অনুযায়ী দন্ডায়মান হওয়া: ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দন্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে কিছু সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে। বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

২. তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

৩. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার উপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

৪. রুকু করা।

৫. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৬. সাতটি অঙ্গের উপর ভর করে সাজদাহ দেওয়া: (কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ।)

৭. সাজদাহ থেকে উঠা।

৮. দুই সাজদার মাঝে বৈঠক করা।

৯. সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

১০. রুকন সমূহে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

১১. শেষে তাশাহুদ পাঠ করা। ১২. শেষ তাশাহুদে বৈঠক করা।

১৩. রাসূল (স.) এর প্রতি দুরুদ পাঠ করা: দুরুদে ইবরাহীম পড়া।

১৪. দুদিকে সালাম ফিরানো।

প্রথম রুকন :সক্ষমতা অনুযায়ী দণ্ডায়মান হওয়া:

ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে :

ইহা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে। দাঁড়াতে অক্ষম এমন ব্যক্তিদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া জরুরী নয়। কেননা এমতাবস্থায় দাঁড়ালে সলাতের বিনম্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তাহলে সে দাঁড়াবে।

নফল সলাতের ক্ষেত্রে:

বসে নফল সলাত আদায় করা জায়েয আছে কিন্তু সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে, আর যদি পার্শ্বদেশে ভর করে সলাত আদায় করে তাহলে সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় রুকন:

তাকবীরে তাহরীমা বলা: অর্থাৎ আল্লাহ আকবার বলা। এছাড়া অন্য শব্দ বলা বৈধ নয়।

তৃতীয় রুকন:

সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা: প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহার আয়াত, হারকাত, শব্দসমূহ ও অক্ষরসমূহ ধারাবাহিকভাবে পূর্ণতার সাথে পড়া চায় তা উচ্চ স্বরে কেঁরাতের সলাত হোক বা নিম্ন স্বরের কেঁরাতের সলাত হোক। যখন সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পাবে তখন তার উপর সূরা আল-ফাতিহা পড়তে হবে না।

নবম রুকন:

সকল কার্যাদির ক্ষেত্রে ধীরস্থতা অবলম্বন করা: প্রত্যেক রুকনে আবশ্যকীয় দু'আ পড়ার মাধ্যমে ধীরস্থতা অবলম্বন হয়ে থাকে।

تنبيه مهم: বিশেষ সতর্কিকরণ:

রুকনসমূহ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। অজ্ঞতাবশত ভুলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রুকন ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। রুকনসমূহ ত্যাগ ভুলের সাজদাহ ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। বরং ব্যক্তিকে উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে নির্দেশ করা হবে। আর এই সময়ের সলাতের পূর্বে যেসব সলাত পড়েছে এবং কতিপয় রুকন ছেড়ে দিয়েছে তবে এক্ষেত্রে তার উজর গ্রহণ করা হবে। কেননা নবী (স.) ভুল পদ্ধতিতে সলাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে সকল সলাতের পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ করেননি। তাকে শুধু মাত্র উপস্থিত সলাতকে পুনরায় পড়তে বলেছেন, অথচ সে তাতে ধীরস্থিরতা ত্যাগ করেছে। আর তা হলো রুকুন। আল্লাহ অধিক জানেন।

الدَّرْسُ الثَّامِنُ
অষ্টম পাঠ

وَأَجِبَاتُ الصَّلَاةِ সলাতের ওয়াজিবসমূহ

সলাতের ওয়াজিবসমূহ ৮টি:

১. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সকল তাকবীর বলা ।
২. ইমাম ও একক ব্যক্তি সকলের জন্য سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বলা ।
৩. সকলের জন্য رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) বলা ।
৪. রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) বলা ।
৫. সিজদাহতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) বলা ।
৬. দুই সাজদার মাঝে رَبِّ اغْفِرْ لِي (রব্বিগফিরলি) বলা ।
৭. প্রথম তাশাহহুদে পাঠ করা ।
৮. প্রথম তাশাহহুদে বৈঠক করা ।

تَنْبِيْهُ مَهْمٌ: গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ:

রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) এই শব্দ বলা আবশ্যিক । অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে । এমনিভাবে সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রব্বিইয়াল আলা) এই বলা অতঃপর আরো যা বর্ণিত হয়েছে তা বৃদ্ধি করতে পারবে ।

الدَّرْسُ التَّاسِعُ নবম পাঠ

তাশাহুদে বর্ণনা: بَيَانُ التَّشَهُّدِ

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

উচ্চারণ: আভাহিয়া-তু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বাইয়্যিবাতু আস্লামু
আলাইকা আইয়্যাহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্ল, আসসালামু আলাইনা
ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশ্হাদু আন্না
মুহাম্মাদান আবদুল্ল ওয়া রাসূলুল্ল।

অর্থ: ‘(মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক) সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী!
আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর
সং বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত
ইবাদতের যোগ্য আর কোন মা’বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ
(ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।’

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সল্লি‘আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদ, কামা-
সল্লাইতা ‘আলা-ইব-রাহীমা ওয়া‘আলা-আ-লি ইব-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।
আল্লা-হুম্মা বারিক ‘আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া‘আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা
‘আলা-ইবরাহীমা ওয়া‘আলা-আ-লি ইব-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে ইবরাহীম ؑ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমাম্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম ؑ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত।

অতঃপর শেষ তাশাহুদে আল্লাহর নিকট জাহান্নাম, কবরের শান্তি হতে, জীবন-মৃত্যুর ও দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাইবে। তারপর সে কিছু ঐচ্ছিক দু'আ নির্বাচন করে পড়বে। তবে এক্ষেত্রে দু'আ মা'সূ'রা তথা হাদীসে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। যেমন:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: ‘আল্লা-হুম্মা আইন্নী আ’লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা’

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্মান কাছীরাও ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্যুনুবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফিরলি মাগ্ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার্হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফুরু রহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি, তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

অতঃপর প্রথম তাশাহুদে যোহর, আসর, মাগরিব ও ‘ইশার সলাতে তাশাহুদ পড়ার পর তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে। তবে যদি সে এই বৈঠকে রাসূল (স.) এর প্রতি দরুদ পাঠ করে তাহলে (তার জন্য”) এ ব্যাপরে হাদীসের ব্যাপকতা বর্ণনার আলোকে এটাই উত্তম। তারপর সে তৃতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে।

দশম পাঠ الدرسُ العاشر

সলাতের সুন্নাতসমূহ سُنَنُ الصَّلَاةِ

সলাতের সুন্নাতসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

১. সূচনা বা সানা পড়া: যেমন বর্ণিত হয়েছে-

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقْنِي الثَّوْبُ الْبَيْضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়ালবারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু আরো ও পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখা।

৩. হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত অবস্থায় কাঁধ বা কান বরাবর প্রসারিত করে দু'হাত উত্তোলন করা প্রথম তাকবীরের সময়, রুকু করার সময়, রুকু হতে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহুদদের পর তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়।

৪. রুকু ও সাজদাতে একাধিক তাসবীহ পাঠ করা।

৫. রুকু হতে উঠার সময় وَلَئِكَ الْحَمْدُ দুআটির চেয়ে যা অতিরিক্ত (বর্ণিত হয়েছে) তা পাঠ করা। দুই সাজদার মাঝে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ একধিকবার পাঠ করা।
৬. রুকুতে পিঠ বরাবর মাথা রাখা।
৭. সাজদাহ করার সময় দুই বাহুকে দুই পার্শ্বদেশ হতে পেটকে দুই রান হতে এবং দুই রানকে দুই পিণ্ডলি হতে পৃথক রাখা।
৮. সাজদার সময় মাটি হতে দুই কনুইকে উঁচু রাখা।
৯. প্রথম তাশাহুদ ও দুই সাজদার মাঝে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাঁড়া করে রাখা।
১০. চার রাক'আত বা তিন রাক'আত সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং বাম পাকে ডান পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাঁড়া রাখা।
১১. প্রথম ও শেষ তাশাহুদে বসার প্রথম থেকে তাশাহুদের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা এবং দু'আ পাঠ করার সময় নাড়ানো।
১২. প্রথম তাশাহুদে মুহাম্মাদ (স.) এবং ইবরাহীম (আ.) ও উভয়ের পরিবার প্রতি দরুদ ইবরাহীম পড়া।
১৩. শেষ তাশাহুদে দু'আ করা।
১৪. ফজরের সলাতে, জুম'আর সলাতে, দুই ঈদের সলাতে, ইসতেসকার সলাতে ও মাগরিব এবং 'ইশার সলাতের প্রথম দু রাক'আতে উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করা।
১৫. যোহরের সলাতে, আসরের সলাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে ও 'ইশার সলাতের শেষ দুই রাক'আতে নিম্ন স্বরে কেরাত পড়া।
১৬. সূরা ফাতিহার পর কুরআন হতে যেকোন অংশ পড়া।

বিদ্রূপ:- আমরা যা উল্লেখ করলাম ইহা ছাড়াও সলাতের আরোও সুন্নাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইমাম, মুক্তাদী বা একাকি সলাত আদায় করলেও রুকু হতে উঠার পর وَلَئِكَ الْحَمْدُ এ দু'আটির চেয়ে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত দুআ পাঠ করা আর এটা সুন্নাত। রুকু করার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পৃথক পৃথক রেখে দুই হাত হাটুর উপর রাখা।

دعاء الاستفتاح (সলাত) সূচনার দু'আ

প্রত্যেক সলাতের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত দুআগুলো পাঠ করতে হবে। যেমন দুআগুলো হলো-

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আততা বাইনাল মাশরিকি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাক্বাস সাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস্, আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্সালজি ওয়ালবারাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই।

একাদশ পাঠ الدرس الحادي عشر

অপাঠ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

সলাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮টি। সেগুলো হলো-

১. জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। আর ভুলকারী ও অজ্ঞ ব্যক্তির সলাত নষ্ট হবে না।
২. অট্ট হাসি দেওয়া।
৩. খাওয়া।
৪. পান করা।
৫. গোপনাঙ্গ প্রকাশ হওয়া।
৬. ক্রিবলা দিক হতে অন্য দিকে অধিকাংশ ফিরে থাকা।
৭. সলাতে ধারাবাহিকভাবে অপ্রয়োজনীয় কিছু অধিকহারে করা।
৮. ওয়ু ভেঙ্গে যাওয়া।

المبطل الأول: الكلام العمد مع الذكر والعلم

يُسْتَنْتَى مِنْ ذَلِكَ الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَهَا أَوْ أَخْطَأَ فِي الْقِرَاءَةِ.

** তবে ইমাম যদি কোন কিছু ভুলে যায় অথবা কিরআতে ভুল করে তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার অর্ন্তভুক্ত হবে না।

সলাতে নড়াচড়া (করা) পাঁচ ভাগে বিভক্ত

হারাম নড়াচড়া: আর তা হলো অপ্রয়োজনে লাগাতার অধিক নড়া- চড়া হিসেবে পরিচিত। যেমন: খাওয়া ও পান করা।	মাকরুহ নড়াচড়া: অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সামান্য নড়াচড়া করা। যেমন- সামান্য তাকাতাকি করা।	মুবাহ নড়াচড়া: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নড়াচড়া করা। যেমন- প্রয়োজনে দাড়ি চুলকানো।	মুস্তাহাব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পূর্ণতা নির্ভর করে। যেমন- সলাতে কাতারের খালি জায়গা পূর্ণ করা।	ওয়াজিব নড়াচড়া: তা হলো এমন নড়াচড়া করা যার উপর সলাতের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে। যেমন অপবিত্রতা জিনিস দূর করা।
--	--	---	---	--

বিশেষ সতর্কীকরণ تنبيه مهم:

ইতোপূর্বে সলাতের শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত গত হয়েছে।
এগুলোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়

শর্ত الشرط	রুকন الركن	ওয়াজিব الواجب	সুন্নাত السنة
ইবাদতের বাইরের বিষয়	ইবাদতের আভ্যন্তরিন বিষয়		
সকল ইবাদতেই প্রযোজ্য	ইবাদতের কিছু কিছু অংশে প্রযোজ্য		
এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও ভুল গ্রহণযোগ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য নয়।	এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।		এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল গ্রহণযোগ্য
এর কোন সাহ সাজদাহ নেই।	সাহ সাজদাহ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না। বরং রুকুন আদায় করতে হবে।	সাহ সাজদাহ দ্বারা যথেষ্ট হবে।	

সাহ্ সাজদাহ্ سجود السَّهْو:
সাহ্ সাজদাহ্ এর কারণ তিনটি

الزِّيَادَة: বৃদ্ধি
কোন কিছু অতিরিক্ত
করা। যেমন: রুকু,
সাজদাহ্, কিয়াম, বৈঠক
বৃদ্ধি করা।

النَّقْص: ঘাটতি করা:
। যেমন কোন
ওয়াজিব ছুটে যাওয়া
এবং তার স্থান ছুটে
যাওয়া।

الشُّكُّ: সন্দেহ হওয়া
সন্দেহ হওয়া। যেমন-
সে কত রাকআত সলাত
পড়েছে? তিন নাকি চার
রাকআত।
এটা আবার দুই ধরনের

شكٌّ داخل العبادة
সলাত চলাকালীন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া:
যদি তার সন্দেহ প্রবল হয় তাহলে সাহ্
সাজদাহ্ প্রয়োজন নেই। আর যদি
সন্দেহ দিক কম হয় তাহলে তার নিকট
যা অগ্রাধিকার পায় সে তার সিদ্ধান্ত নিবে
অন্যথায় কন্মের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

شكٌّ بعد الفراغ والانتهاء من العبادة:
সলাত শেষ হওয়ার পর সন্দেহ সৃষ্টি
হওয়া: এ ক্ষেত্রে সন্দেহের ব্যাপারে
সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সাহ্
সাজদাহ্ প্রয়োজন নেই।

বি: দ্র: ملاحظات:

- আর যদি সে সাহ্ সাজদাতেও ভুল করে তাহলে কোন সমস্যা নেই সলাত সঠিক হবে।
- আর যদি রুকন ছুটে যায় তাহলে উক্ত রুকন এবং তার পরবর্তী অবশিষ্টগুলো
আদায় না করা পর্যন্ত ও সাহ্ সাজদাহ্ না দেওয়া পর্যন্ত সলাত বিশুদ্ধ হবে না।
- আর যদি ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যায় ও তার স্থানে পার হয়ে যায় তাহলেও
সাহ্ সাজদাহ্ দিতে হবে।

সংক্ষিপ্তাকারে ছবিসহ সলাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমত একজন মুসলিম বাড়িতে ওয়ু করবে, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে তারপর মাসজিদে যাবে। তার জন্য সওয়ারীতে চড়া বৈধ। পথ চলার সময় অবশ্যই ধীরস্থরতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দ্রুত হটিবে না বা দৌড়াবে না, অনার্থক এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করবে না ও উচ্চ স্বরে কথাও বলবে না।



অতঃপর যখন সে মাসজিদের নিকটে পৌঁছবে তখন তার -সেভেল খুলে জুতা রাখার নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে এমনকি দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় সাথে রেখে দিবে অর্থাৎ দুনিয়ার কোন চিন্তা মাথায় রাখবেনা। কেননা মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা ও হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া হারাম। প্রবেশের সময় ডান পা আগে প্রবেশ করাবে এবং বলবে

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অস-স্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ারসমূহ খুলে দাও এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে আর বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি অস্বলাতু অস-সালামু আলা রসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আলআলুকা মিন ফাযলিকা।

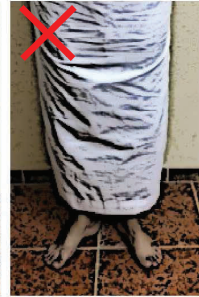
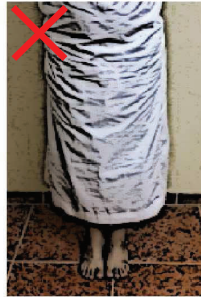
আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

পুরুষরা সামনের কাতারে দাঁড়াবে এবং মহিলারা পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। যদি সলাতের ইকামাত দেওয়া হয়ে যায় তাহলে প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে তারপর ইমামকে যে অবস্থায় পাবে তার সাথে (স্বলাতে) শামিল হবে। যদি ইমামকে দাঁড়ানো বা রুকু করা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে সেটা রাক'আত হিসেবে গন্য করবে। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন সে তার ছুটে যাওয়া রাক'আত পূর্ণ করবে।

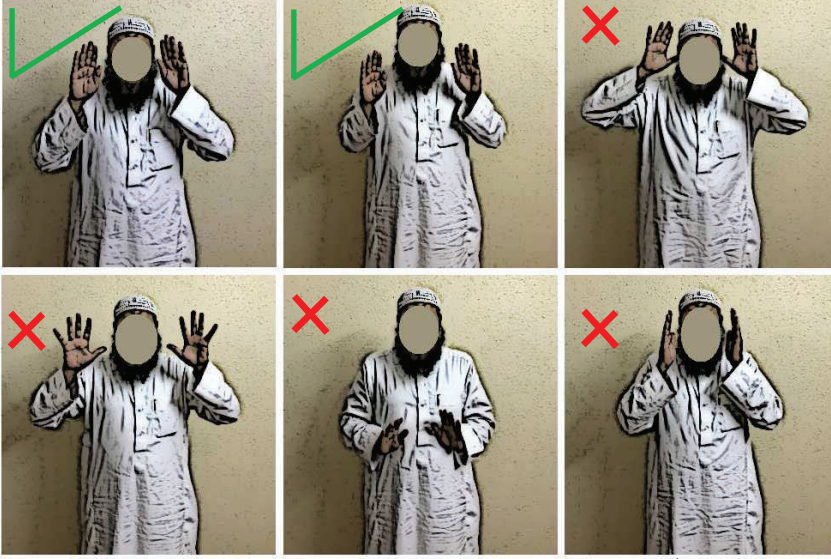
আর যদি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইকামাত দেওয়া হয়নি তাহলে সলাতের পূর্বের সুন্নাতগুলো আদায় করবে। যদি সলাতের পূর্বের সুন্নাত সলাত না থাকে তাহলে বসার পূর্বে তাহিয়াতুল মাসজিদ দুই রাক'আত আদায় করবে। মাসজিদের সম্মান বিনষ্ট হয় এমন কাজ করা যাবে না। যেমন: যেমন সলাতে দাড়িয়ে ঘড়ির দিকে বার বার তাকানো বা গলায় আওয়াজ দেওয়া ইত্যাদি। ইমাম ও একাকী ব্যক্তি সুতরাহকে সামনে করে সলাত আদায় করা সুন্নাত আর ইমামের সুতরাই মুক্তাদির সুতরাহ।



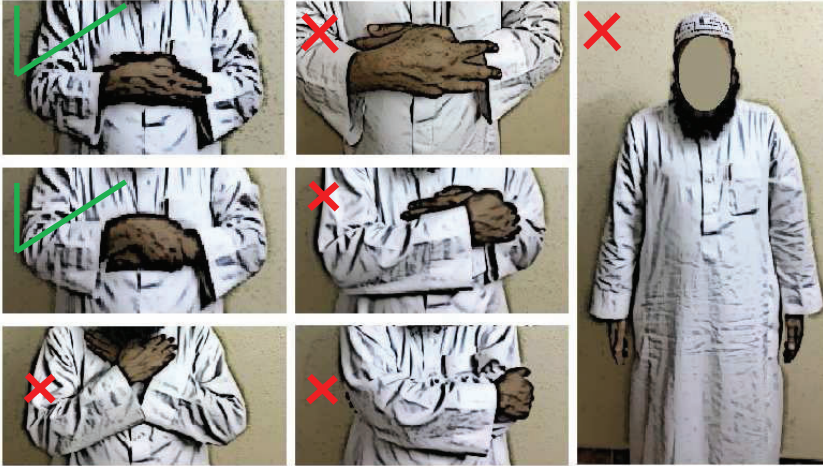
দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান দুই পায়ের মাঝ খানে ফাঁকা রাখবে এর চেয়ে বেশি নয় ও কমেও নয় এবং পা ছয়ের বহির্ভাগ সমান রাখবে।



তারপর সলাতের অবশিষ্ট শর্তসমূহ পূর্ণ করবে অতঃপর “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং সাথে সাথে দুই হাতের আঙ্গুল গুলো একত্রিত রেখে দুই হাত কান বা কাধ বরাবর উত্তোলন করবে এবং দুই তালুকে ক্রিবলামুখী রাখবে।



তারপর ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে কিংবা কজি বা বাহুর উপর রাখবে অথবা আঁকড়ে ধরবে।



সে তার দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে রাখবে। এদিক সেদিক ফিরাবে না।



তারপর শুধু প্রথম রাক'আতে সানা পড়া মুস্তাহাব। তবে উত্তম হচ্ছে বিভিন্ন দু'আ পড়া যে দু'আ গুলো সানার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

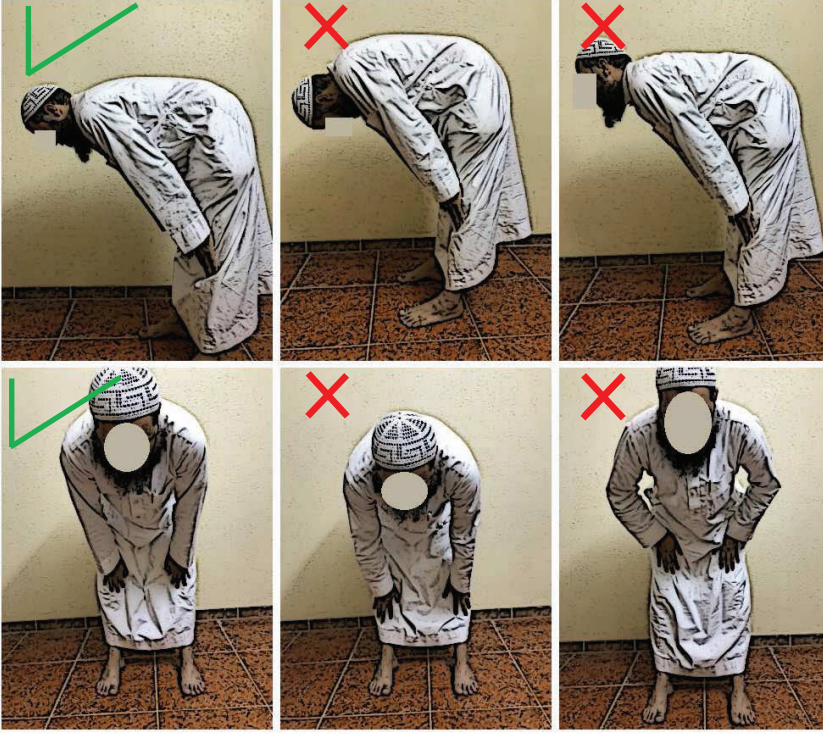
তারপর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম। অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলবে-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অর্থ: আমি পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তারপর সূরা ফাতিহা তার হরকত, অক্ষর, শব্দ ও আয়াতসমূহকে পূর্ণকরে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবে তারপর আউযুবিল্লাহ ছাড়াই কুরআন থেকে সাধ্যমত কিছু পড়বে। তবে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে। তারপর “আল্লাহ্ আকবার” বলে দুই হাত উত্তোলন করবে যেমনভাবে তাকবীরাহ তাহরিমতে উত্তোলন করেছিল এবং রুকু করবে। হাটুকে আঁকড়ে ধরবে এবং কনুইদ্বয়কে ভাজ করবে না এবং পিঠ ও মাথা বরাবর রাখবে। আর কমপক্ষে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম একবার বলবে। তবে রুকুর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো রুকুতে পড়া মুস্তাহাব।



তারপর রুকু হতে উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে বলবে **سَمِعَ اللَّهُ** (সামি আল্লাহলিমান হামিদাহ) এবং সাথে সাথে দুই হাত কান বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন বলবে **رَبَّنَا** (রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ) এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আ গুলো পড়া মুস্তাহাব। তারপর হাত উত্তোলন ছাড়াই “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং সাত অঙ্গের উপর ভর দিয়ে সাজদাহ করবে। তা হলো: কপাল ও নাক, দুই তালু, দুই হাঁটু, দুইপায়ের আগুলের পেট। দুই বগলের মাঝে পেট ও রানের মাঝে এবং রান ও পিণ্ডলীর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখবে। দুই কনুইকে মাটি থেকে উঁচু রাখবে।



আর سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى একবার বলবে। একাধিকবার বলা সুন্নাত এবং দোয়া করবে। উত্তম হলো বর্ধিত দোয়ার মাধ্যমে দোয়া করা।

তারপর “আল্লাহু আকবার” বলবে এবং বাম পাঁ কে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে ও আঙ্গুল গুলোর পেটকে মাটিতে রাখবে। হাতের আঙ্গুল গুলোকে ক্রিবলা মুখি করে রাখবে। দুই তালুর রানের শেষভাগে রাখবে। এ ধরনের বসা সলাতে বসার সকল স্থানে করতে হবে। তবে চার রাক‘আত বা তিন রাক‘আত বিশিষ্ট সলাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং বাম পাকে ডান পায়ের পিণ্ডলীর (গোছার) নীচে রাখবে।



তারপর “আল্লাহ্ আকবার” বলে সাজদাহ করবে প্রথম সাজদার মত। তারপর “আল্লাহ্ আকবার” বলে দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাক‘আতে যেমনটি করেছে ঠিক দ্বিতীয় রাক‘আতেও করবে কিন্তু দ্বিতীয় রাক‘আতে তাকবীরে তাহরিমা ও সানা নেই। যখন দ্বিতীয় রাক‘আত শেষ করবে তখন তাশাহুদদের জন্য বৈঠক করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল করে রাখবে এবং তা নাড়াবে ও দুআ পড়বে। এখানে তাশাহুদ পড়া আবশ্যিক। যদি দুই রাক‘আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে দরুদে ইবরাহীম পড়া আবশ্যিক। আর চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

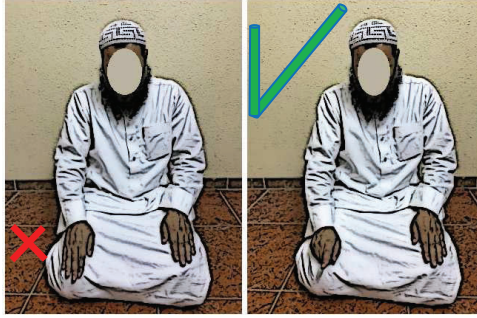
আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ‘উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ দাজ্জালি ওয়া আ‘উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

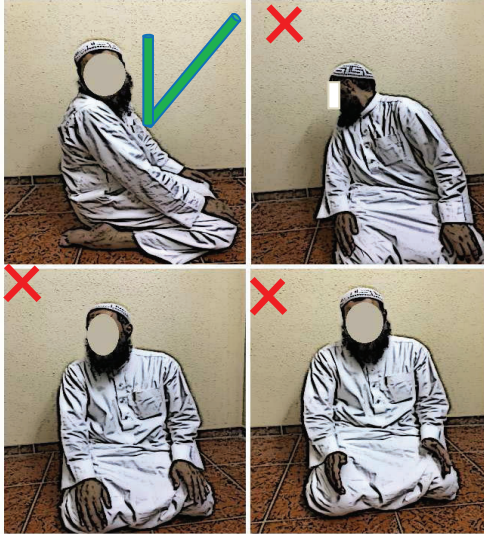
এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে: عِبَادَتِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنُ عِبَادَتِكَ وَحُسْنُ شُكْرِكَ

উচ্চারণ: 'আল্লু-হুস্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।



তারপর দুই দিকে ডানে ও বামে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সালাম ফিরাবে কিন্তু কাঁধ ঘুরাবে না। নীচে বা উপরে মাথা নাড়াবে না ও হাত দিয়ে ইশারা করবে না।



আর যদি সলাত তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তাহলে প্রথম তাশাহুদে সাথে মুস্তাহাব হিসেবে দরুদে ইবরাহীম পড়ার পর দাঁড়িয়ে যাবে। যদি তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে এবং তাশাহুদে জন্য বসে যাবে। আর যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত হয় তাহলে চতুর্থ রাক'আত আদায় করার পর শেষ তাশাহুদে জন্য বসবে। তারপর দরুদে ইবরাহীম এবং চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যথা- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ দাজ্জালি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়াযি-ওয়াল মামা-তি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

এখানে সে তার পছন্দনীয় দু'আ পড়তে পারে তবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই উত্তম। তার সাথে এটাও বলবে: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা' **অর্থ:** হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।

আর যদি ফরয সলাত হয় তাহলে সালামের পর বর্ণিত দু'আসমূহ সলাতের পরে পড়া মুস্তাহাব। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: (আস্ তাগফিরুল্লাহ) তিনবার (আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম) অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শাস্তিময় এবং তোমা হতেই শাস্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়। হে মহাত্ম ও সম্মানের অধিকারী।

اللَّهُ أَكْبَرُ ৩৩ (আল্‌হামদুলিল্লাহ) الْحَمْدُ لِلَّهِ ৩৩ বার (সুব্‌হানািল্লাহ) سُبْحَانَ اللَّهِ

(আল্লাহ্ আক্বার) ৩৪ বার অথবা ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহ্ লা- শারীকালাহ্ লাহ্‌ল মুলকু ওয়ালাহ্‌ল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এর পর আয়াতুল কুরসী পড়বে-

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

উচ্চারণ: আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম। লা তা'খুযুহ্‌ সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা- বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল আযীম।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি চিরজীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারা:২:২৫৫) এরপর নিম্নের তিনটি সূরা পড়বে-

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...), (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ...), (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...)

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

تنبيهات مهمة: বিশেষ সতর্কতা:

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বলাতে গোপনাঙ্গ ঢাকা স্বলাতের বিশুদ্ধতার অন্যতম একটি শর্ত। তাই সলাতী ব্যক্তি স্বলাতে তা প্রকাশ থেকে সতর্ক থাকে। ফলে এর কারণে তার স্বলাত যেন বাতিল হয়ে না যায়।



মুজাদ্দী যদি ঈমামের সাথে সলাত পড়ে তবে ঈমামের ডান পাশে তার জন্য দাঁড়ানো বৈধ। এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াবে, তার আগেও যাবেনা পিছেও যাবেনা। আর অন্যান্য মুসল্লীর সাথে দাঁড়ালেও একই নিয়মে দাঁড়াবে (তথা টাখনু মিলিয়ে সমান ভাবে)।



ملخص الصلوات غير المفروضة
বিভিন্ন সলাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

নাম	হুকুম	সময়	সংখ্যা	পদ্ধতি
জুম'আর সলাত	واجبة ওয়াজিব	সলাত যোহরের ওয়াক্ত	ركعتان ২ রাক'আত	উচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ ও জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা তিন বা তার অধিক ব্যক্তি দ্বারা
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত	واجبة ওয়াজিব	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের	ركعتان ২ রাক'আত	উচ্চ স্বরে ও প্রত্যেক রাক'আতে দুই রাকু করতে হবে
বিতের সলাত	سنة مؤكدة সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	من بعد العشاء إلى الفجر 'ইশারের পর থেকে ফজর পর্যন্ত	من ১-১১ ১-১১ রাক'আত	হয়তো এক রাক'আত অথবা তিন রাক'আত একসাথে একটিমাত্র তাশাহহুদের জন্য বসবে অথবা দুই রাক'আত পড়ে আবার আরেক রাক'আত পড়বে। পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত এ দুটির ক্ষেত্রে শেষ রাক'আতে তাশাহহুদের জন্য বসবে। নয় রাক'আত আট রাক'আতে একটি তাশাহহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে নবম রাক'আতের জন্য উঠে যাবে অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। দুই রাক'আত করে পড়বে শেষে এক রাক'আত বিতর পড়বে।

راتبة الفجر ফজরের সুন্নাত	سنة مؤكدة সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	قبل صلاة الفجر ফজর ফরজ সলাতের পূর্ব পর্যন্ত	ركعتان ২ রাক'আত	প্রথম রাক'আতে সূরা আল-কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল- ইখলাস পড়বে
سنة الظهر যোহরের সুন্নাত	سنة সুন্নাত	8 রাক'আত যোহরের ফরজের ফরজের পূর্বে এবং ২ রাক'আত যোহরের পরে	২/৪ 8 রাক'আত ও রাক'আত	ركعتين ركعتين منفصلة দুই দুই রাক'আত পৃথক করে পড়বে
سنة المغرب মাগরিবের সুন্নাত	سنة সুন্নাত	মাগরিবের ফরজ সলাতের পরে	ركعتان ২ রাক'আত	প্রথম রাক'আতে সূরা আল-কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল-ইখলাস পড়বে
سنة العشاء 'ইশার সুন্নাত	سنة সুন্নাত	'ইশার সলাতের পরে	ركعتان ২ রাক'আত	
التراويح তারাবীর	سنة সুন্নাত	'ইশার সলাতের পর থেকে ফজর সলাতের সময় হওয়া পর্যন্ত	২ রাক'আত হতে দশ রাক'আত	

تحية المسجد তাহিয়াতুল মাসজিদ	واجبة ওয়াজিব	মাসজিদে প্রবেশের সময় বসার	ركعتان ২ রাক'আত	
الضحى চাশতের সলাত	سنة সুনাত	সূর্য উপরে উঠার পর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত	من ركعتين إلى ثمان ২ রাক'আত হতে ৮ রাক'আত পর্যন্ত	
الاستخارة ইস্তেখারার সলাত	سنة সুনাত	যে কোন সময়	ركعتان 2 রাক'আত	সালামের পূর্বে ইস্তেখারার দু'আ পড়বে
ইস্তেস্কার সলাত	সুনাত প্রয়োজনে	সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর	২ রাক'আত	ঈদের সলাতের মধ্যে ১২ তাকবীর। প্রথমে ৭ পরে ৫
ঈদের সলাত	সুনাত	সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর	২ রাক'আত ও খুতবাহ	ঈদের সলাতের মধ্যে ১২ তাকবীর। প্রথমে ৭ পরে ৫

أوقات النهي عن النوافل المطلقة:

সাধারণ নফল সলাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ:

১. ফজরের পর থেকে সূর্য উচু হওয়া পর্যন্ত।
২. আসরের সলাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
৩. দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত।

أسئلة على الصلاة
সলাত সম্পর্কিত প্রশ্নমালা

১. সলাতের শর্ত কয়টি?
ক. নয়টি খ. ১১টি গ. ৮টি
২. ইসলামের শর্ত সলাতের শর্তের আওতাভুক্ত করা ভুল। কেননা মুসলমান ছাড়া কেউ সলাত পড়েনা।
ক. সঠিক খ. ভুল
৩. পার্থক্য বুঝা অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া?
ক. সঠিক খ. ভুল
৪. নাপাকীদূর করাটা শরীর, স্থান, কাপড় সব কিছুতেই शामिल করে?
ক. সঠিক খ. ভুল।
৫. শুকরের নাপাকিটা--
ক. বড় খ. মধ্যম
৬. বীর্য অপবিত্র, কারণ তা বের হলে গোসল করা আবশ্যিক?
ক. সঠিক খ. ভুল।
৭. পানি ছিটা এবং ধৌত করা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।
ক. সঠিক খ. ভুল।
৮. সকল মৃত জিনিসই অপবিত্র?
ক. সঠিক খ. ভুল
৯. কুকুরের অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মাটি ছাড়া অন্য কিছু এবং আধুনিক পরিস্কারের উপাদানই যথেষ্ট?
ক. সঠিক খ. ভুল।
১০. যা থেকে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য তা হলো ঐসব প্রাণি যার বিচরণ বেশি। সুতরাং বিড়াল কারো জন্য পবিত্র, আবার কারো জন্য অপবিত্র?
ক. সঠিক খ. ভুল।
১১. যার নাফস (প্রাণ) সচল নয়, সুতরাং নাফস অর্থ আত্মা? ক. সঠিক খ. ভুল
১২. রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত? ক. অপবিত্র খ. পবিত্র
১৩. সলাতের রুকন কয়টি? ক. ১৪ টি খ. ৯ টি গ. ৮ টি
১৪. তাকবীরে তাহরীবা হলো দুই হাত উঠানো?
ক. সঠিক খ. ভুল।

১৫. যদি কোন রুকুন ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে শুধু সাহ্ সাজদাহ দিতে হবে?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৬. সলাতের ওয়াজিবের সংখ্যা কতটি?

ক. ৮টি খ. ১৪টি গ. ৯টি

১৭. যদি ব্যক্তি সাজদায় বলে

حُجَّانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) একবার বলা
اَتَحُجُّ قُدُّوسُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ অথচ সে জানে যে, ওয়াজিব, তাহলে তার সলাত বাতিল?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. নামাযে ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে, বা কজির উপরে অথবা কনুইয়ের উপরে রাখা সবই বৈধ?

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. রাত্রিকালের ফরয সলাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং প্রত্যেক এমন সলাত যাতে সাধারণভাবে সমবেত হওয়ার বিধান করা হয়েছে তাতে কিরাত উচ্চস্বরে পড়তে হবে?

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. সলাত বিনষ্টকারী বিষয় কয়টি?

ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১৪টি।

২১. নিতম্বের উপর বসতে হবে ---

ক. প্রথম তাশাহুদে খ. শেষ তাশাহুদে গ. সবটিতেই

২২. (ربنا لك الحمد والشكر) এর মধ্যে বৃদ্ধি করার হুকুম কি?

ক. বৈধ খ. উত্তম গ. হারাম

২৩. দুই সাজদার মাঝখানে (ربى اغفرلى ولوالدى) পড়ার বিধান কি?

ক. বৈধ খ. হারাম গ. মাকরুহ

২৪. সিজদাই দুই কুনুই মাটিতে রাখার বিধান কি?

ক. হারাম খ. উত্তম গ. মাকরুহ

২৫. সাহ্ সাজদার কারণ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি।

২৬. কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পণ্ডে, এমনি ভাবে কোন বিষয়ে সন্দেহ বেশি হলে তাহলে সেই সন্দেহের কোন প্রভাব নেই?

ক. সঠিক খ. ভুল

২৭. ফজরের সুন্নাতে অন্যান্য সুন্নাতে রাতেবা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদার ক্ষেত্রে, হালকায়, বিশেষ ক্রিরাআতে এবং সফরের অবস্থাতেও তা পালনে এবং শুধুমাত্র বাড়িতে, তা পড়ার পর শুয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে?
ক. সঠিক খ. ভুল।

২৮. নিম্নোল্লিখিত মাসআলাগুলোর হুকুম বর্ণনা কর?

মাসআলা	হুকুম
যে দ্বীনকে গালি দেয় তার সলাত	
নেশাগ্রস্থেও সলাত	
রোগীর সলাত	
বাচ্চাদেও সলাত	
কোন ব্যক্তির ভুলবশত অযু ছাড়া সলাত আদায়	
ভুলবশত অপবিত্র কাপড়ে সলাত পড়লে	
গরুর পেশাব	
কাকের পেশাব	
দুই রান খোলা রেখে সলাত	
ভুলবশত সময়ের পূর্বে সলাত	
বিমানে সলাত	
অস্পষ্ট সলাত	
বসে সলাত	
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	

মাসআলা	হুকুম
ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে	
স্বলাতে তাড়াহুড়া করা	
অধিক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির স্বলাতের পণ্ডে সন্দেহ	
তাকবীও তাহরীমার পণ্ডে অজুর ব্যাপাওে সন্দেহ	
ভুলে রুকু বেশি হয়ে গেলে	
তাকবীও তাহরীমা ছেড়ে দিলে	
প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
শেষ তাশাহুদ ছেড়ে দিলে	
স্বলাতে তিন না চার রাকাত পড়েছে সন্দেহ	
স্বলাতের পণ্ডে সন্দেহ হলে	
স্বলাতের মধ্যে সন্দেহ হলে	
সাহু সাজদা ভুল হলে	
স্বলাতে ভুলে কথা বললে	
যদি ছুর খোলা অবস্থায় সলাত পড়ে এবং তা সলাতের পর জানতে পারে	
স্বলাতে বের হওয়ার আগে ঘণ্ডে পবিত্রতা অর্জন	
মসজিদে বেচা কেনা	
মসজিদে মুদ্রা ভাঙ্গানো	
শেষ তাশাহুদে ইমামকে পেলে	
স্বলাতে সুতরার বিধান	
সামান্য তাকাতাকি	
বেশি তাকাতাকি	
পাখির ঠুকরের মত দ্রুত সলাত পড়া	
স্বলাতে দুরূদে ইব্রাহিম পাঠ করা	
স্বলাতে কথা বলা	
স্বলাতে নড়াচড়া	

মাসআলা	হুকুম
সূরা ফাতিহা ভুলে গেলে	
জুমআর সলাত	
বিতর সলাত	
তাহিয়াতুল মাসজিদ	

(সলাতের) শর্ত, রুকুন, ওয়াজিব ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।

শর্ত	রুকুন	ওয়াজিব	সুন্নাত

الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ
দ্বাদশ পাঠ:

ওযুর শর্তসমূহ شُرُوطُ الْوُضُوءِ

ওযুর শর্তসমূহ ১০টি। যথা-

১. মুসলিম হওয়া
২. বিবেকবান হওয়া
৩. ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া
৪. নিয়ত করা
৫. ওযু পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওযু ভাঙ্গার ইচ্ছা না করা
৬. ওযু আবশ্যক করে দেয় এমন বিষয় দূর করা।
৭. (প্রস্রাব-পায়খানা করার পর) পানি ব্যবহার করা বা টিলা ব্যবহার করা ওযু শুরু করার পূর্বে।
৮. পানি পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ অপবিত্র পানি দিয়ে ওযু করবে না পানি বৈধ হওয়া। অর্থাৎ চুরি করা বা ছিনতায় করা পানি দিয়ে ওযু করবে না
৯. ওযুর স্থান গুলোতে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বিষয় দূর করা। যেমন- আটা।
১০. ঐ ব্যক্তির জন্য সলাতের সময় হওয়া যে সর্বদায় অপবিত্র থাকে।

কতিপয় শর্তের ব্যাখ্যা

১. পঞ্চম শর্তটির অর্থ হচ্ছে অযুর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়্যাতের উপর বহাল থাকা।
২. অযু আবশ্যিক কারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটা (৬ নং) এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো যেমন- উটের গোশত খাওয়া অবস্থায় এবং পেশাব করা অবস্থায় অযু করবেনা। বরং অযু শুরু করার পূর্বে অযু ভঙ্গকারী বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।
৩. অজুর পূর্বে টয়লেট সেরে পানি বা ঢিলা ব্যবহার। তবে অজু যদি বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে বা ঘুমের কারণে বা উটের গোস্ত খাওয়ার কারণে হয় তাহলে তা করতে হবেনা।
৪. পানির পবিত্রতা ও বৈধতা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপবিত্র পানি বা ছিনতাই করা পানি দ্বারা অযু করবেনা।
৫. চামড়াতে পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধক এমন জিনিস দূর করা। এর অর্থ হলো যেমন- আটা, নেল পালিশ, কারণ এসব কিছু অঙ্গে পানি পৌছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্বভাবগত সুন্নাতসমূহ

১. খাৎনা করা। এটা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। আর নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সুন্নাত। ২. গৌফ খাটো করা। ৩. নখ কেটে ফেলা। ৪. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। ৫. নাভির নিচের লোম মুগুন করা। আনাস (র) বলেছেন: গৌফ খাটো করা, নখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভীর নিচের লোম পরিস্কার সময় সীমা তিনি (স) আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো, আমরা যেন এসব ৪০ রাতের অধিক সময় রেখে না দেয়।
- সুতরাং মোট কথা হলো, এসব বিষয়ে ৪০ রাতের বেশি সময় দেরি করা যাবে না।
৬. দাড়ি ছেড়ে দেওয়া। এর বিধান ওয়াজিব। এবং দাড়ি মুগুন বড় গুণাহ সমূহের একটি বড় গুণাহ। ৭. মিসওয়াক করা। আর তা হলো আরাক গাছের ডাল বা এরকম কিছু দিয়ে দাঁত পরিস্কার করা। আর এটা সুন্নাত, সবসময় করা অতি জরুরী এবং অযুর সময়ে, স্বলাতের সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, কুরআন পড়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, মৃত্যুর সময় এবং মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে।

الدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ ত্রয়োদশপাঠ

ওযুর ফরজ ৬ টি

ওযুর ফরজ ৬ টি। যথা-

১. মুখ ধৌত করা (কপালের দুই প্রান্ত হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত) কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া। মুখ ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত।
২. কুনই সহ দুই হাত ধৌত করা।
৩. সমস্ত মাথা মাসাহ করা। মাথার অন্তর্ভুক্ত দুই কান।
৪. টাখনু সহ দুই পা ধৌত করা।
৫. ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
৬. ওযুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করা যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

تحقيق الموالاة:

ধারাবাহিকতা বাস্তবায়ন

এটা হয়ে থাকে এভাবে যে, অযুকாரী ব্যক্তি যেন অযুর একটি অঙ্গ ধৌত করতে এমন বিলম্ব না করে যাতে পূর্বের ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়।

حكم التكرار:

মুখমন্ডল, দুই হাত ও দুই পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। অনুরূপ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়াও। আর একবার করে ধৌত করা ফরয। কিন্তু একাধিকবার নয়। একাধিকবার মাথা মাসাহ করা মুস্তাহাব নয়। যেমনটি এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস প্রমাণ করেছে।

الدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ
চতুর্দশ পাঠ

ওযু ভঙ্গের কারণ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ.

ওযু ভঙ্গের কারণ ৬ টি। যেমন-

১. দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২. শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া। ৩. ঘুমের কারণে বা অন্য কারণে জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া। ৪. কোন পর্দা ছাড়াই গোপনাজ বা নিতম্ব হাত দিয়ে স্পর্শ করা। ৫. উটের গোশত খাওয়া। ৬. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা।

বিঃ দ্রঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া: অধিকাংশ আলেমদের মত হচ্ছে যে, সঠিক হুকুম হলো মৃত ব্যক্তিকে গোসল করলে ওযু নষ্ট হবে না। কারণ এ ব্যাপারে দলীল নেই। কিন্তু যদি ধৌত কারীর হাত কোন পর্দা ছাড়াই ব্যক্তির গোপনাজে স্পর্শ করে তাহলে তার উপর ওযু ওয়াজিব।

তার উপর আবশ্যিক হলো পর্দা ছাড়া মৃত ব্যক্তির গোপনাজ স্পর্শ না করা। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে স্পর্শ করলেও ওযু নষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু বের না হয়। চায় সেটি উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনা ছাড়াই হোক। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। কেননা নাবি সুদাওয়াহু ওআলাহাই ওয়া সাওয়াহু তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন অতঃপর সলাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি ওযু করেননি। আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী, **(أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিলন (সহবাস) করা। এটি আলেমগণের দুইটি মতামতের বিশুদ্ধ মতামত। এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সালাফদের মতামত।

شرح بعض النواقض:

কতিপয় অযুভঙ্গের কারণের বিশ্লেষণ:

১. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। যেমন- পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মাজি (তথা উত্তেজনায় নির্গত বীৰ্য), অদী (তথা অসুস্থতার কারণে নির্গত বীৰ্য), বায়ু, ছোট পাথর, রক্ত, ক্রিমি, মাসিক, প্রসবের পর রক্তশ্রাব।
২. আর শরীর থেকে অপবিত্র কিছু বের হওয়া। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, যে তা অযুভঙ্গকারী নয়। তবে যদি তা পেশাব পায়খানা জাতীয় হয়।
৩. ঘুম বা অন্য কারণে বিবেকের বিলুপ্তি ঘটা। ঘুম মূলত অযুভঙ্গকারী নয় কিন্তু তা ভঙ্গকারী এজন্যই যে, সে অবস্থায় বায়ু বের হওয়ার সম্ভাব্য বিষয়। সুতরাং যদি ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারে যে কোন কিছু বের হয়নি তাহলে ঘুম অযু ভঙ্গকারী হবেনা।
৪. কোন প্রকার পর্দা ছাড়াই পেশাব বা পায়খানার রাস্তা স্পর্শ করা। সেক্ষেত্রে অযু করা আবশ্যিক।

ملخصٌ مُصَوِّرٌ لصفة الوضوء:

অজুর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ

১. নিয়ত করে (بسم الله) বলবে।
২. তারপর দুই কজির উপর পানি ঢেলে ধৌত করবে।
৩. অতঃপর ডান হাতে এক চুল্লি পানি নিয়ে মুখের মধ্যে ঘুরিয়ে কুলি করবে। অতঃপর নাকে পানি দিবে। তারপর নাক ঝাড়বে শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুলি নাকের বাঁশির উপর রেখে এভাবে তিনবার করবে।
৪. অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। আর মুখমণ্ডলের সীমানা হলো; মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দুই চোয়ালের শেষ অংশ ও থুতনি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এবং দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানের প্রস্থ।
তারপর কনুইসহ দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। ডান হাত থেকে শুরু করবে পরে বাম হাত।
তারপর মাথা মাসহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিছনের শেষ ভাগ পর্যন্ত হাত অতিক্রম করাবে আবার পিছন থেকে ফিরিয়ে সামনে নিয়ে আসবে।
তারপর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রের ভিতর রেখে দুই কান মাসাহ করবে।
তারপর দুই টাখনুসহ দুই পা তিনবার ধৌত করবে।







এবং অযু শেষ করার পর এই দো'আ টি পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

উচ্চারণ: ‘আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ্ লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুল্হ ওয়া রাসূলুহ্।’

অর্থ: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আর তিরমিযীতে রয়েছে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা, ওয়াজআলনী মিনাল মুতাত্তাহিরীন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

শরীয়ত সিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত করার বিধান

ওযুর ক্ষেত্রে শরীয়তসিদ্ধ পরিমাণের চেয়ে কোন কিছু অতিরিক্ত করা বৈধ নয়। যেমন তিন বারের চেয়ে বেশি ধৌত করা, কনুইয়ের উপর বাহু ধৌত করা, টাখনুর উপরে পিভলী ধৌত করা অথবা ঘাড় মাসাহ করা।



ملحق فيه بعض ما يتعلق بأركان الإسلام
ইসলামের রুকুনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংযোজন।

أَوَّلًا: الطَّهَارَةُ

التَّيْمُّمُ: তায়াম্মুম

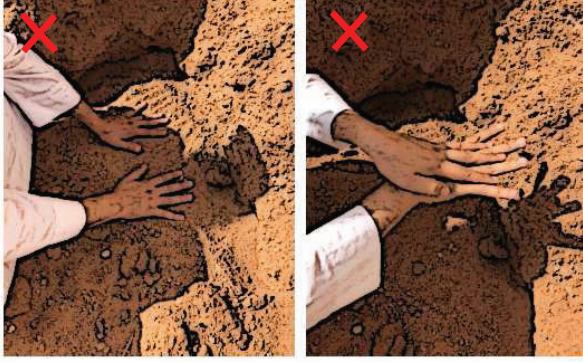
এটা হলো পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের বিকল্প পদ্ধতি। যখন পানি না পাওয়ার কারণে অথবা তা ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কার কারণে পবিত্রতা অর্জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে তখন মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত হবে।

صفة التَّيْمُّمِ: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

১. নিয়ত করবে। ২. বিসমিল্লাহ বলবে। ৩. একবার দুই হাত মাটিতে মারবে
৪. তার দুই হাতের তালু দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করবে এবং দুই হাতের পিঠ মাসাহ করবে।



মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুল সমূহ ফাঁকা রাখার বিধান নেই, দুই কজি মাসাহ করার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করারও বিধান নেই।



ওয়াজিব গোসলের পদ্ধতি হলো: **صفة الغسل الواجب:**

গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা দূর করার। নিয়্যাত করবে। বিসমিল্লাহ বলবে পানি দিয়ে সমস্ত শরীর ও চুলের গোড়া ধৌত করবে পাতলা চুল হোক বা ঘন চুল হোক এবং কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে।

সুন্নাত গোসলের পদ্ধতি **السُّنَّةُ فِي الْاِغْتِسَالِ:**

দুই গোপনাঙ্গ ধৌত করবে। দুই হাত ধৌত করবে। অতঃপর ওয়ু করবে স্বলাতের ওয়ুর ন্যায়। মাথার চুল ভিজাবে। তার পর শরীরের ডান পার্শ্ব ধৌত করার পর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। দুই পা ধৌত করবে।

যে কারণে গোসল ওয়াজিব হয় গোসল **موجبات الغسل**।

১. অপবিত্রতা: আর এটা হয়ে থাকে সহবাস বা অন্যভাবে বীর্যপাত অথবা দুই লিঙ্গের মিলনের কারণে।
২. মাসিক এবং প্রসবোত্তর রক্তস্রাব।
৩. মৃত্যু ব্যক্তির গোসল তবে শহীদদের গোসলের বিধান নেই।
৪. কাফের ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে।

মোজার উপর মাস্‌হের শর্তসমূহ

পাতলা বা ভারি মোজা পবিত্র হতে হবে।

পানি দ্বারা অযু করার পর পরিধান করতে হবে।

মাসাহ হতে হবে ছোট অবিব্রতার ক্ষেত্রে। বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ যে অপবিত্রতা গোসল ওয়াজিব করে সে ক্ষেত্রে নয়।

মোজাটি অঙ্গটির অধিকাংশ আবরণকারী হতে হবে।

আর মাসাহ টি হতে হবে শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আর তা হলো মুকিমের জন্য একদিন একরাত (২৪ ঘন্টা) আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত (৭২ ঘন্টা) আর সময়টি শুরু হবে ছোট অপবিত্রতার পর প্রথম মাসাহ থেকে।

كيفية المسح على الخفين: মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি

মাসাহকারী শুধু মাত্র পায়ের আঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে নিয়ে পিন্ডলী পর্যন্ত স্বীয় হাত অতিক্রম করবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মোজার উপরিভাগ মাসাহ করতে হবে। এবং একই সাথে দুই হাত দুই পায়ের উপরে রেখে মাসাহ করবে। অর্থাৎ ডান হাত ডান পায়ের উপর এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর রেখে একই সময়ে মাসাহ করবে যেভাবে দুই কান মাসাহ করা হয়। কেননা এটাই সুন্নাতের অনুকূলে।

مسائل تتعلق بالمسح মাসাহ সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ

১. যদি মাসহের সময় শেষ হয়ে যায় অথবা মোজা খুলে ফেলা হয় তবে পবিত্রতা নষ্ট হবেনা।
২. ছিড়া মোজা ও চামড়া দেখা যায় এমন পাতলা মোজার উপরেও মাসাহ করা বৈধ।

পেশাব পায়খানার আদবসমূহ: آداب قضاء الحاجة:

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দিয়ে এই দো'আ পাঠ করবে।
২. (بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি
আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবাইস
অর্থাৎ (হে রব) আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।
- ওয়াজিব: তার উপর আবশ্যক হলো কোন দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেকে
আড়াল করে নিবে। আর যদি উন্মুক্ত ময়দানে হয় তাহলে দূরবর্তী স্থানে চলে
যাবে।

তার জন্য নিষিদ্ধ হলো:

১. রাস্তায়, মানুষের বসার জায়গায়, অথবা ফলদ্বার বৃক্ষের নিচে অথবা এমন
জায়গায় যা মানুষকে কষ্ট দিবে এবং বন্ধ পানিতে ইস্তেঞ্জা করা কোন ব্যক্তির
জন্য বৈধ নয়।
২. ইস্তেঞ্জার সময় ক্রিবলার দিকে মুখ বা পিঠ রাখা।
৩. ডান হাতে লিংগ স্পর্শ করা।
৪. আল্লাহর জিকির করা।

অতঃপর তার ইস্তেঞ্জা শেষ হলে পানি বা টিলা ব্যবহার করবে। আর টিলা কুলুখের শর্তসমূহ হলো:

১. তিনবার বা ততোধিক মাসাহ করতে হবে। তবে একই জায়গায় নয়।
২. আর টিলা যেন পরিস্কার হয় তথা পাথর বা রুমাল যেন শুকনো হয়।
৩. টিলা যেন অপবিত্র জিনিস, সম্মানিত জিনিস যেমন খাদ্য, হাডিড এবং গোবর
এসব কিছু না হয়। আর যদি শরীরে বা কাপড়ে পেশাব ছিটে আসে এবং
গোপনাস্ত প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে দাড়িয়ে পেশাব করা বৈধ।
নবী (স) এক জাতির আবর্জনার জায়গায় এসে দাড়িয়ে পেশাব করেছেন।
(বুখারী, মুসলিম)

أسئلة على الطهارة
পবিত্রতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী

১. অযুর শর্ত কয়টি?

ক. ৯ টি খ. ১০ টি গ. ৮ টি

২. অযুর ফরযসমূহ হলো:

ক. চারটি অঙ্গ খ. চার অঙ্গের সাথে ধারাবাহিকতা ও লাগাতার

৩. অযু ভঙ্গের কারণ কয়টি?

ক. ৬ টি খ. ৫ টি গ. ৮ টি

৪. নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে অযু ভঙ্গের কারণ নির্ণয় কর।

ক. উটের গোশত খ. হরিণের গোশত গ. পেটের আওয়াজ ঘ. বায়ু
ঙ. তন্দ্রা চ. মূর্দাকে গোসল করানো ছ. মহিলাকে স্পর্শ করা।

৫. তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৬. গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৭. নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেকটি মাসআলার হুকুম বর্ণনা কর।

মাসআলা	হুকুম
নিয়্যত উচ্চারণ করা	
একটি অযু দিয়ে একটি সলাতের নিয়্যত করে একাধিক সলাত পড়লে।	
কুরআন পড়ার জন্য অযু করে সলাত পড়লে	
অযুর মধ্যে নিয়্যত ভঙ্গ করলে	
অযুর পরে নিয়্যত ভঙ্গ করলে	
অযু করার সময় তার পিন্ডলীতে আটা থাকলে	

মাসআলা	হুকুম
উটের গোশত খাওয়া অবস্থা অযু করলে	
চুরি করা পানি দিয়ে অযু করলে	
পানি বা টিলা ব্যবহারের পূর্বে অযু করলে	
কানের জন্য নতুন পানি নেওয়া	
তিনবার মাথা মাসাহ করা	
একবার করে ধৌত করা	
তিনবার করে ধৌত করা	
অযুতে দুই কজি ধৌত করা	
দাড়ি খিলাল করা	
অযুতে কচলানো	
যা ধৌত করা আবশ্যিক তা মাসাহ করলে	
মাথা ধৌত করা	
দুই হাত কজি পর্যন্ত পাত্রে প্রবেশ করালে	
অজুর ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করা	
তিনের অধিক ধৌত করা	
পিন্ডলী ধৌত করা	
সাতারের পর সলাত পড়লে	
গোসলের পর অযু না করেই সলাত পড়লে	

ثانيًا: الزكاة

উহা দুই প্রকার

সম্পদের যাকাত: উহা ইসলামের তৃতীয় রুকুন। উহা প্রত্যেক নেসাবের মালিক স্বাধীন মুসলিমের উপর ওয়াজিব। জমির ফসল ব্যতিত, সম্পদের যতক্ষণ এক বছর অতিক্রম না করবে ততক্ষণ তাতে যাকাত ফরজ হবেনা। আর অনুরূপ বিধান ব্যবসার ক্ষেত্রে। আর এই প্রকার যাকাত চার প্রকার:-

শরীরের যাকাত: আর উহা হলো যাকাতুল ফিতর। আর উহা প্রত্যেক মুসলিম, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ, এর উপর ফরজ।

স্বর্ণ-রোপ্যের মুদ্রা ও টাকা পয়সা হতে উক্তদ্বয়ের যা সমস্ত হবে। স্বর্ণের নিসাব ২০ মিসকাল (৮৫ গ্রাম) আর রোপ্যের নিসাব ২০০ দিরহাম (৫৯৫ গ্রাম)

যে গৃহপালিত পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে বা পুরো বছর ধরে মাঠে চরে। গৃহপালিত পশু বলতে উদ্দেশ্য: উট, গরু, ছাগল।

জমির ফসল। আর তাহলো: শস্য-ফল।

ব্যবসার সামগ্রী উহা প্রত্যেক ঐ পণ্য যা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

أهل الزكاة: যাকাতের হকদারগণ

১. ফকীর: আর তারা অভাবগ্রস্থ যাদের কিছুই নেই। বা অল্প কিছু রয়েছে।
২. মিসকিন: আর তারা প্রয়োজনের অর্ধেক বা প্রয়োজনের কাছাকাছি অর্থ রয়েছে; যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির এক বছরের জন্য ১২,০০০/- বারো হাজার রিয়াল যথেষ্ট, তাহলে এক্ষেত্রে ফকীর হলো ঐ ব্যক্তি যার নিকট ছয় হাজারের কম অর্থ রয়েছে বা তার নিকট কিছুই নেই। আর ঐ ক্ষেত্রে মিসকীন হলো: যার নিকট ছয় হাজার রিয়াল রয়েছে বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১২,০০০/- বারো হাজারে পৌছায়নি। তাই আমরা ফকীর ও মিসকীনকে প্রদান করবো যা তাদেরকে এক বছরের জন্য যথেষ্ট করবে, কেননা যাকাত বছরে একবার ফরজ হয়।
৩. যাকাতের ক্ষেত্রে যারা কাজ করবে: তারা হলো: যাকাত একত্রকারী, সংরক্ষণ কারী, বন্টন কারী, যাদেরকে সরকার সেক্ষেত্রে দায়িত্ব দেবে। যাকাতের অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে দরিদ্র অবস্থা হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং যাকাতের অংশ হতে তাদেরকে প্রদান করবে যদিও তারা ধনী হয়।
৪. (المؤلفة قلوبهم) যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা হয় বা ক্ষতি সাধন বন্ধ করা বা, তার ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আশা করা হয়।
৫. মুক্তিপণ: (ক) আর তারা হলো: যে মুসলিম দাস তার মালিক হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য করেছে। (খ) মুসলিম দাস মুক্তো করা। (গ) মুসলিম বন্দি। আর তাদের বিধান ঐ দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যাকে তার মালিক সেচ্ছায় আযাদ করে দিবে।
৬. ঋণগ্রস্থ: তারা হলো (ক) যে মানুষের মাঝে সমাধানের ক্ষেত্রে ঋণী। (খ) যে নিজের কারণে ঋণী। আর ঋণী ফকীর ব্যক্তির ঋণকে যাকাতের নিয়তে মাফ করায় সে ব্যক্তির যাকাত প্রদান যথেষ্ট হবে না।

৭. আল্লাহর রাস্তায়: মুজাহিদগণ ও তাদের যা সরঞ্জাম এর প্রয়োজন হয়।
৮. মুসাফির ব্যক্তি: যার সফরের খরচ পত্র শেষে হয়ে গেছে তার নিজ দেশে পৌঁছাতে যা প্রয়োজন তা প্রদান করা হবে। আর উল্লেখিত প্রকারের যে কোন এক প্রকার কে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে। আর যাকাত কোন ধনী ও সুঠাম লেবারের জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে রাসূল ﷺ এর বংশের জন্য বৈধ নয়। তারা হলো: বনু হাশেম ও তাদের দাসসমূহ। অনুরূপ যাদের খরচ বহন করা ওয়াজিব এবং কাফের, তাদের জন্য যাকাত প্রদান বৈধ নয়। কিন্তু যাকাত ব্যতীত অন্য ধরনের সাদাকাহ তাদেরকে প্রদান করা বৈধ। আর যে ক্ষেত্রে প্রদান করাতে সবচেয়ে বেশি উপকার রয়েছে তাহাই পরিপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ:

১. বিনতুল মাখায়: যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে, তার এই নামকরণ করা হয়েছে কেননা তার মা গর্ভবতী।
২. বিনতুল লাবণ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ২ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তার মা দুধ প্রদান করে।
৩. আল হেক্বাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৩ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার এই নাম রাখা হয়েছে কেননা ষাড় উট তার পিছনে লাগে।
৪. আল জায়আহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে, কেননা এই বয়সে তার দুধ দাঁত উঠে যায়।
৫. আত্ তাবীঈ বা আত্ তাবীআহ: গরুর ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার এক বছর পূর্ণ হয়েছে।
৬. আল মুসিন্নাহ: ঐ বাচ্চাটিকে বলা হয় যার বয়স দু বছর পূর্ণ হয়েছে।

مقايير الزكاة: যাকাতের পরিমাণ

الأموال সম্পদ	الحول বছর	النصاب নিসাব	مقدار الزكاة যাকাতের পরিমাণ
চরণশীল পালিত প্রাণী	শর্ত	পরবর্তী ছকে দেখে নিন	পরবর্তী ছকে দেখে নিন
জমির ফসল	শর্ত নয়	৩০০ সা,আ	যা আসমানের পানি ও ঝর্ণা দ্বারা হয় তাতে এক দশমাংশ।
			যা ছেঁচের পানিতে হয় তাতে এক বিশাংশ
			আর যা উভয় দ্বারা হয় তাতে এক চৌদাংশ
অর্থকড়ি	শর্ত	৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য	এক দশাংশের চতুর্থাংশ
ব্যবসার সামগ্রী	শর্ত	স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য করে নিসাব করা হবে	এক দশাংশের চতুর্থাংশ

চারণশীল পশুর যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ:

ছাগল, ভেড়া, মেষ			উট এক বা দুই কুঁজওয়ালা			গরু, মহিষ		
পরিমাণ		যাকাত	পরিমাণ		যাকাত	পরিমাণ		যাকাত
হতে	পর্যন্ত		হতে	পর্যন্ত		হতে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	১টি ছাগল	৫	৯	১টি ছাগল	৩০	৩৯	১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা (পুরুষ বা মহিলা)
১২১	২০০	২টি ছাগল	১০	১৪	২টি ছাগল	৪০	৫৯	দুই বছরের ১টি গরুর মহিলা বাচ্চা
২০১	৩০০	৩টি ছাগল	১৫	১৯	৩টি ছাগল	৬০	৬৯	১বছরের গরুর ২টি মহিলা বাচ্চা
এর পর থেকে প্রত্যেক ১০০ টি ছাগলে ১টি ছাগল যাকাত লাগবে।			২০	২৪	৪টি ছাগল	এর পর থেকে প্রত্যেক ৩০টি গরুতে ১টি এক বছরের গরুর বাচ্চা এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুতে ২ বছরের গরুর ১টি মহিলা বাচ্চা দিতে হবে।		
			২৫	৩৫	এক বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা			
			৩৬	৪৫	দুই বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা			
যেগুলোর যাকাত নেওয়া হবেনা: পাঁঠা, ত্রুটি যুক্ত প্রাণী, নিম্নমানের সম্পদ।			৪৬	৬০	তিন বছরের ১টি উটের মহিলা			

			বাচ্চা	
আর গ্রহণ করা হবেনা: দূর্বল প্রাণী, গর্ভবতী প্রাণী, অতিভোজী প্রাণী ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ।	৬১	৭৫	চার বছরের ১টি উটের মহিলা বাচ্চা	
	৭৬	৯০	দুই বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা ।	
	৯১	১২০	তিন বছরের উটের ২টি মহিলা বাচ্চা ।	
	১২১	১২৯	২ বছরের উটের ৩টি মহিলা বাচ্চা ।	
	এর পর থেকে প্রত্যেক ৪০টি উটে ১টি বিনতে লাবুল প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক ৫০টি উটে ১টি হাককা যাকাত প্রদান করতে হবে ।			

যাকাত পর্বের প্রশ্নসমূহ

১. সম্পদে এক বছর অতিক্রম না করলে যাকাত নেই
ক. হিজরী বছর খ. খ্রিষ্টাব্দ বছর গ. কোন পার্থক্য নেই
২. বছর অতিক্রমের শর্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে:
ক. গুপ্তধন খ. জমির ফসল গ. উল্লেখিত সবগুলোই
৩. স্বর্ণের নিসাব:
ক. ৮৫ গ্রাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. ৯৫ গ্রাম
৪. রৌপ্যের হিসাব:
ক. ২০০ দিরহাম খ. ৫৯৫ গ্রাম গ. উল্লেখিত সবগুলোই
৫. গৃহপালিত পশু হলো: উট, গরু, মহিষ ও ছাগল
ক. সঠিক খ. ভুল
৬. ফলের কোন যাকাত নেই।
ক. সঠিক খ. ভুল
৭. চরণশীল প্রাণী:
ক. যার মূল্য বেশি খ. যা বছরের অধিকাংশ সময়ে মাঠে চরে।
৮. যে পশু বৈধতে চরে
ক. পবিত্র ভক্ষণ করে। খ. যার মালিক নেই।
৯. যদি মিসকিনদের উল্লেখ করা হয় তাহলে ফকীরও উদ্দেশ্য।
ক. সঠিক খ. ভুল

১০. ফকীরকে যাকাত হতে প্রদান করা হবে যা যথেষ্ট হবে:

ক. এক বছরের জন্য খ. ১ মাসের জন্য

১১. যাকাতের কর্মচারী হলো তারা:

ক. প্রত্যেকেই যারা সেক্ষেত্রে কাজ করে। খ. শুধুমাত্র সরকার যাদের দায়িত্ব দিয়েছে।

১২. নিম্নে বর্ণিতের যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করুন:

সম্পদ	যাকাতের পরিমাণ	নিসাবের অপরিপূর্ণ সংখ্যা
১০০ দিরহাম		
৩০০ দিরহাম		
৪০০ দিরহাম		
৮০ গ্রাম স্বর্ণ		
৫০০ গ্রাম রোপ্য		
৩০ টি ছাগল		
৬০টি ছাগল		
৫৬৫টি ছাগল		
৪টি উট		
১৭টি উট		
৪৪৯ টি উট		
৩০টি গরু		
৪৯ টি গরু		
৭৭ টি গরু		
৯৯ টি গরু		
২০ মিলিয়ন রিয়াল		
৪০ রিয়াল		
৪৫৬৭৯ রিয়াল		
২৫৫ সা গম		

১৩. মনজয় করাদের অন্তর্ভুক্ত হবে সেই কাফের ব্যক্তি যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় না।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৪. মালিক তার দাসকে মুক্ত করে দিলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৫. কোন ধনী ব্যক্তি ফকীরের থেকে তার ঋণের থেকে তার ঋণের অর্থ চাইলে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি ঋণ পরিশোধ নিলো না এবং সেই অর্থকে তার যাকাত প্রদান মনে করল। তার এই কাজটি কি সঠিক।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৬. আল্লাহর রাস্তা বলতে বুঝায় সমস্ত কল্যাণের কাজ, যেমন: মসজিদ বানানো।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৭. টাকা কড়ির যাকাত চল্লিশাংশে ভাগ করে হিসাব করা হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮. চরণশীল পশুর যাকাত ফরজ কিন্তু যে পশুকে খাওয়ানো হয় এবং যাকে কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাতে যাকাত ফরজ নয়।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯. শস্য ও ফলের যাকাত ফরজ হবে নিসাব পূর্ণ হলে এবং যখন সেগুলো পাকার উপক্রম হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২০. শস্য-ফল সেচের মাধ্যমে হয় তাতে বিশমাংশ যাকাত ফরজ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২১. স্বর্ণে যাকাত ফরজ হবে নিসাব পূর্ণ হলে, আর তার পরিমাণ হলো ২০ মিসকাল।

ক. সঠিক খ. ভুল

২২. নিম্নের যেগুলোর যাকাত ফরজ টিক চিহ্ন দিন:

ক. মুরগী খ. দোকান পাট গ. ছাগল যেগুলোকে খাবার ক্রয় করে খাওয়ানো হয়

ঘ. চরণশীল উট ঙ. খেজুর বাগান চ. ২৫ মিসকাল পরিমাণ স্বর্ণ

২৩. গরুর তাবী বলা হয় যে বাচ্চার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৪. টাকা পয়সার নেসাব নির্ধারণ করা হবে:

ক. ব্যবসার সামগ্রীর সঙ্গে খ. স্বর্ণের বা রোপ্যের নেসাবের মূল্যের সঙ্গে।
গ. স্বর্ণ ও রোপ্যের নেসাবের মূল্যের সঙ্গে।

২৫. টাকা পয়সার যাকাতের ফরজ হলো:

ক. এক চল্লিশাংশ খ. এক বিশায়াংশ।

২৬. ৮০ গ্রাম স্বর্ণের যাকাত হলো:

ক. দুই গ্রাম খ. চার গ্রাম গ. কোন যাকাত নেই।

২৭. বসবাসের জন্য নির্মিত বাড়ীতে যাকাত ফরজ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৮. প্রত্যেক মুসাফির ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা হবে কেননা সে পথিক।

ক. সঠিক খ. ভুল

তৃতীয় পর্ব

ثالثًا: الصَّيَّامُ সিয়াম বা রোযা:

এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। এর শারঈ অর্থ সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার রোযা ভঙ্গকারী বিষয় ও পানাহার পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত

أركان الصَّيَّام রোযার রুকনসমূহ

নিয়ত করা। নিয়্যাত দুই প্রকার

সিয়াম বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা

نِيَّةُ الْفَرْضِ

ফরয নিয়্যাত যা ফজরের পূর্বেই নিয়্যাত স্থির করা। আর মাস প্রবেশ করার পর নিয়্যাত করা পূর্ণ মাসের জন্য যথেষ্ট। নিয়তের জায়গা হলো অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করে বলা বিদআত

نِيَّةُ النَّفْلِ

নফল নিয়্যাত। এটি দিনের যেকোন সময় করা যায় তবে শর্ত হলো (উক্ত সময়ের পূর্বে) কোন কিছু পানাহার না করা। আর নেকি গণ্য হবে নিয়ত করার পর থেকে।

أقسام الصَّيَّام سিয়াম বা রোযার প্রকারভেদ

واجبٌ:

ওয়াজিব: রমযানের কাফ্ফারা ও নযরের রোযা

نفلٌ:

ফি গির ডল্ক
নফল: সেগুলো ব্যতীত

শিয়াম বা রোযা ওয়াজিবের শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া ২. বিবেকবান হওয়া
৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের রোযা রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে এবং তার অভিভাবক তাকে আদেশ করবে।
৪. মুকিম হওয়া: তাই মুসাফিরের উপর রোযা ফরয নয়। কিন্তু উত্তম হলো কষ্ট না হলে রোযা রাখা। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আমলের কারণে এবং দ্রুত দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, আর উহা তার জন্য সহজ ও মাসের ফযিলত পাওয়ার জন্য।
৫. সুস্থ হওয়া। ৬. হায়েজ ও নেফাস হতে মুক্ত হওয়া।

শিয়াম বা রোযার ক্ষেত্রে রোগের প্রকারভেদ

مرضٌ لا يُرجى زواله:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা নেই: এর সঙ্গে প্রবীন অপারগ ব্যক্তিকে মিলিত করা হবে। সুতরাং তার প্রতি রোযা ফরজ নয়। বরং প্রতিদিন একজন মিসকিন কে খাবার খাওয়াবে। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে: দিনের সংখ্যা হিসেবে মিসকিনদের একত্রিত করে দুপুর বা রাত্রে খানা খাওয়াবে। কিংবা তাদেরকে দিনের সংখ্যা হিসেব করে খাবার বন্টন করে দিবে। প্রত্যেক মিসকিনকে ৫১০ গ্রাম করে ভালো গম আর উত্তম হলো যে, তার সঙ্গে তরকারীর জন্য গোশত ও তৈল দিবে।

مرضٌ يُرجى زواله ويشقُّ عليه

الصَّوْم:

এমন রোগ যা ভালো হওয়ার আশা আছে কিন্তু রোজা রাখা তার জন্য কষ্টকর: এই অবস্থার সঙ্গে মিলিত হবে হায়েজ নেফাসে পতিত মহিলা, দুধ প্রদান কারিণী মহিলা, ও মুসাফির ব্যক্তি। তাই যে দিনগুলো রোযা রাখেনি কষ্ট দূর হলে উক্ত দিনগুলোর ক্বাযা করবে। আর কষ্ট দূর হওয়ার আগে মারা গেলে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

রমযান মাস প্রবেশ কি দ্বারা সাবস্ত হবে?

রমযানের চাঁদ দেখার মাধ্যমে বা শাবান মাসের ৩০ তম দিন পূর্ণ করার মাধ্যমে।

مفسدات الصَّيام সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমূহ

১. স্বইচ্ছায় খাবার পানাহার করা। কিন্তু কেউ তা ভুলে করলে তার রোযা সহি শুদ্ধ হবে।
২. সহবাস করা। যদি রমযানের দিনে তা করে, এবং রোযা তার উপর ফরজ তাহলে দাস আযাদ করা। যদি তা না পারে তাহলে পরপর দুই মাস রোযা রাখা। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় তা হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।
৩. হস্তমৈথুন বা চুমা খাওয়া বা জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে বীর্য বের হওয়া।
৪. যা খাবার পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। যেমন খাবার ইনজেকশন, আর যদি খাবার ইনজেকশন না হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।
৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে বমন করা।
৬. সিংগার মাধ্যমে রক্ত বের করা। কিন্তু পরিষ্কার জন্য অল্প রক্ত বের করায় রোযা ভঙ্গ হবে না।
৭. হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

বৈধ কতিপয় কাজ রোযাদার ব্যক্তির জন্য

থুথু গিলে ফেলা, প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ গ্রহণ, গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, এসি ব্যবহার করা।

مستحبات الصيام رোযার মুস্তাহাব বিষয়াদি

১. সাহরী গ্রহণ করা। ২. সাহরী বিলম্ব করে গ্রহণ করা। ৩. সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা। ৪. আধা পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করা, তা না গেলে শুকনো খেজুর দ্বারা, আর খেজুর যেন বিজোড় হয়। যদি খেজুর না পায় তাহলে পানি দ্বারা। আর কিছুই না পায় তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়্যাত করবে। ৫. রোযা অবস্থায় ও ইফতারের সময় দো'আ করা। ৬. বেশি বেশি দান খয়রাত করা। ৭. রাত্রে সলাতের প্রচেষ্টা করা। ৮. কুরআন তেলাওয়াত করা। ৯. যে তাকে গালী দিবে তাকে বলা আমি রোযাদার। ১০. উমরাহ করা। ১১. শেষ দশকে এতেকাফ করা। ১২. লাইলাতুল কুদরের অনুসন্ধান করা।

সিয়ামের অপছন্দনীয় কাজ সমূহ

১. প্রবল ভাবে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া
২. প্রয়োজন ব্যতিত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা।

রোযাদার ব্যক্তির উপর যা হারাম

১. নাকের পোঁটা গিলে ফেলা, কিন্তু তা দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না।
২. ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে চুমা খাওয়া যার রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৩. মিথ্যা কথা বলা।
৪. মানুষের সঙ্গে মুখতা আচরণ প্রকাশ করা।
৫. দুই তিন দিন লাগাতার রোজা রাখা।

নফল সিয়াম/রোযা

১. রমযানের পূর্ণ রোযা যিনি করেছেন তার জন্য শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখা।
২. যিনি হজ্জ করতে এসেছেন তিনি ব্যতিত আরাফার দিন রোযা রাখা।
৩. আশুরার রোযা রাখা, সঙ্গে তার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন।
৪. প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, বিশেষ করে সোমবার।
৫. প্রতি মাসে ৩টি রোযা করা। আর উত্তম হলো ১৩, ১৪, ১৫।
৬. একদিন রোযা রাখা পরদিন ইফতার করা।
৭. মুহাররাম মাসের রোযা রাখা।
৮. জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয়দিন রোযা রাখা।
৯. শাবান মাসের রোযা রাখা, কিন্তু মাস পূর্ণ করবে না।

মাকরুহ রোযা

শুধুমাত্র শুক্রবার, শনিবার, রবিবারের রোযা রাখা মাকরুহ। কিন্তু কোন কারণ বশত যদি তা করে যেমন আরাফার দিন তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

নিষিদ্ধ রোযা

১. একক ভাবে রজব মাসের রোযা রাখা
২. দুই ঈদের রোযা রাখা
৩. সন্দেহে দিনে রোযা রাখা। কিন্তু যার আমলগত ভাবে রোযা রাখার নিয়ম আছে তার জন্য অসুবিধা নেই।
৪. তাশরীকের দিনের রোযা রাখা (জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩) তারিখ কিন্তু যার হাদী দেওয়ার সমর্থ নেয় তার জন্য বৈধ।
৫. বছর ধরে রোযা রাখা।

রোযা কাযা করার বিধিবিধান।

১. কাযা করার ক্ষেত্রে লাগাতার ভাবে করা মুসতাহাব
২. ঈদের পরেই দ্রুত করা উচিত
৩. পরের রমযান পর্যন্ত কাযা বিলম্ব করা জায়েজ নয়।
৪. যদি কারণ ছাড়া বিলম্বিত করে ফেলে তা হলে তাকে অতিরিক্ত রোযা রাখতে হবে না। কিন্তু সে জন্য সে গুনাহগার হবে।

যাকাতুল ফিতর

মুসলিম অবস্থায় রমযান মাসের শেষ দিন যে পেয়েছে তার উপর ওয়াজিব। সে হোক বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলা, দাস-আযাদ। ঈদের দিন রাত্তীতে প্রদান করা উত্তম। তার পরিমাণ হলো এক সা'আ খাদ্য এবং গর্ভের বাচ্চার যাকাতুল ফিতর দেওয়া মুস্তাহাব।

আর ফিতরার হিকমত হলো:

১. রোযাদার ব্যক্তির বেহুদা কথা-কর্মের পবিত্রতা করণ।
২. ফকীর মিসকিনদের ঈদের দিন মানুষের নিকট চাওয়া হতে বাঁচিয়ে রাখবে।

যাকাতুল ফিতরা প্রদান করার সময়

وقت جواز:

বৈধ সময়: ঈদের ১দিন
বা ২ দিন আগে।

وقت استحباب:

উত্তম সময়: ফজরের
পর ঈদের সলাতের
আগে।

وقت تحريم:

নিষিদ্ধ সময়: ঈদের
সলাতের পর।

مقدار زكاة الفطر

যাকাতুল ফেতরার পরিমাণ

এক সা'আ খাদ্য যা মানুষ গ্রহণ করে, সুতরাং অর্থ যথেষ্ট হবে না। আর সা'আর পরিমাণ হলো ২ কেজি ৪০ গ্রাম ভালো গম।

ঈদের সলাত صلاة العيد

ঈদের সলাত প্রত্যেকের উপর ফরজ। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পর হতে দুপুর পর্যন্ত পড়া যাবে। ছুটে গেলে কাযা করা যাবেনা। উত্তম হলো সলাত মাঠে পড়া। মসজিদে পড়া বৈধ। সলাতের আগে বিজোড় খেজুর খাবে। পরিষ্কার-পরিছন্নতা অর্জন করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উত্তম পোশাক পরিধান করবে, এক রাস্তা দিয়ে যাবে অপর রাস্তা হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করায় অসুবিধা নেই। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের কে কবুল করে নেন। ঈদের রাত্রীতে ও দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত নামাযের পরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। তাকবীরের শব্দগুলো হলো।

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার অলিল্লাহিল হাম্দ।

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আ ল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই।

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (মাশা.৩/১২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মাশা. হা/৫৬৯৭, সহীহ, যাদুল মা'আদ, মাশা. পৃ. ২/৩৯৫)

ঈদের সলাতের পদ্ধতি হলো: খুতবার আগে ২ রাকাআত সলাত। প্রথম রাকাআতে তাকবীরাতুল ইহরামের পরে ৬ তাকবীর দিবে। এবং দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের পূর্বে ৫ তাকবীর দিবে, দাঁড়ানোর তাকবীর ব্যতিত।

সিয়াম পর্বের প্রশ্নপত্র

১. সিয়ামের রুকুনের সংখ্যা কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

২. সিয়াম কার উপর ফরয?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

৩. প্রত্যেক রোগ সিয়াম পালন করাতে বাধা দেয়।

ক. সঠিক খ. ভুল

৪. নিম্নের প্রত্যেক আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুন

মাসআলা	হুকুম
ফজরের পর সিয়ামের নিয়্যাত করেছে	
নিয়ত ছাড়া সিয়াম	
ছোটদের সিয়াম রাখা	
মুসাফির ব্যক্তির সিয়াম রাখা	
নেফাসে পতিত মহিলার সিয়াম রাখা	
অপারগ ব্যক্তির সিয়াম রাখা	
সিয়াম অবস্থায় খেয়েছে	
সিয়ামকারী ব্যক্তির জন্য খাবারের ইনজেকশন	

মাসআলা	ইকুম
চোখের ড্রপ	
ব্যথার ইনজেকশন	
শিৎগা লাগানো	
বমন করা	
থুথু গিলে ফেলা	
খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা	
ঘুম যাওয়া	
গোসল করা	
এসি ব্যবহার করা	
মিসওয়াক করা	
সুগন্ধির কাঠ ব্যবহার করা	
সাহরির সময়	
কি দিয়ে সাহরী করবে?	
কি দ্বারা ইফতার করবে	-----যদি না পায় ----- -----
	যদি না পায় ----- -----
	যদি না পায় ----- -----
তারাবীর সলাত	
রামযান মাসে উমরাহ করা	
সিয়াম অবস্থায় প্রবল ভাবে কুলি করা	
সিয়ামকারী ব্যক্তির চুমু খাওয়া	
লাগাতার দুই দিন সিয়াম রাখা	

মাসআলা	হুকুম
শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম	
আরাফার দিনের সিয়াম	
সন্দেহের দিনের সিয়াম	
ঈদের দিনের সিয়াম	
তাশরীক দিনগুলোর সিয়াম	
মুহাররাম মাসের সিয়াম	
রজব মাসের সিয়াম	
পুরো বছরের সিয়াম	
শুধু মাত্র শুক্রবারের সিয়াম	
দ্বিতীয় রমাযান পর্যন্ত সিয়াম ক্বাযা বিলম্ব করা	

হজ্জ পর্ব: চতুর্থ পর্ব: রابعًا: الحج

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকুন। তা এই শর্ত সাপেক্ষে ওয়াজিব মুসলিম হওয়া, বিবেকবান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সক্ষম হওয়া। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো সফরের সময় তার সঙ্গে মাহরাম থকতে হবে। আর হজ্জে রুকুন চারটি।

الإحرام ইহরাম বাঁধা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার নিয়ত করা। কিন্তু তালবীয়াহ পাঠ করা ও কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয়।	الوقوف بعرفة আরাফায় অবস্থান করা। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে সূর্য পশ্চিম আকাশে হলে যাওয়ার পর থেকে ঈদের দিনের ফজরের আগ পর্যন্ত।	طواف الإفاضة তওয়াফুল ইফাদাহ (তওয়াফে যিয়ারত) আর তা হবে আরাফায় অবস্থান করার পরে। তা কিন্তু তওয়াফে কুদুম না।	السَّعْي সায়ী করা। সাফা- মারওয়ার। আল্লাহ বলেন- (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) অর্থ: নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বত) আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।
---	--	--	--

হজ্জের প্রকারসমূহ

الأفراد ইফরাদ হজ্জ: শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবে, এবং এককভাবে তার কাজগুলো সম্পাদন করবে।	القران কিরান হজ্জ: হজ্জ ও উমরার এক সঙ্গে নিয়ত করবে এবং তার উপর হাদয়ী ফরয।	التمتع তামাত্তু হজ্জ: প্রথমে হজ্জের মাসে উমরার নিয়ত করবে এবং তা করে ফেলবে এবং হালাল হয়ে যাবে অতঃপর হজ্জের দিনে হজ্জের নিয়ত করবে। আর উপর হাদয়ী ফরয।
--	---	--

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ:

এই ওয়াজিব গুলোর যেকোন ১টি পরিত্যাগ করলে তাকে পশু যবেহ করে হজ্জ পূর্ণ করতে হবে। আর তা গোশত নিজে না খেয়ে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

মিকাত হতে ইহরাম বাধা	সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা
মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা	তাশরীকের দিন গুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা
জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা	মাথা মুন্ডন বা চুল খাটো করা।

যে ব্যক্তি মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তার বিদায়ী ত্বওয়াফ করা। কিন্তু ইহা হায়েয ও নিফাসে আক্রান্ত মহিলার জন্য প্রযোজ্য নয়।

হজ্জ-উমরার মীকাত সমূহ:

زمانية	مكانية
সময়ের মীকাত: আর তা হলো হজ্জের মাস সমূহ: শাওয়াল, যিল কাআদাহ, ও যিল হজ্জ। আর এই সময়ের মীকাতগুলো হজ্জে জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু উমরার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয়।	স্থানের বর্ণনা: যুল হুলাইফাহ: মদিনাবাসীদের জন্য এবং তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। যুহফাহ: সিরিয়া, মিশর ও মরক্কো বাসীদের জন্য। কারনুল মানাজিল: নাজদবাসীদের জন্য। ইয়ালামলাম: ইয়ামান বাসীদের জন্য যাতে ইরাক: ইরাক বাসীদের জন্য

হজ্জের মুস্তাহাব
আমলসমূহ

ইহরামের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি
ব্যবহার করা

পুরুষদের জন্য ২টি সাদা কাপড় পরা
লুঙ্গী ও চাদর

ইহরামের নিয়্যাত করার পূর্বে নখ
কাটা এবং যে সমস্ত জায়গার চুল কাটা
আবশ্যিক সেগুলো কেটে ফেলা

ইহরামের দিন হতে জামরায়ে
আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত
তালবীয়াহ পাঠ করা।

ইফরাদ ও কেরান হজ্জ আদায়কারীগণ
মক্কা শরীফে ত্বওয়াফ কুদুম করবে
(আগমনের ত্বওয়াফ)

ত্বওয়াফ কুদুমের প্রথম দিন তিন
চক্রে সাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলা,
এবং তামাভু হজ্জকারীর উমরার
ত্বওয়াফে। আর রামল বলা হয় দ্রুত
ভাবে চলাকে।

ত্বওয়াফে কুদুম ও তামাভু হজ্জকারীর
উমরার ত্বওয়াফে ইযতেবা করা। আর
তাহলো তার ডান কাঁধ খুলে রাখবে।

মুযদালিফায় পৌছার পরই মাগরিব ও
এশার সলাতকে একত্রিত করে পড়া।

আরাফার রাত্তীতে মিনায় অবস্থান
করা।

হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া।

মুযদালিফায় আল-মাশআরুল হারামের নিকট ফজরের সলাতের পর হতে সূর্য উদিত
হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা। আর মুযদালিফার সকল স্থানই অবস্থানস্থল।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

উহা নয়টি: মাথা ও শরীরের চুল মুগুন করা, নখ কাটা, পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা স্পর্শ করে ঢাকা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিকাব ও হাত মোজা পরা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, যেমন: গন্ধময় সাবান, স্থলের শিকারকৃত প্রাণী হত্যা করা ও শিকার করা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে বিবাহের আঞ্জাম করা, সহবাস করা, বা সহবাস ছাড়া উপভোগ করা। যে ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ কাজ সমূহের কোন একটি কাজ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত বা নিরুপায় হয়ে করে তাহলে তার উপর কোন ফিদয়াহ (জরিমানা) নেই। কিন্তু শিকার হত্যা করা ব্যতীত, তাতে সর্বাবস্থায় ফিদয়াহ (জরিমানা) দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় তাহলে চার প্রকার:

ما لا فدية فيه

যাতে কোন ফিদইয়া নেই।
আর তা হলো বিবাহ বন্ধন। তা নিজের জন্য হোক বা অপরের জন্য হোক। অনুরূপ সহবাস ছাড়া উপভোগ করা যদি বীর্য বের না হয় তাহলে তাকে কোন কাফফারা দিতে হবে না বরং তাওবাহ করতে হবে।

ما فديته مثله

যার ফিদইয়াহ হচ্ছে অনুরূপ দেওয়া। আর তা হচ্ছে স্থলের শিকারকে হত্যা ও শিকার করা। আর যে তাকে হত্যা করবে তাকে সর্বাবস্থায় ফিদইয়া লাগবে। আর তার ফিদইয়া হচ্ছে অনুরূপ প্রাণী দেওয়া।

ما فديته مغلظة

যার ফিদইয়া হচ্ছে ভারী শক্ত আর তা হলো সহবাস করা। আর যে ব্যক্তি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করবে সে তার হজ্জ নষ্ট করবে। আর হজ্জের বাকী কাজ গুলো পূর্ণ করবে এবং আগামীতে পুনরায় হজ্জ করবে এবং দুম্বা প্রদান করবে।

ما فديته فدية أذى

যার ফিদইয়া হচ্ছে কষ্ট দায়কের ফিদইয়ার ন্যায় আর তা হলো অবশিষ্ট নিষিদ্ধ কাজ সমূহ। তার ফিদইয়া হলো নিম্নের তিনটি বিষয়ে ইচ্ছানাধীন: হয় তিনটি রোযা বা ৬ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো প্রত্যেকে আধা কিলো করে বা ছাগল জবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করা।

হাজ্জের দিনগুলোর নামসমূহ

পানি পান করানোর দিন। তা হচ্ছে অষ্টম দিন। এদিনে হাজ্জীগণ মিনাতে পানি বহন করতেন।	আরাফাহ ও অবস্থানে র দিন। তা হচ্ছে নবম দিন ।	ঈদ ও কুরবানীর দিন। তা হচ্ছে দশম দিন	(মিনায়) অবস্থানের দিন। তা হচ্ছে একাদশ তম দিন।	(মিনা) হতে প্রথম প্রত্যাবর্তন দিন। তা হচ্ছে দ্বাদশ তম দিন	(মিনা) হতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্ত ন দিন। তা হচ্ছে ত্রয়োদশ তম দিন।
---	---	---	---	---	--

একত্রিত হওয়ার রাত: তা হলো ঈদের রাত। কেননা মানুষেরা আরাফার মাঠে অবস্থানের পর থেকেই সেখানে একত্রিত হয়। আর জালেহি যুগে মাক্কা বাসীরা আরাফার মাঠে যেত না।

হাজ্জে দু'আ করার পাঁচটি স্থান

في عرفة. আরাফার মাঠে। সূর্য পশ্চিমে হিলার পর হতে সূর্যাস্ত হওয়া পর্যন্ত।	ফজরের সলাতের পর মুযদালিফায় ফর্সা হওয়া পর্যন্ত।	তাশরীকের দিনগুলোতে ছোট ও মধ্যম জামরাতে কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের পর	في الطَّوَّافِ. বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার সময়	في السَّعْيِ. সাফা- মারওয়াহ পাহাড় সা'রী করার সময়
--	--	--	---	--

হাজ্জ ও উমরার পদ্ধতি صفة العمرة والحج

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

আপনারা যখন মীকাতে পৌঁছবেন তখন গোসল করবেন, আপনাদের শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন অতঃপর আপনারা হজ্জে তামাত্তুর জন্য ইহরাম বাঁধবেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে করতে মাক্কার পথে রওনা করবেন। যখন বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছাবেন তখন উমরার সাতটি ত্বাওয়াফ করবেন।

আপনারা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় মাসজিদ হারামের সমস্তই ত্বাওয়াফের স্থান। চায় তা ‘কাবার নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক। কিন্তু ‘কাবার নিকটবর্তমস্থান গুলোতে ত্বাওয়াফ করা উত্তম যখন ভিড়ের কারণে অন্য কেউ আপনাদের দ্বারা কষ্ট পাবে না। সুতরাং যখন ভিড় থাকবে তখন ‘কাবা হতে দূরে থাকবে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তিনি কাজ গুলোতে প্রশস্ততা দিয়েছেন।

আপনারা যখন ত্বাওয়াফ শেষ করবেন তখন যতটুকু সম্ভব মাকামে ইবরাহীমের পিছনের নিকটবর্তী স্থানে দুই রাক‘আত সলাত আদায় করবেন। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে যতই দূরে হোক না কেন মাকামে ইবরাহীমকে আপনার ও ‘কাবার মাঝে রেখে দুই রাক‘আত সলাত আদায় করবেন।

অতঃপর আপনারা উমরার সা‘য়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাবেন এবং সাফা পাহাড় হতে সা‘য়ী শুরু করবেন। যখন আপনারা সাত বার পূর্ণ করবেন তখন আপনারা আপনাদের মাথার সমস্ত স্থান হতে চুল ছোট করে নিবেন। কেননা কোন এক পার্শ্ব হতে চুল ছোট করা জায়েয নেই। অনেক মানুষের এ ধরনের কাজে আপনারা ধোকাই নিপতিত হবেন না।

যিল হাজ্জ মাসের ৮ তারিখে গোসল করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং আপনারা যে স্থান হতে বের হবেন সেই স্থান হতে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব,

‘ইশা ও ফজরের সলাত কসর করে আদায় করবেন কিন্তু জ’মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করবেন না। কেননা আপনাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি মিনা ও মাক্কায় কসর করে সলাত আদায় করতেন কিন্তু জ’মা (দুই সলাতকে একত্রিত করে আদায় করা) করতেন না।

আরাফাতের দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে ও আল্লাহর জন্য নশ্র হয়ে আরাফার মাঠে রওনা করবেন। সেখানে যোহর ও আসরকে জ’মা ও তাকদীম (দুই সলাতের পবরতী সলাতকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আদায় করা) দুই রাক‘আত করে আদায় করবেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু‘আ ও অনুনয়-বিনয়ের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এমতাবস্থায় নিজেকে ওয়ু অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করুন এবং ‘কাবাকে সামনে রাখুন যদিও জাবালে রহমাত আপনাদের পিছনে হয়ে যায়। কেননা শরীয়তের বিধান হল ‘কাবাকে সামনে রাখা। আর আরাফার সীমানা ও তার আলামত সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বা সতর্ক থাকা। কেননা অনেক হাজি আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে না তার হাজ্জই হবে না। রাসূল ﷺ এর বাণী: “হাজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান করা। আর আরাফার পুরো মাঠ তার পূর্ব হতে পশ্চিম ও উত্তর হতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত অবস্থানের সীমানা। তবে বাতনে ওয়াদী (ওয়াদী উরনাহ) ছাড়া।” রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: “আমি এখানে দাঁড়িয়েছি সুতরাং আরাফার পুরো মাঠই অবস্থানের স্থান”।

যখন সূর্যাস্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা সূর্যাস্তের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবেন তখন তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। যতটুকু সম্ভব এ ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করবেন। যেমনটি আপনাদের নাবী ﷺ আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরাফার মাঠ ত্যাগ করলেন এমতাবস্থায় তিনি তা উটের লাগাম টেনে ধরলেন এমনকি উটের মাথা তাঁর পা রাখার স্থানে লেগে যাচ্ছিল। আর তিনি ইশারা করে বলছিলেন: হে সাহাবীগণ আসতে আসতে।

আপনারা যখন মুযদালিফায় পৌঁছে যাবেন তখন সেখানে মাগরিব ও ইশার সলাত আদায় করবেন। অতঃপর সেখানে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। কেননা নাবী ﷺ কাউকে ফজরের পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমতি দেন নাই।

তবে তিনি দুর্বল লোকদের জন্য রাতের শেষাংশে মুযদালিফা ছাড়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর যখন আপনারা ফজরের সলাত আদায় করে নিবেন তখন কিবলা মুখি হবেন, তাকবীর পাঠ করবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন ও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন যতক্ষণ না ভালভাবে ফর্সা হয়। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলো নিয়ে জামারাত আকাবায় যাবেন। জামারাত আকাবাহ রয়েছে সর্বশেষ প্রান্তে মাক্কার দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার পর কঙ্কর সাতটি নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ্ আকবার বলবেন নম্র-বিনয় ও মহাত্ম বর্ণনার সাথে।

জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহাত্ম বর্ণনা করা ও তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। কঙ্করটি গর্তে নিক্ষেপিত হওয়া আবশ্যিক। এমনকি পিলারে মারাও শর্ত নয়। যখন আপনারা কঙ্কর মারা শেষ করবেন তখন কুরবানীর পশু কুরবানী করবেন। কুরবানীর পশু ব্যতীত অন্য কুরবানী করা জায়েয হবে না। কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব দিলে কোন সমস্যা নেই। অতঃপর আপনারা মাথার চুল মুন্ডন করবেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডন করা আবশ্যিক। কিছু অংশ মুন্ডন না করা জায়েয নেই। মহিলারা তাদের চুলের শেষাংশের কিছু অংশ ছোট করবেন। তারপর আপনারা প্রথম হালাল হবেন। এখন আপনারা সাধারণ পোশাক পরিধান করবেন, নখ কাটবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারবেন না। অতঃপর যোহরের সলাতের পূর্বেই মাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। তারপর হাজ্জের ফরজ ত্বাওয়াফ (ত্বাওয়াফে ইফাযা) করবেন। তারপর মিনায় পুনরায় ফিরে আসবেন। তারপর মাথা মুন্ডন, কঙ্কর নিক্ষেপ ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করার মাধ্যমে আপনারা দ্বিতীয় হালাল হলেন। এখন আপনাদের যেকোন কাজ করা জায়েয। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনও করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, নিশ্চয় একজন হাজি ঈদের দিন চারটি কাজ করবেন (কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুন্ডন ও ত্বাওয়াফ এবং সা'য়ী করবেন)। এটিই হচ্ছে হাজ্জের কাজের পূর্ণ ধারাবাহিকতা। কিন্তু যদি আপনারা একটিকে অপরটির আগে করে ফেলেন তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।

যেমন কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডন করা। আর আপনারা যদি ত্বাওয়াফ ও সা'রীকে বিলম্ব করেন এমনকি মিনা ছাড়ার পর করলেও কোন সমস্যা নেই। আপনারা যদি বিলম্ব করে কুরবানী করেন কিংবা ১৩ তম দিনেও করেন তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে এগুলো প্রয়োজন সাপেক্ষে করা যায়।

১১ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করবেন এবং পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম জামারাহ দিয়ে গুরু করবেন তারপর দ্বিতীয় জামারাহ অতঃপর তৃতীয় জামারাহ। প্রত্যেকটি জামারাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ্ আকবার বলবেন। সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঈদের দিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে। আর দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য রাতের শেষাংশে। কঙ্কর নিক্ষেপের শেষ সময় আর ঈদের পরের দিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদিন গুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। দিনের বেলায় প্রচুর ভিড় হলে রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে।

যে ব্যক্তি ছোট বাচ্চা কিংবা বা অসুস্থতার কারণে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না সে অন্যকে তার পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিতে পারে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ হতে ও যে ব্যক্তি তাকে দায়িত্ব দিয়েছে তার পক্ষ হতে একই স্থান থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে সে নিজের জন্য সর্বপ্রথম গুরু করবে। যখন আপনারা ১২ তম দিনে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করবেন তখন আপনাদের হাজ্জ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনারা যদি চান মিনা ত্যাগ করতে পারবেন। আর চাইলে ১৩ তম রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারেন। আর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এটাই উত্তম। কেননা নাবী ﷺ এটি করেছেন। আপনারা যখন মক্কা ছাড়ার ইচ্ছা করবেন তখন বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। ঋতুবতী ও নেফাসী মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা জায়েয নেই। এমনকি মাসজিদের দরজার নিকট আসা ও সেখানে অবস্থান করাও শরীয়ত অনুমতি দেয়নি।

হজ্জ পর্বের প্রশ্নপত্র

১. হজ্জ কার উপর ওয়াজিব?

ক.

খ.

গ.

ঘ.

ঙ. আর মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হলো:

২. হজ্জর রুকুন সংখ্যা কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি

৩. ইহরাম হচ্ছে হজ্জর একটি রুকুন আর তা হলো: মীকাত হতে লুঙ্গী ও চাদর (সিলাই বিহীন দুইটি সাদা কাপড়) পরিধান করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

৪. ত্বওয়াফে ইফাযাহ ও ত্বওয়াফে যিয়ারাহ একই না। প্রথমটি রুকুন ও দ্বিতীয়টি সুন্নাত

ক. সঠিক খ. ভুল

৫. নবী (স) তিনবার হজ্জ করেছেন।

ক. সঠিক খ. ভুল

৬. হজ্জ দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।

ক. সঠিক খ. ভুল

৭. মদীনাবাসী ইয়ালামলাম মীকাত হতে ইহরাম বাধবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

৮. উমরার সময়ের মীকাত হচ্ছে রামাযান মাস।

ক. সঠিক খ. ভুল

৯. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

হজ্জ ও উমরাহ ----- জীবনে ----- একবার। আর যে হজ্জ করলো অতঃপর না ----- এবং না ----- সে তার গুণাহ হতে বের হয়ে গেল সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দেয়। আর হজ্জে মাবরুর এর প্রতি দান শুধু মাত্র -----
-----।

১০. মক্কাবাসী হজ্জের নিয়্যাত তান'ঈম হতে করবে ।
ক. সঠিক খ. ভুল
১১. ইহরামের জন্য মহিলা সাদা কাপড় পরবে ।
ক. সঠিক খ. ভুল
১২. যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরায় ইহরাম বাঁধবে সে সুগন্ধি ব্যবহার করবে ----- এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা -----
১৩. মহিলার জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা বৈধ না ।
ক. সঠিক খ. ভুল
১৪. মুহরিম ব্যক্তির জন্য বেল্ট পরা বৈধ না ।
ক. সঠিক খ. ভুল
১৫. মুহরিমা মহিলা পরিধান করবেনা ----- ও ----- ।
১৬. ইযতেবা করা সুন্নাত:
ক. উমরার ত্বওয়াফে খ. ত্বওয়াফে কুদুসে গ. যিয়ারত ত্বওয়াফে ঘ. প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে শুধু মাত্র ঙ. সবগুলোতেই ।
১৭. সায়ী শুরু হবে ----- এবং শেষ হবে -----
১৮. হাজ্জীগণ আরাফা হতে মাগরিবের পূর্বেই চলে আসবে ।
ক. সঠিক খ. ভুল
১৯. আরাফার মাঠে অবস্থান করা হজ্জের ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত ।
ক. সঠিক খ. ভুল
২০. হজ্জের কাজ সমুহ শুরু হবে ----- আর চলতে থাকবে ঐ দিনের শেষ হওয়া পর্যন্ত ----- ।
২১. আরাফায় পাহাড়ে উঠা যাবেনা ।
ক. সঠিক খ. ভুল
২২. হাদয়ী প্রদান করা তামাত্ত ও কেরান হজ্জ কারীর উপর ওয়াজিব এবং ইফরাদ হজ্জকারীর ক্ষেত্রে সুন্নাত ।
ক. সঠিক খ. ভুল
২৩. তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবে জামারায় আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করার পর ।
ক. সঠিক খ. ভুল ।

২৪. যদি হাজী সাহেব পাথর শুধু হাউজের ভিতর রেখে দেয় পিলারকে স্পর্শ করা ব্যতীত তাহলে তার নিষ্কেপ করা সহিহ হবে।
ক. সঠিক খ. ভুল
২৫. হাজী সাহেব দশতম তারিখে ৩টি জামারাকেই পাথর নিষ্কেপ করবে।
ক. সঠিক খ. ভুল
২৬. তাশরীকের দিনগুলোতে জামারায় পাথর নিষ্কেপ শুরু হবে সূর্য ঢোলার পর।
ক. সঠিক খ. ভুল
২৭. জামারা আকাবায় পাথর নিষ্কেপের পর দোআ করা।
ক. সঠিক খ. ভুল
২৮. যদি ব্যক্তি তুওয়াফে ইফাযা মক্কা থেকে চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করে তাহলে বিদায়ী তুওয়াফ যথেষ্ট হবে। আর তুওয়াফে ইফাযা উমরার তুওয়াফের ন্যায় কিম্ব ----- আর -----
২৯. কেরান ও ইফরাদ হজ্জ কারীর উপর ওয়াজিব হলো যে সায়ী করবে -----
- আর তামাত্তু হজ্জকারী সায়ী করবে -----।

৩০. নিম্নের আমলগুলোর হুকুম উল্লেখ করুন:

মাসয়ানা	হুকুম
ছোট বাচ্চার হজ্জ	
মাহরাম ব্যাতিত মহিলার হজ্জ	
ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির হজ্জ	

الدَّرْسُ الْخَامِسُ عَشَرَ
পঞ্চদশ পাঠ

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রবান হওয়া:

প্রত্যেক মুসলিমকে শারয়ী চরিত্রে চরিত্র বান হওয়া। আর তার মধ্যে হতে হচ্ছে: সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, নিজেকে পবিত্র রাখা, লজ্জাশীলতা, সাহসিকতা, উদারতা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে পবিত্র থাকা, প্রতিবেশীর সাথে সৎব্যবহার করা, সাধ্যমত মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা, এছাড়া আরও অন্যান্য শারয়ী চরিত্র যা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

গুরুত্বপূর্ণ টীকা: تعليقات مهمة:

১. সত্যবাদিতা : (তার কথা, কাজ ও বিশ্বাসে আল্লাহর সাথে সত্য কথা বলবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সাথেও সত্য কথা বলবে। এর বিপরীত হলো মিথ্যা বলা)।
২. আমানত দারিতা : (একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয যা মানুষের প্রতি অর্পিত। এর বিপরীত হলো খিয়ানত করা)।
৩. সংযম অবলম্বন করা : (তা হলো হারাম হতে নিজেকে বিরত রাখা)।
৪. লজ্জাশীলতা : (তা হলো এমন চরিত্র যা চায় ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহারের মাধ্যমে)।
৫. সাহসিকতা
৬. উদারতা
৭. বিশ্বস্ততা
৮. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা
৯. প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহার করা। আর অন্তর্ভুক্ত হলো তার গোপনীয়তা রক্ষা করা।
১০. সক্ষমতা অনুযায়ী মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা। আরো অনেক শারয়ী চরিত্র রয়েছে যার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

الدَّرْسُ السَّادِسُ عَشَرَ
ষষ্ঠদশ পাঠ

ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া: التَّأَدُّبُ بِالْآدَابِ الْإِسْلَامِيَّةِ

ইসলামী শিষ্টাচারে শিষ্ট হওয়া। তার মধ্যে হতে: সালাম দেওয়া, হাস্যোজ্জ্বল থাকা, ডান হাত দিয়ে পানাহার করা, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, খাবারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচির দাতার উত্তরে বলা (ইয়ারহামুকাল্লাহ), হাঁচি দাতা তার উত্তরে বলবে (এয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম)। রোগীদর্শন করা, জানাযা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করা, আরও শরয়ী শিষ্টাচার মাসজিদ বা বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, পিতা-মাতার সঙ্গে, আত্মীয় সজনদের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, বড়-ছোটদের সঙ্গে, নবজাতককে সম্ভাষণ দেওয়া, বিবাহে শুভ কামনা করা, মসিবতের সময় সান্তনা দেওয়া। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী শিষ্টাচার রয়েছে পোশাক পরিধান-খোলা, জুতা পরার ক্ষেত্রে।

গুরুত্বপূর্ণ টীকা: تَعْلِيْقَاتٌ مُهِمَّةٌ

১. সালাম দেওয়া : (অর্থাৎ “আসসালামু আলাই ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” বলা। পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া। যে সালাম দিবে তার সালামের উত্তর দেওয়া)
২. হাস্যোজ্জ্বল থাকা।
৩. ডান হাত দিয়ে পানাহার করা ওয়াজিব (ডান হাত দিয়ে নেওয়া বা প্রদান করা মুস্তাহাব।
৪. খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।
৫. খাওয়ার শেষে আল হামদু লিল্লাহ বলা: হাদীসে বর্ণিত

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানি হাযা ওয়া রযাকানিহি মিন গইরি হাওলিম মিননী ওয়ালা কুওয়াতা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ।

৬. হাঁচি দেওয়ার পর (الْحَمْدُ لِلَّهِ) হামদু লিল্লাহ বলা। অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৭. হাঁচি দাতার উত্তরেব বলা (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) ইয়ারহামুকাল্লাহ। অর্থ: আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুক। তখন হাঁচিদাতা তার উত্তর দিবে এ বলে যে, (يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِالْكُم) (এয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম) অর্থ: আল্লাহ আপনাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা উন্নত করুন।

৮. রোগীদর্শন করা (উপযুক্ত সময়ে বার বার রোগীর কাছে যাওয়া। তার কাছে দির্ঘক্ষণ অবস্থান না করা এবং তাকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না করা)।

৯. পুরুষদের জন্য জানাযা ও দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করা।

১০. শারয়ী শিষ্টাচার অবলম্বন করা : মাসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দু'আ বলা: بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিকা। অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

এর পর মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করে এ দু'আ বলবে: بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআ পড়বে:

«بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি তাওাক্কালতু আলাল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন আযিল্লা আউ উযাল্লা (*) আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ ইউজহালা আলাইয়া।

অর্থ- আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি এবং ক্ষমতা নেই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদ±খলন হয় বা পদ±খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২)

আর বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় এ দুআ পড়বে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খয়রা মাওলিজে ওয়া কয়রালা মাখরাজে। বিসমিল্লাহি অলাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা ওয়া আলা রব্বিনা তাওাক্কালনা।

অর্থ: হে আল্লাহ প্রবেশস্থল ও বের হওয়ারস্থলে তোমার নিকট কল্যাণ কামানা করছি। তোমার নামেই প্রবেশ করছি, তোমার নামেই বের হচ্ছি আর আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করছি।

১১. এর পর বাড়ীর লোকজনকে সালাম প্রদান করবে। এর পর বিয়েতে মুবারোকবাদ জানাতে এ দুআ পড়বে:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফীল খাইরি)

অর্থ: আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত বর্ষণ করুন ও তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন। (আবু দাউদ হা/২১৩০, সহীহ আত-তিরমিযী হা/১০৯১, মিশকাত হা/২৪৪৫, সহীহ: আলবানী রহ.)

১২. এর পর বিপদ ও মসীবতে দুঃখ প্রকাশ করা তিন দিনের বেশি নয়।

الدَّرْسُ السَّابِعُ عَشَرَ
সপ্তদশ পাঠ

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক করা ।

শিরক ও পাপসমূহ হতে সতর্ক হওয়া ও সতর্ক করা ।

আর সেগুলোর মধ্যে হলো: সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় তা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, কারণ ছাড়া যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সহ-পবিত্রা মুমিনা নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া ।

তার মধ্যে হতে আরও হলো: পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা শপথ করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, মানুষের জ্ঞান মাল ও সম্মানে জুলুম করা, নেশা গ্রহণ করা, জুয়া খেলা, গিবত করা, চোগলখুরী করা, এ জাতীয় আরোও রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন ।

গুরুত্বপূর্ণ টিকা

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা: ছোট শিরক ও বড় শিরক ।।
২. যাদু করা: যে ব্যক্তি যাদু করবে বা তাতে সন্তুষ্ট হবে সে কুফরী করলো । যাদুকরের কাছে যাওয়া, যাদুর ওয়েব সাইডে প্রবেশ করা, ও যাদুর চ্যানেল পত্রপত্রিকা পড়াও হারাম । আর যাদু দূর করতে হবে শারঈ ঝাড়ফুক-দো'আ, বৈধ ঔষধের দ্বারা যেমন শিৎগা লাগানো ।
৩. অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা: চাই সে মুসলিম হোক বা চুক্তিবদ্ধ কাফের বা নিরাপত্তায় থাকা কাফের হোক ।

তবে ন্যায় ভাবে হত্যা করা যাবে। আর তা তিন প্রকার: ক. হত্যার বদলে হত্যা করা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে হত্যা করা, ধর্ম ত্যাগকারীকে হত্যা করা।

ইয়াতীম: যার পিতা মারা গেছে আর সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা: অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।

সহ-পবিত্রা মুমিনা মহিলাদের অপবাদ দেওয়া: অর্থাৎ অবিবাহিতদের।

মিথ্যা শপথ: আর অনুরূপ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা। যেমন: নবী ﷺ এর সম্মানের, জীবনের, বার্ষিকের।

জুয়া খেলা: অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ জুয়া যার মধ্যে হার-জীত রয়েছে।

গীবত করা: নবী (স) তার সংজ্ঞায় বলেছেন: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

চুগোলখুরী করা: বিদ্বেষের জন্য একজনের কথা অন্য একজনের নিকট লাগানো।

حكم المسابقة والمغالبة হারজিত খেলায় প্রতিযোগিতা করার হুকুম।

يجوز بعوضٍ وغيره:

বিনিময় নিয়ে করা:
যাবে। যেমন: উট,
ঘোড়া, তীরের
প্রতিযোগিতা, কেননা
রাসূল (স) বলেছেন:
শুধু উট ঘোড়া, ও তীরে
প্রতিযোগিতা করা
যাবে।

مُحَرَّمٌ مطلقاً:

সর্বাবস্থায় হারাম: তাস
ও জুয়া এবং এ জাতীয়
খেলা।

يجوز بلا عوضٍ ولا

يجوز بعوضٍ:

বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া
বৈধ, আর বিনিময়ে
অবৈধ: তাহলো:
উল্লেখিত
প্রতিযোগিতাগুলো
ব্যতীত অন্য সবগুলো।

الدَّرْسُ الثَّامِنُ عَشَرَ অষ্টদশ পাঠ

মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযার নামায ও দাফন:

প্রথম: যে ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিগত হবে তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকীন দেওয়া।

দ্বিতীয়: যখন তার মৃত্যু সুনিশ্চিত হবে তখন তার চোখ বন্ধ করে দিবে এবং তার দাড়ি বেঁধে দিবে। কেননা এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়: মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। তবে এমন শহীদ যে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে গোসল দিতে হয় না এবং তার জানাযার সলাতও পড়তে হয় না। বরং তাকে তার স্ব কাপড়েই দাফন দিতে হয়। কেননা নাবী (স.) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেন নাই এবং জানাযার সলাতও আদায় করেন নাই।

চতুর্থ: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি:

তার গোপনাস্ত আবৃত করে রাখতে হবে। তারপর তার পেটে ধীরে চাপ দিবে। অতঃপর গোসল দাতা তার হাতে একটি কাপড় বা কাপড় জাতীয় কিছু বেঁধে নিবে এবং তা দিয়ে তাকে পরিস্কার করে দিবে। অতঃপর তাকে সলাতের ওয়ুর মত ওয়ু করাবে। তারপর পানি ও বরই পাতা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে তার মাথা ও দাড়ি ধৌত করাবে। তারপর তার ডান পার্শ্ব ধৌত করাবে অতঃপর বাম পার্শ্ব। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই নিয়মে ধৌত করাবে। প্রত্যেক বারই তার পেটের উপর দিয়ে হাত নিয়ে যাবে। যদি তার পেট থেকে কোন কিছু বের হয় তাহলে তা ধৌত করে দিবে। যদি তার গোঁফ ও নখ লম্বা হয়ে থাকে তাহলে কেটে দিবে। আর যদি নাও কাটে তাতে কোন সমস্যা নেই। চুলগুলো এলোমেলো করে রাখবে। গোপনাস্তের লোম পরিস্কার করবে না, তার খাতনাও করাবে না। কেননা এ ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না। মহিলাদের চুলকে তিনটি বেনিতে গাঁখে দিবে এবং তা পিছনের দিকে ছেড়ে দিবে।

পঞ্চম: মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানো:

পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ের কাফন পরানো উত্তম যাতে কোন জামা এবং পাগড়ি থাকবে না। যেমনটি নাবী (সা.) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

যদি একটি জামা, লুঙ্গি ও একটি লম্বা কাপড়ে কাফন পরানো হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। আর মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন পরানো হবে। জামা, ওড়না, ছায়া ও দুটি লম্বা কাপড়। ছোট বাচ্চাদেরকে এক থেকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। আর ছোট শিশুদেরকে একটি জামা ও দুইটি লম্বা কাপড়ে কাফন দেওয়া যায়। সকলের ক্ষেত্রে এমন একটি কাপড় থাকা আবশ্যিক যা মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আবৃত করবে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দিতে হবে। তাকে তার লুঙ্গি ও চাদরে কাফন দিতে হবে বা ইহা ব্যতীত অন্য কাপড়েও কাফন দেওয়া যায়। তার মুখ ও মাথা আবৃত করতে হবে না। এমনকি সুগন্ধিও লাগানো যাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। যেমনটি রাসূল ﷺ হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তি যদি মহিলা হয় তাহলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাকে সুগন্ধি লাগানো যাবে না, নিকাব দিয়ে মুখ আবৃত করা যাবে না ও মোজা দিয়ে হাত আবৃত করা যাবে না। কিন্তু তার হাত ও মুখকে উক্ত কাফনেই আবৃত করতে হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে মহিলাদের কাফনের বর্ণনাতে উল্লেখিত হয়েছে।

ষষ্ঠ: মৃত পুরুষ ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, জানাযার সলাত পড়ানো ও দাফন কার্যের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: পিতা, দাদা, ওয়ারিসদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। মহিলা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বেশি হকদার যাকে তিনি ওসিয়ত করবেন। তারপর যথাক্রমে: মা, দাদী বা নানী, তার বংশের মহিলাদের মধ্য হতে যে বেশি নিকট আত্মীয়। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে। কেননা আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তম: মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাতের পদ্ধতি

মোট চার তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরের পর ফাতিহা পড়বে। তার সাথে একটি ছোট সূরা বা ১-২ আয়াত পড়াও ভাল কাজ। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে এবং দরুদ শরীফ পাঠ করবে যেমনটি তাশাহুদ্দের

সময় করা হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিবে এবং জানাযার দু'আ পাড়বে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ# عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ# عَلَى
الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ-اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ# وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ# وَاغْسِلْهُ# بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ
وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ# مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ
ذَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ# وَ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ# وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ#
وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَافْسَحْ لَهُ فِي
قَبْرِهِ، وَثَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

(আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অ মাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা
অসগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লা-হুম্মা মান
আহয়্যাইতাহ্ মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফফাইতাহ্
মিন্না ফাতাওয়াফফাহ্ আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মাগফির লাহ্ অরহামহ্ অআ-
ফিহী অ'ফু আনহ্ অআকরিম নুযুলাহ্ অঅসসি' মুদখালাহ্, অগ্‌সিলহ্ বিলমা-ই
অস্সালজি অলবারাদ। অনাক্বিহী মিনাল খাত্বায়া কামা য্যুনাঙ্কাস সাউবুল
আবয়্যায্ মিনাদ দানাস। অ আবদিলহ্ দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ
আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ
আদখিলহ্‌ল জান্নাতা অ আইয্‌ল মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার। অফসিহ
লাহ্ ফি কবরিহি অনাক্বির লাহ্ ফিহ। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ্ অলা
তুযিল্লানা বা'দাহ্।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-
নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে,
তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদেরকে
ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া
কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর,
তার প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। তুমি তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর।
আর তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিত্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা

পরিষ্কার করে থাক। তুমি তাকে তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর দান কর। তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার কবরকে আলোকিত কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। (আবু দাউদ, মশ্রু. হা/৩২০১, তিরমিযী, মশ্রু. হা/১০২৪, ইবনে মাজাহ, মশ্রু. হা/১২১৭, মিশকাত হা/১৬৭৫, মুসলিম হা/২১৩৫, ২১২৪, ইফা. হা/২১০০, নাসায়ী হা/১৯৮৪, মিশকাত, হা/১৬৫৫।)

তারপর চতুর্থ তাকবীর দিবে এবং ডান দিকে একবার সালাম ফিরাবে। আর প্রত্যেক তাকবীর দেওয়ার সময় দুই হাত উত্তোলন করবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি মহিলা হয় তাহলে বলবে- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দু জনের হয় তাহলে এভাবে বলবে «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهُمَا... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি জানাযা দুয়ের অধিক হয় তাহলে এভাবে বলবে «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ... إلخ» এভাবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি শিশু হয় তাহলে، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، এ দুআ এর পরিবর্তে বলবে «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَدُخْرًا لَوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقُلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَفِيهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابُ الْجَحِيمِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্তাউ অযুখরান লিওয়ালিদাইহি অশাফি‘আম মুজাবা আল্লাহুম্মা সাক্কিল বিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়া আ‘যমা বিহি উজুরাহুমা ওয়া আলহিক্বহু বিসলিহি সালাফিল মু‘মিনীনা ওয়াজআলহু ফি কাফালাতি ইবরাহীমা আলাইহিস সলাতু ওয়াস সালামু ওয়াকিহি বিরহমাতিকা আযাবাল জাহীম।

জানাযার সলাতে পুরুষ ব্যক্তির মাথা বরাবর ও মহিলার মাথা বরাবর ইমামের দাড়ানো সুনাত। যখন একত্রে অনেক গুলো জানাযা হবে তখন পুরুষ লাশকে ইমামের সামনে রাখবে তারপর ক্বিবলার দিকে মহিলাকে রাখবে। যদি ছেলে শিশু থাকে তাহলে তাকে মহিলার আগে রাখতে হবে তারপর মহিলাকে অতঃপর কন্যা শিশুকে। পুরুষের মাথা বরাবর ছেলে শিশুর মাথা রাখবে অনুরূপভাবে কন্যা শিশুর মাথা মহিলার মাথা বরাবর রাখবে এবং মহিলা ও কন্যা শিশুর বক্ষকে পুরুষের মাথা বরাবর রাখবে। সকল মুসল্লী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে একজন যদি ইমামের পিছনে জায়গা না পায় তাহলে সে ইমামের ডানে দাঁড়াবে।

অষ্টম: মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পদ্ধতি

শরীয়ত সম্মত বিষয় হলো: কবর পর্যন্ত কবরকে গভীর করা, ক্বিবলার দিকে কবরে লাহাদ করা ও লাহাদ কবরের ডান কাঁধের উপর ব্যক্তিকে রাখা। কাফনের গিট খুলে দিবে কিন্তু তা টেনে নিবে না বরং স্ব অবস্থাতেই রেখে দিবে। তার মুখ খুলে দিবে না চায় সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। তারপর কবরে ইট সাজাবে এবং তাতে কাদা মাটি লাগাবে যাতে করে মজবুত হয় ও মাটি তা ধরে রাখতে পারে। যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে তকতা, পাথর বা কাঠ দিবে যাতে করে মাটি তা ধরে রাখতে পারে। তারপর মাটি চাপা দিবে। এ সময় নিম্নের দু'আটি পড়া মুস্তাহাব:

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (হ-রাসূলিল্লাহ-হি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ-হি)

অর্থ: আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)। (সহীহ আত-তিরমিযী হা/১৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ১০/৩৫৩ পৃ.)

একবিদ পরিমাণ উঁচু করবে এবং তার উপর একটি ছোট পাথর রাখবে যদি তা পাওয়া যায় এবং পানি ছিটিয়ে দিবে। এবং তার কবরের পাশে দাড়িয়ে ব্যক্তির জন্য দু'আ করা অনুমতি রয়েছে। কেননা নাবী (স.) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার জন্য স্থিরতা কামনা কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নবম: যে ব্যক্তি তার জানাযার সলাত আদায় করতে পারে নাই, দাফনের পর কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করা তার জন্য জায়েয রয়েছে। কেননা নাবী (স.) এরূপ করেছেন। তবে শর্ত হলো তা এক মাসের কম হতে হবে।

যদি দাফন করা এক মাসের বেশি হয় তাহলে কবরের নিকট জানাযার সলাত জায়েয নেই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এমন কোন দলীল নেই যে, দাফন করার এক মাস পরে তিনি কবরের নিকট জানাযার সলাত আদায় করেছেন।

দশম: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে লোকজনের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা জায়েয নেই। যেমন সম্মানিত সাহাবী জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি: (আমরা দাফনের পর মৃতব্যক্তি পরিবারে একত্রিত হতাম সমবেদনা ও তাদের খাবার ব্যবস্থার জন্য)। সুতরাং তাদের ও তাদের মেহমানদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে কোন সমস্যা নেই। মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশির পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা জায়েয আছে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) এর নিকট যখন ‘জাফর বিন আবু ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর সংবাদ আসল তখন তিনি তাঁর পরিবারকে ‘জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবারের জন্য খাবার তৈরীর নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন: (নিশ্চয় তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে)। মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য যে খাবারগুলো হাদিয়া দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের প্রতিবেশি বা অন্যদেরকে দাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। আমরা যতটুকু শরীয়ত হতে জানি যে, এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় নাই।

একাদশ: কোন শোক পালনকারিনী মহিলার জায়েয নাই যে, সে তিন দিনের বেশি ব্যক্তির জন্য শোক পালন করবে। তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তার উপর তার স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। তবে সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শোক পালন করবে। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস সাব্যস্ত আছে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে তার কোন নিকট আত্মীয় বা অন্য কারো জন্য শোক পালন করা জায়েয নাই।

দ্বাদশ: মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু‘আ করা, তাদের জন্য রহমত কামনা করা এবং ও আখিরাতকে স্বরনের জন্য পুরুষদের জন্য যে কোন সময় বিশেষ করে রাতের শেষাংশে কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে। কেননা নাবী বলেছেন:

পরিবারের
আল্লাহই
সত্য

(তোমরা কবর যিয়ারত কর, নিশ্চয় কবর যিয়ারত তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে)। যখন তাঁর সাহাবীরা কবর যিয়ারত করতেন তখন তিনি তাদেরকে কবর যিয়ারতের দু'আ শিক্ষা দিতেন যাতে তাঁরা কবর যিয়ারতের সময় বলেন:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ،
نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمِ اللَّهُ الْمُسْتَفْذِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয নাই। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারিণীদের জন্য অভিষাপ করেছেন। কেননা তাদের কবর যিয়ারতের মাধ্যমে এবং তাদের ধৈর্য ধারণ ক্ষমতা কম থাকার কারণে তিনি ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করেছেন। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির পিছে পিছে কবরস্থানে যাওয়াও তাদের জন্য জায়েয নাই। কেননা নাবী (সা) তাদেরকে ইহা হতে বারণ করেছেন। আর মাসজিদে কিংবা কোন সলাতের স্থানে মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করা পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য জায়েয।

কবর যিয়ারতের প্রকারভেদ

زيارة شرعية.

শারয়ী যিয়ারত: কবর যিয়ারতের মাধ্যমে আখিরাতকে স্মরণ করার নিয়্যাত করা, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাহন প্রস্তুত না করা। নিজের জন্য ও ব্যক্তিদের জন্য বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে নিয়্যাত করা।

زيارة بدعية.

বেদ'আতী
যিয়ারত:

যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরের নিকট আল্লাহর কাছে প্রার্থনার নিয়্যাত করে।

زيارة شركية.

শিরকি যিয়ারত:

যদি কবর যিয়ারতের মাধ্যমে কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা নিয়্যাত করে।

যা সঞ্চলন করা সম্ভব হয়েছে তা এখানেই সমাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি রহমত ও শান্তিবর্ষণ করুন। আমীন-

পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তার প্রশ্নপত্র

- ১) নিয়মনীতি ও শারয়ী শিষ্টাচার সংরক্ষণ করা মুসলিমের চরিত্র:
ক. সঠিক খ. ভুল
- ২) আমার দ্বীন আমাকে আদেশ করে খারাপ ব্যক্তিদের সঙ্গ দিতে এবং সৎ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতে।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৩) ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে চাকর, লেবার ও অন্যান্যদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৪) যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও হাত দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয় আমি তার সঙ্গ দিবো।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৫) কেউ আমাকে গালি দিলে আমিও তাকে গালি দিব
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৬) ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যারা মুখাপেক্ষী ও দুর্বল তাদের সাহায্য করবো।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৭) একজন মুসলিম এর হক অপর মুসলিমের উপর যে, অসুস্থ হলে তাকে যিয়ারত করবে ও সুস্থতার দো'আ করবে।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৮) প্রতিবেশীর গোপন বিষয় খোঁজ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট
ক. সঠিক খ. ভুল
- ৯) আল্লাহর নিকট প্রিয় সেই যে মানুষের বেশি উপকার করে।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ১০) بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا
تَوَكَّلْنَا
ক. সঠিক খ. ভুল
- ১১) যে আমার হাঁচির উত্তর দিবে আমি তার জন্য বলবো اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ
ক. সঠিক খ. ভুল
- ১২) দো'আ আযকার মুসলিমকে হেফাযত করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে।
ক. সঠিক খ. ভুল
- ১৩) তোমার মুসলিম ভাইকে তোমার ভালোবাসার পরিচয় কি? উত্তর:
- ১৪) ঈমান কমে যাওয়ার প্রমাণ হলো তোমার মুসলিম ভাইকে হিংসা করা।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৫) ভালোবাসা সৃষ্টি করার কারণসমূহ কি কি? উত্তর:

১৬) মাদকের মধ্যে সেটিই হারাম যার নাম রাখা হয়েছে খাম্বর (মদ)

ক. সঠিক খ. ভুল

১৭) খাবার দাবারে ফুক দেওয়া মাকরুহ

ক. সঠিক খ. ভুল

১৮) খাবার শেষ করার পর এবং হাত ধৌত করার পর আঙ্গুল চাটা মুস্তাহাব।

ক. সঠিক খ. ভুল

১৯) খাবার, পরিধান, সৌন্দর্যে মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই হলো সঠিক পথ।

ক. সঠিক খ. ভুল

২০) মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি হকদার গোসল, জানাযার, সলাত পড়া, ও দাফন করাতে ----- তারপর ----- তারপর ----- তারপর।

২১) মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা:

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. বৈধ

২২) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার হুকুম:

ক. সুন্নাত খ. ওয়াজিব গ. ফারজে কেফায়াহ

২৩) মৃত্যুর সময়ে ব্যক্তিকে তালকীন দেওয়ার হুকুম:

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নাত গ. হারাম

২৪) যে মৃত ব্যক্তিকে গোসলের সাহায্য করে না তাকে গোসল দেওয়ার সময় তার উপস্থিত হওয়ার হুকুম

ক. হারাম খ. সুবাহ গ. মাকরুহ

২৫) মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে তখন তার কাফনের গিরাগুলো খুলে ফেলতে হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৬) স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দিতে পারবে না, কেননা মৃত্যুর কারণে বিবাহ বন্ধন শেষ হয়েছে।

ক. সঠিক খ. ভুল

২৭) পুরুষ-মহিলা গোসল দিতে পারবে তাকে -----

২৮) যার জানাযার সলাত ছুটে যাবে সে সলাত পড়বে ----- আর তা এত দিনের মধ্যে -----।

২৯) সর্বাবস্থায় মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কান্না করা বৈধ? ক. সঠিক খ. ভুল

৩০) মায়েতকে কবরে ডান কাঁখে কিবলার দিকে মুখ করে রাখতে হবে।

ক. সঠিক খ. ভুল